প্রাকৃত উপক্রমণিকা

Punjab University Oriental Publications Series-এর অন্তর্গত

Introduction to Prakrit

(*Second Edition*)

By

Alfred C. Woolner

M.A. (*Oxon*), C.I.E., F.A.S.B.,

Principal of the Oriental College, Lahore.

গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে

এম্-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন)

লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।
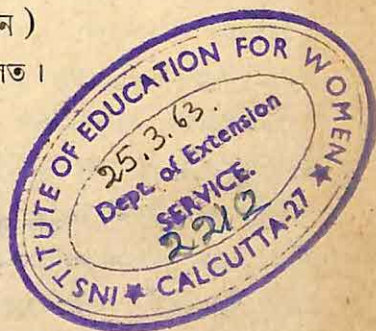
বেলা সেনগুপ্ত

প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, পাটনা উইমেন্স কলেজ, পাটনা।

জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিহার ন্যাশনাল কলেজ, পাটনা।

ভূমিকা

সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে প্রাকৃতের চর্চ্চা অতি অল্প। এ শুধু এখনকার কথা নয়, বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে। রাজশেখর বলিয়াছেন, তাঁহার সময়ে লোকে সংস্কৃত 'ছায়া' অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত অংশের অর্থ বুঝিত। প্রাচীন আর্য্যভাষার রূপবিশেষ হইলেও প্রাকৃতের যে পৃথক অনুশীলনের প্রয়োজন আছে, তাহা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝিতেন না, এখনও বোঝেন কিনা সন্দেহ। কলেজে যাঁহারা 'পণ্ডিত' শিক্ষক মিশ্র ভাষায় লিখিত নাটক পড়াইবার সময় তাঁহাদের প্রাকৃত জ্ঞানও 'ছায়া'সর্ব্বস্ব।

বোধ হয়, এই অবস্থা অনুভব করিয়া ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাওয়েল (E. B. Cowell) তাঁহার Introduction to the Ordinary Prakrits of the Sanskrit Drama (London 1875) নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে (London 1868) তিনি ভামহের ব্যাখ্যাসমেত বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশের একটি সংস্করণ সম্পাদিত করিয়াছিলেন, যাহা Christian Lassen-এর আদি-সংস্করণ (Bonn 1837) অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। প্রায় এই সময় A. Weber ১৮৭০ ও ১৮৮১ সালে Leipzig হইতে দুই খণ্ডে হাল সাতবাহনের গাথা-সপ্তশতী প্রকাশিত করিলেন বিস্তৃত টীকা ও অনুবাদের সহিত। তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার দুইজন খ্যাতনামা ছাত্র য়াকোবি (H. Jocabi) ও পিশেল (R. Pischel) আধুনিক রীতিসম্মত পদ্ধতিতে প্রাকৃত চর্চ্চার সূত্রপাত করিলেন। য়াকোবি ১৮৮৬ সালে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত একটি গল্পের সংগ্রহ (Ausgewählte Erzählungen in Māhārāstri) প্রকাশিত করিলেন, যাহার ভূমিকায় এই প্রাকৃতের সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ সংকলিত করিয়া দিলেন। পিশেলের উদ্যম ছিল আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর। ১৯০০ সালে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ হইতে Grammatik der Prakrit-Sprachen এই নামে সমগ্র প্রাকৃতের একটি বিস্তৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত করিলেন, যাহা আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাকৃতচর্চ্চা আরও কিছু অগ্রসর হইলেও, পিশেলের গ্রন্থে উদাহৃত বাস্তবিক প্রয়োগের অসংখ্য উদ্ধৃতি এখনও মূল্যবান্। ইহার পূর্ব্বে, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ (সিদ্ধহেমচন্দ্র, অষ্টম অধ্যায়) টীকা ও অনুবাদের সহিত দুই খণ্ডে পিশেল ১৮৭৭ ও ১৮৮০ সালে Halle হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত প্রায় সমস্ত রচনা জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত ও বিদেশে প্রকাশিত বলিয়া এ দেশে সকলের অধিগম্য ছিল না; এবং প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য প্রবেশিকার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য বুলনার (A. C. Woolner) উক্ত গ্রন্থাদি হইতে সংকলিত Introduction to Prakrit ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করিলেন। ইহার প্রথম সংস্করণ কলিকাতা হইতে ১৯১৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৮ সালে। পুনর্মুদ্রণের অভাবে এখন এই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য। স্বল্প পরিসরে প্রাকৃত ভাষার মূল কথাগুলি ইহাতে সংকলিত হইয়াছিল এবং প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য এরূপ কোনও প্রবেশিকা পুস্তক ছিল না বলিয়া এই সংকলন আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃত পাঠ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এরূপ একটি সহজ সংকলনের আবশ্যকতা বাড়িয়াছে। ইহা সুখের বিষয়, বুলনারের প্রবেশিকা বর্ত্তমান গ্রন্থে সংশোধিত ও বাংলা ভাষায় বিশদভাবে অনূদিত হইয়া কেবল ছাত্রদের নয়, সাধারণ প্রাকৃত শিক্ষার্থীরও অধিগম্য হইয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

গন্থআরেণ ণিঅগুরুণো সিরি

আর্থার এন্টনি ম্যাকডোনেল

আচারিঅণরিন্দস্স বইল্লতিথথস্স

ণাম

সব্বাইং উবঅরণাইং স্মুমরিঅ

ইমস্স পোথঅস্স আদিম্মি

সসিণেহং

অহিলিহিদং।

গ্রন্থকারের ভূমিকা

স্নাতকশ্রেণীর পাঠ্যক্রমগুলিতে প্রায় সর্বদাই নাটক থাকে আর সেগুলির অনেকটা অংশই হচ্ছে প্রাকৃতে। পরীক্ষকদের ধারণা যা-ই থাকুক না কেন, অধিকাংশ সংস্করণে একই পৃষ্ঠায় যে সংস্কৃত ছায়া দেওয়া থাকে ছাত্রেরা তাই প'ড়ে তাদের কাজ চালিয়ে নেয়। অন্ততঃ তাদের পড়া এইভাবেই আরম্ভ হয়। তারপরে তারা প্রাকৃতটা পড়ে। তখন তারা লক্ষ্য করে যায় সংস্কৃতের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে এর সাদৃশ্য আর কতকগুলি বিষয়ে ভিন্নতা। এমনি করে যে অংশটির সংস্কৃতরূপের সঙ্গে ও সেইসঙ্গে সম্ভবতঃ ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে পূর্বাহ্ণেই তার পরিচয় ঘ'টে আছে তাকে সে চিনে নিতে পারে। এমন কি যে সব ছাত্রেরা তাদের পাঠক্রমে অধিকতর অগ্রসর হয়েছে তারাও পড়তে পড়তে যখন কোন প্রাকৃত অংশ পায় তখন সামান্যতম বাধাতেই নীচে 'ছায়ার' দিকে চোখ নামিয়ে দেখে। ফলে, কোন একটা প্রাকৃতের সঠিক জ্ঞান প্রায় কোন ছাত্রেরই হয় না। এজন্যে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কোন বইয়ের যে সব সংস্করণ তারা ব্যবহার করে সেগুলির প্রাকৃতাংশ প্রায়ই ভ্রমপূর্ণ থাকে। আর প্রয়োজনমত দেখে নেবার পক্ষে সুবিধাজনক এমন বইও নেই যাতে তারা ঠিক ঠিক নিয়মগুলি পেতে পারে। এই 'প্রাকৃত উপক্রমণিকা'র একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের পাঠ্য সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী অংশগুলিকে অধিকতর মনোনিবেশ ও বিদ্যাবত্তার সঙ্গে অধ্যয়নের জন্যে একখানা প্রারম্ভিক গ্রন্থের যোগান দেওয়া।

এ বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অবশ্য বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিরাট ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস অধ্যয়নকারীকে সাহায্য করা। যে কোন ভারতীয় ছাত্র অন্ততঃ একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিয়েই তার পড়া আরম্ভ করে। স্কুলে যে সংস্কৃত সে শিক্ষা করে তাতে সেই প্রাচীন ভাষাটির নিয়মবদ্ধ সাহিত্যিক রূপের সঙ্গে সে পরিচিত হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়লে সে সময় সে আবিষ্কার করতে পারে যে বৈদিক ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার অধিকতর প্রাচীন স্তরের নিদর্শন। এর জন্যে নির্ভুল সংস্করণের পাঠ্যগ্রন্থ ও বহু প্রয়োজনমত দেখে নেবার গ্রন্থ আছে। (বিশেষভাবে পড়তে বলা হচ্ছে—A Vedic Grammar for students by A. A. Macdonell, Clarendon Press, ১৯১৬)।

মধ্যমস্তর অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। ভারতবর্ষেই সংস্কৃতের চেয়েও মধ্যযুগীয় প্রাকৃতগুলিই আরও বেশি বাস্তব অর্থে 'মৃত'ভাষা। ভারতের বাইরের পণ্ডিতেরা প্রাচীনতম বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির ভাষা পালির মধ্যেই এই স্তরের স্থবিধাজনক নিদর্শন লাভ করেছেন। বিভিন্ন প্রাকৃতের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্বের ছাত্রদের থাকা আবশ্যক। এ বইখানি সে প্রয়োজন মেটাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

অধ্যয়নপদ্ধতি। প্রথমে একটি উপভাষাকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে তারপরে একে মানরূপে ধরে নিয়ে এর সঙ্গে অন্যগুলির তুলনা করাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো উপায়। এইটাই ছিল ভারতীয় বৈয়াকরণদের পদ্ধতি। তাঁরা মাহারাষ্ট্রীকে তাঁদের মানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মাহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত গদ্যের লুপ্তাবশেষ যা পাওয়া যায় তা জৈনদের লেখা। আর যে ভাষায় নাটকের কবিতাগুলি রচিত—এ সে ভাষা নয়। পালি অধ্যয়নের সহায়ক অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, কিন্তু পালি এত প্রাচীন যে তাকে কেন্দ্র করে আলোচনার স্থবিধা হয় না, আর আমাদের পাঠ্যক্রমের এ একটা ভিন্ন বিষয় ও বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার্থীর পক্ষেই একে উপযুক্ত বলে সাধারণতঃ ধরা হয়। অধিকন্তু, সংস্কৃতের ছাত্র প্রকৃতপক্ষে নাটকান্তর্গত প্রাকৃতের সংস্পর্শেই প্রথমে আসে, আর তার অধিকাংশই হচ্ছে শৌরসেনী। অপরাপর কারণের মধ্যে এই কারণেও শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রীর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বিষয়টি সাধারণরূপে উপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়েছে।

যে সব ছাত্র এ বই পড়বে তারা যেন আগে সাধারণ আলোচনার পরিচ্ছেদগুলি ও পরে দু'টি মুখ্য নাটকীয় প্রাকৃতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে ধ্বনি ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি পাঠ করে। অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্তগুলি বড় হরফে ছাপা, সেগুলিকে মুখস্থ করে নেওয়া ভালো। তারপরে ১—১৪ পাঠ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে সেই অর্জিত জ্ঞান যে কোন নাটক পাঠে ছাত্রকে প্রয়োগ করতে হবে। (যদি এই দু'টি মাত্র প্রাকৃতের জন্যেই সে কোন নাটক পড়তে চায় তাহলে 'ষ্টেন কোনো' সম্পাদিত **'কর্পূরমঞ্জরী'** নাটক পড়াই বাঞ্ছনীয়)।

এর পরের ধাপটি হবে অধিকতর ভাষাতাত্ত্বিক। তার মধ্যে থাকবে ভাষার বিভিন্ন স্তর ও উপভাষাগুলির তুলনা—যতদূর যা ৪-১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ১৫ থেকে শেষ পাঠ অবধিতে। (ভাষাবৈচিত্র্যের জন্যে **'মৃচ্ছ-কটিক'** নাটকটি সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক)।

পালি ও প্রাচীন প্রাকৃতের নিদর্শনগুলির উদ্দেশ্য এর পরে আরও বেশি অধ্যয়নে উৎসাহ বর্ধন করা।

প্রাচীনকাল থেকে শব্দাবলীর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা দেখাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে সেগুলির আধুনিক রূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ছাত্রদের নিজের মাতৃভাষা থেকে নিয়ে আরও অধিক সংখ্যক রূপের সঙ্গে যুক্ত করতে পারা উচিত।

শব্দসূচী দেওয়া হ'ল খানিকটা বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবার সুবিধার জন্যে, আর খানিকটা একটা উপায়স্বরূপ যাতে শব্দের রূপগুলিকে সে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং রচনার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেগুলিকে চিনে নিতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

প্রতিলিপি। কয়েকটি কারণে রোমান লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। বার বছরেরও বেশি অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার ফলে লেখক নিঃসংশয় হয়েছেন যে রোমান ও হিন্দী উভয় লিপিতেই অসতর্ক বানানের এত প্রচলনের আংশিক কারণ, ধ্বনিমূল্যগত কিছুটা পার্থক্যযুক্ত একই লিপিতে হিন্দী ও সংস্কৃত লেখা হয়। দেবনাগরী লিপিতে লেখা একই শব্দকে সংস্কৃত এবং হিন্দী—উভয়রূপেই উচ্চারণ করা যায়। যেমন,—**भगवान्**-কে ভগবান্ বা ভগ্‌বান্ রূপে, **धर्म**-কে ধর্ম বা ধরম্ রূপে, **सामवेद्**-কে সামবেদ বা সাম্‌বেদ্ রূপে ইত্যাদি। একটা আধুনিক বানানযুক্ত শব্দে যখন প্রাকৃত উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষা করতে হয় তখন গোলোযোগ বেড়ে ওঠে।

আর একটা কারণ হচ্ছে, দেবনাগরীর চেয়ে রোমকলিপি আরও আণবিক বলে ইংরেজিতে ধ্বনিতত্ত্বের নীতিগুলি বলতে অনেক সুবিধা হয়।

অধিকন্তু, যে কোন ভারতীয় ছাত্র আধুনিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সমান তালে চলতে চায় তার এই লিপির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়া উচিত। বহু মৌলিক আলোচনার গ্রন্থ ও প্রাচ্যবিদ্যার সাময়িক পত্রাদি ব্যবহার করবার জন্যে এ তার পক্ষে ততটাই প্রয়োজনীয় যতটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে প্রয়োজনীয় দেবনাগরী।

প্রুফ্ সংশোধনের বর্ধিত শ্রম ও প্রাথমিক শিক্ষার্থী এই বেশে সংস্কৃতের সঙ্গে যে অপরিচয়ের ভাব প্রথম প্রথম বোধ করতে পারে, সেই সব অসুবিধার চেয়েও এই যুক্তিগুলি আরও বেশি জোরালো বলে মনে হয়েছে।

সংশয়জনক স্থলে—যেমন, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতিতে, যেখানে 'নানা মুনির নানা মত', সেখানে পিশেলকেই প্রামাণিকরূপে ধরা হয়েছে। মতবিরোধকে সাধারণতঃ বাঁচিয়ে চলা হয়েছে, আর যেখানে মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বা বিতর্কমূলক কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রের কাছে ইঙ্গিত দেওয়া যে এই সমস্ত গবেষণার ক্ষেত্র এখনও তার সাহসিক উদ্যমের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

আশা করা যায়, ভারতীয় নাটক ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নে সাহায্য করা ব্যতীত এই ছোট বইটি আমাদের কতিপয় ছাত্র ও স্নাতককে সংস্কৃতবৃত্তের বহিঃস্থিত ভারতীয় চিন্তা ও সাহিত্যের বৃহৎ ক্ষেত্র সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করতে সাহায্য করবে। এর কিছুটা জ্ঞান না থাকলে মধ্যযুগীয় ভারতের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যথোচিত ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

গুলমার্গ
১৯১৭

এ. সি. উল্নার্

রোমান প্রতিলিপি।

স্বরধ্বনি।

অ a আ ā ই i ঈ ī উ u ঊ ū এ e ও o।

সংস্কৃতে (উপরন্তু) ঋ ṛ, ৠ ṝ, লৃ ḷ, ঐ ai, ঔ au।

টীকা ১। সংস্কৃতের যৌগিক স্বরধ্বনি ঐ ai, ঔ au থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যে প্রাকৃতের অই এবং অউ লেখা হয় aï এবং aü। কিন্তু প্রাকৃতে ঐ এবং ঔ-ধ্বনি দু'টি না থাকাতে ওপরে বিন্দু না দিলেও কোন গোলোযোগ হবার সম্ভাবনা নেই। যেমন, uttarai স্থানে উত্তরই হবে।

২। প্রাকৃতে এ এবং ও কখন কখন হ্রস্বস্বর রূপেও পরিগণিত হয়। এদের পার্থক্য বোঝাবার জন্যে এ॑ ĕ এবং ও॑ ŏ—এমনি করে লেখা হয় (দ্রষ্টব্য ৬১)।

ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক্ k	খ্ kh	গ্ g	ঘ্ gh	ঙ্ ṅ
চ্ c	ছ্ ch	জ্ j	ঝ্ jh	ঞ্ ñ
ট্ ṭ	ঠ্ ṭh	ড্ ḍ	ঢ্ ḍh	ণ্ ṇ
ত্ t	থ্ th	দ্ d	ধ্ dh	ন্ n
প্ p	ফ্ ph	ব্ b	ভ্ bh	ম্ m
য্ y	র্ r	ল্ l	ল্ ḷ	ব্ v
শ্ ś	ষ্ ṣ	স্ s	হ্ h।	

বিসর্গ : (প্রাকৃতে নেই) ḥ।

অনুস্বার : ṃ।

টীকা ১। সংস্কৃত ন প্রাকৃতে সাধারণতঃ ণ হয়ে যায়, কিন্তু অপর কোন দন্ত্যবর্ণের পূর্বস্থিত ন অপরিবর্তিত থেকে যায় (সংস্কৃতের মত)। তবে, অনেক সময় এটা লেখা হয় এইভাবে—দংত। জৈনগ্রন্থে শব্দের আদিতে প্রায় সর্বত্রই ন লিখিত হয়েছে।

২। এমনি ভাবেই অন্যান্য অনুনাসিক বর্ণও ং দিয়ে প্রায়ই লিখিত হয়েছে।

পংচ = পঞ্চ

সংখ = সঙ্খ

দংড = দণ্ড

জংবু = জম্বু

কিন্তু দ্রষ্টব্য—৩৫।

৩। লঘু-প্রযত্নতর-য়—এর জন্যে দ্রষ্টব্য-৯, টীকা।

৪। হিন্দী ড়=ṛ, আর ল়=ḷ। কার্যতঃ ঋ, ঌ-এর সঙ্গে এদের পৃথক্‌করণে কোন অসুবিধা হয় না। ড-এর নীচে বিন্দু দিয়ে ড়-ধ্বনি বোঝাবার উপায় অবলম্বনের বহু পূর্ব থেকেই সম্ভবতঃ ড-অক্ষর ড়-রূপে উচ্চারিত হয়ে আসছিল।

৫। মোটামুটি এই ধরে নিতে হবে যে প্রতিলিপিপদ্ধতি ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতিবর্ণীকরণ। অর্থাৎ এক শ্রেণী বর্ণের স্থানে আর এক শ্রেণী বর্ণের ব্যবহার মাত্র। কিন্তু এর থেকে উচ্চারণ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। এটা খুবই সম্ভব যে -চ- মাহারাষ্ট্রীতে -ৎস-এর মত উচ্চারিত হ'ত যেমন হয় আধুনিক মারাঠীতে, এবং মগধে -অ- আধুনিক বাংলার মত করে উচ্চারিত হত। তা হ'লেও, আমরা ধরে নিতে পারি যে মধ্যদেশীয়েরা যে কোন প্রাকৃত উচ্চারণের সময় নিজেদের ধ্বনিপদ্ধতিতেই উচ্চারণ করত।

সূচীপত্র

নিবেদন

A. C. Woolner-এর 'Introduction to Prakrit' বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয়-ভাষা বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অথচ বইটি বহুদিন থেকেই অপ্রাপ্য। বইটিকে সহজলভ্য করবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হ'ল।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে মহাশয় ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটিকে যে মর্যাদা দান করেছেন তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ছাত্রসম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয্যেই বইটি প্রকাশিত হল। তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্যেই বইটির মুদ্রণকার্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা হয়েছে। তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

এ বই পাঠকালে কয়েকটি বিষয়ে ছাত্রদের সতর্ক থাকা দরকার। হ্রস্ব এ এবং হ্রস্ব ও বোঝাবার জন্যে বর্ণ দু'টির মাথায় একটা করে হ্রস্ব চিহ্ন দেওয়া হয়েছে (এ̆ ও̆)। একে যেন তারা চন্দ্রবিন্দু (ঁ) না মনে করে। মূর্ধন্য ল-ধ্বনি বৈদিক ভাষা, পালি, মারাঠী, গুজরাটী ও উড়িয়া ভাষায় আছে—সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলায় নেই। এই ধ্বনিটিকে বোঝানো হয়েছে ল-এর নীচে একটা বিন্দু দিয়ে (ল়)। শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক্ বোঝাবার জন্যে বর্ণের মাথায় একটা করে খাড়া দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে (অ́লীক)। সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। যে সব ছাত্র এই ভাষা শিক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এবং মৌলিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে চায় তাদের সুবিধার জন্যে রোমান প্রতিলিপি দেওয়া হ'ল।

বইটির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে পাঠকবর্গের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

পাটনা
১২ই আষাঢ়, ১৩৬৭
২৬শে জুন, ১৯৬০

বেলা সেনগুপ্ত
জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রাকৃত উপক্রমণিকা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বিষয় নির্দেশ।

উত্তর ভারতীয় অথবা ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন (ক) ঋগ্বেদে, (খ) পরবর্তী কালের বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। (গ) রামায়ণ ও মহাভারতের ছন্দোবদ্ধ রচনা, (ঘ) পাণিনি-পতঞ্জলির অতিশয় মার্জিত (সংস্কৃত) সাহিত্যিক ভাষা এবং তৎপরবর্তী কালে কালিদাস থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থকারদের রচনার ভাষা এ যুগের কথ্যভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার উদাহরণ পালি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধ্বনি-পরিবর্তন ও ব্যাকরণগত কিছু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এই স্তরের অন্তর্গত ভাষা যে রূপ পরিগ্রহ করল তাতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলে মনে করা যায় (? প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দ)। তারপর এ ভাষায় ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত অনেক পরিবর্তন এল, আর আধুনিক ভাষার রূপ ওরই মধ্যে ফুটে উঠল। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে প্রাপ্ত শিলালিপি ও সাহিত্য থেকেই আমরা এ যুগের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। শিলালিপি ও সাহিত্যিক রচনাবলী এইসব নিদর্শনের অন্তর্গত। শিলালিপিগুলির মধ্যে অশোকের অনুশাসন-গুলিই সবচেয়ে বিখ্যাত। সাহিত্য বলতে বোঝায় পালি ভাষায় রচিত দক্ষিণী অথবা হীনযান বৌদ্ধদের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, প্রাকৃত ভাষায় জৈনদের ধর্ম-গ্রন্থ, প্রাকৃত গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও প্রাকৃত ব্যাকরণ।

(৩) ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় অথবা আধুনিক স্তরের সূচনার সঠিক কাল নিরূপণ করা যায় না। প্রাকৃত যুগের অর্বাচীন স্তর বা অপভ্রংশ, যে ভাষার বর্ণনা

দ্বাদশ শতকে হেমচন্দ্র দিয়েছেন, এবং আধুনিক ভাষাসমূহে রচিত প্রাচীনতম কাব্য—এদের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার সূচনা। লাহোরের কবি চান্দ্ বরদাঈ রচিত 'প্রিথিরাজ্ রাসৌ' নামক গ্রন্থ পশ্চিমী হিন্দী ভাষার প্রাচীনতম কাব্য (? মোটামুটি ১২০০ খৃষ্টাব্দ)।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) প্রাচীন প্রাকৃত (বা পালি); (২) মধ্যম প্রাকৃত ; (৩) অর্বাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ।

(১) প্রাচীন প্রাকৃতের অন্তর্গত—(ক) খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হ'তে ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত শিলালিপি—এ সব শিলালিপির ভাষা স্থানকালভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে।

(খ) হীনযানদের ধর্মসম্বন্ধীয় পালি গ্রন্থ এবং মহাবংশ ও জাতকাদি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ। জাতকে অথবা বুদ্ধের জন্মকথাতে ব্যবহৃত গদ্যভাষা অপেক্ষা পদ্যের ভাষা প্রাচীনতা অধিক পরিমাণে রক্ষা করেছে।

(গ) প্রাচীনতম জৈনসূত্রের ভাষা।

(ঘ) প্রথম যুগের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত। মধ্য এশিয়াতে প্রাপ্ত অশ্বঘোষের নাটকের প্রাকৃত।

(২) মধ্যম প্রাকৃতের অন্তর্গত—(ক) মাহারাষ্ট্রী—দাক্ষিণাত্যের তরল গীতিকবিতার ভাষা।

(খ) কালিদাস ও তাঁর পরবর্তী নাট্যকারদের নাটকে ব্যবহৃত ও ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রাকৃত। যেমন—শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি।

(গ) পরবর্তী জৈনগ্রন্থের উপভাষা।

(ঘ) পৈশাচী—যে ভাষায় 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল ব'লে প্রসিদ্ধি আছে কিন্তু শুধু বৈয়াকরণদের কাছ থেকেই যে ভাষার বিবরণ পাওয়া যায়।

(৩) অপভ্রংশ—সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অপভ্রংশ বিশেষ ব্যবহৃত হ'ত না। সাধারণ কথ্য ভাষার মধ্যেই এর নিদর্শন মেলে। যখন নাটকীয় প্রাকৃতের ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত হয়ে এসেছে তখন ব্যাকরণকারেরা এ প্রাকৃতকেই মার্জিত ও বিধিবদ্ধ ক'রে অপভ্রংশে রূপায়িত করলেন। হেমচন্দ্র যখন পশ্চিমের একটি বিশেষ অপভ্রংশের নিদর্শন লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময়েই এই অপভ্রংশ অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

বর্তমান গ্রন্থে ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় অথবা মধ্যমযুগের প্রাকৃত সম্বন্ধেই সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যেও আবার প্রাকৃতযুগের মধ্যমস্তর অর্থাৎ নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন অর্থে 'প্রাকৃত' শব্দের ব্যবহার।

'প্রকৃতি' থেকে উদ্ভূত 'প্রাকৃত' শব্দটির দু'রকম অর্থ হতে পারেঃ (১) প্রকৃতির ভাষা বা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ কোন কিছুর মূল রূপ থেকে উদ্ভূত অথবা সেই মূলরূপের বিকৃতির বিপরীত। (সাংখ্যদর্শনে প্রাকৃত শব্দটির অর্থ হ'ল প্রকৃতি অর্থাৎ মূলপদার্থ থেকে উৎপন্ন)। (২) ব্যাপক অর্থে 'স্বাভাবিক, সাধারণ, অশিষ্ট বা আঞ্চলিক'।

সম্ভবতঃ প্রথমে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে প্রাকৃত (শৌরসেনী 'পাউদ', মাহারাষ্ট্রী 'পাউঅ') বলা হ'ত, আর মার্জিত সুসম্পন্ন ভাষাকে বলা হত সংস্কৃত।

পরবর্তীকালের ব্যাকরণকার ও আলঙ্কারিকেরা বলেন, প্রাকৃতম্ শব্দটি প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কৃতম্ থেকে এসেছে। এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভ্রান্ত। বস্তুতঃ শব্দের সংস্কৃত রূপকেই মূল ধরে নিয়ে আমরা তার থেকে প্রাকৃত রূপ নির্ণয় করে থাকি। তাহলেও ভাষাবিজ্ঞান এক গুরুতর বিষয়ের সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেঃ সংস্কৃত শব্দগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপ প্রকাশ করবে ততক্ষণ পর্যন্তই তাকে মূল বলে গ্রাহ্য করা হবে। কিন্তু অনেক সময় কোন কোন প্রাকৃত শব্দ ব্যাখ্যা করবার সময় প্রাচীন ভারতীয় আর্যরূপের সন্ধান সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, অর্বাচীন কোন গ্রন্থে হয়তো পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ধরে নিতে হবে যে সংস্কৃতই প্রাকৃত থেকে সেই বিশেষ শব্দটি নিয়েছে।

বৈদিক ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয়-আর্যযুগের সমস্ত উপভাষাকে যদি সংস্কৃতের অন্তর্গত করা হয় তাহলে অবশ্য বলা যেতে পারে যে সমস্ত প্রাকৃতই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অপরপক্ষে, সংকীর্ণ অর্থে, সংস্কৃতকে যদি পাণিনি-পতঞ্জলির ভাষা বা "লৌকিক" সংস্কৃত ভাষারূপে গণ্য করি তাহলে যে কোন প্রাকৃতকে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বলা ভুল হবে। তবে, শৌরসেনী বা মধ্যদেশীয় প্রাকৃত যেমন এই অঞ্চলের প্রাচীন উপভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তেমনি আবার প্রধানতঃ এই উপভাষাকেই ভিত্তি করে লৌকিক সংস্কৃতের উদ্ভব।

ইউরোপে প্রাকৃত বলতে (ক) বিশেষ করে ভারতবর্ষে প্রাকৃত নামে অভিহিত ভাষাকে বোঝায়। যেমন—মাহারাষ্ট্রী অথবা নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত। (খ) ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যম যুগ (কখন কখন পালি এবং প্রাচীন শিলালিপিগুলিকে প্রাচীনতর স্তর হিসাবে প্রাকৃত থেকে পৃথক্ করে দেখানো হয়)। (গ) শিক্ষিত সাহিত্যিক ভাষা হ'তে পৃথক্ যে স্বাভাবিক কথ্যভাষা তাকে প্রাকৃত বলা হয়। এই শেষোক্ত অর্থে কোন কোন গ্রন্থকার প্রাকৃত যুগের বৃহৎ তিনটি স্তরকে তিনটি নামে

আখ্যাত করেছেন—প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় স্তরের প্রাকৃত। ক্রমপর্যায়ে এসব কথ্যভাষা থেকেই সাহিত্যিক ভাষাপদ্ধতি সৃষ্ট হ'তে লাগল আর এগুলি বৈচিত্র্যহীন ও জড়ত্বপ্রাপ্ত হ'ল এবং নিত্যপরিবর্তনশীল প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে এসব রীতির প্রয়োগও চলতে লাগল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাকৃত।

পালি ব্যতীত সাহিত্যিক প্রাকৃতের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—

মা°। মাহারাষ্ট্রী
শৌ°। শৌরসেনী } নাটকীয় প্রাকৃত
মাগ°। মাগধী

অ°মাগ°। অর্ধমাগধী
জৈ° মা°। জৈনমাহারাষ্ট্রী } জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ
জৈ° শৌ°। জৈন শৌরসেনী

(অপ°। অপভ্রংশ।)

মা°। মাহারাষ্ট্রীকে বিভিন্ন প্রাকৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। প্রাকৃত ব্যাকরণে প্রথমতঃ এই প্রাকৃতের নিয়মগুলি দিয়ে তার পরে অন্যান্য প্রাকৃতের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি দেওয়া হয় এবং পরিশেষে বলা হয় বাকীটা মাহারাষ্ট্রীর মত (শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ)। দণ্ডী কাব্যাদর্শ-গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—মহারাষ্ট্র দেশের ভাষাকেই উত্তম প্রাকৃত বলে জানবে (মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ)।

নাটকে মহিলারা কথাবার্তা বলতেন শৌরসেনী প্রাকৃতে, কিন্তু গান গাইতেন মাহারাষ্ট্রীতে। মাহারাষ্ট্রী গীত মহারাষ্ট্রের বাইরে বহু দূরদেশেও প্রচারিত হয়েছিল। গউড়বহো প্রভৃতি মহাকাব্যেও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণী কবিদের এই ভাষা পদমধ্যস্থিত একক ব্যঞ্জনের লোপসাধনের নিয়মকে অন্যান্য প্রাকৃত অপেক্ষা অনেক অধিক দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে (দ্রষ্টব্য—১০)। সাহিত্যের ও গীতের ভাষাতে এটাই স্বাভাবিক, কারণ, গীতে সুরমাধুর্য ও আবেগই প্রধান, ঠিক

ঠিক শব্দ বা তার রূপের মূল্য কম। তা বলে মাহারাষ্ট্রীকে কবিদের উদ্ভাবিত ভাষা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। গোদাবরী প্রদেশের পুরাতন কথ্যভাষাই এই প্রাকৃতের ভিত্তি এবং এরই মধ্যে নব্য মারাঠী ভাষার অনেক বিশেষত্ব নিহিত আছে।

শৌ°। মথুরার নিকটবর্তী শূরসেন দেশের নামানুযায়ী মধ্যদেশের প্রাকৃতকে শৌরসেনী প্রাকৃত বলা হয়। সংস্কৃত নাটকে সাধারণভাবে এই প্রাকৃতই ব্যবহৃত হয়েছে। মহিলারা ও বিদূষক শৌরসেনী প্রাকৃতেই কথা বলেন। 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকে রাজাও এই প্রাকৃতে কথা বলেছেন। এটা লৌকিক সংস্কৃতের নিকটবর্তী ভাষা। লৌকিক সংস্কৃত যে ভাষাকে ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে, সেই একই কথ্যভাষা থেকে শৌরসেনী প্রাকৃতের উদ্ভব। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত ও হিন্দীর মধ্যবর্তী অবস্থারই নিদর্শন শৌরসেনী প্রাকৃত (অর্থাৎ পশ্চিমী হিন্দী, যা'কে ভিত্তি করে সাহিত্যিক হিন্দী গড়ে উঠেছে)। বিশুদ্ধ ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে শৌরসেনীর বৈশিষ্ট্য যেন কিছুটা বাধাগ্রস্ত। ক্রমাগত সংস্কৃতের প্রভাব পড়ার ফলে শৌরসেনী প্রাকৃত নিজে স্বতন্ত্রভাবে ততটা গড়ে উঠতে পারেনি।

মাগ°। পূর্ব দেশের প্রাকৃতের নাম মাগধী। ভৌগোলিক স্থান বিচারে প্রাচীন মগধকেই এর উৎপত্তিস্থল বলতে হবে। বিহারীর উপভাষা বর্তমান মাগহী হ'তে এর দূরত্ব খুব বেশি নয়। নাটকে নিম্নস্তরের লোকেরা মাগধী প্রাকৃতে কথা বলে। মাগধীর কতকগুলি উপভাষাও আছে, যেমন, মৃচ্ছকটিকের ঢক্কীভাষা। ধ্বনিপরিবর্তনরীতিতে মাগধী অন্যান্য প্রাকৃত হ'তে একেবারে আলাদা। 'স' স্থানে হয় 'শ', এবং 'র' স্থানে হয় 'ল', অকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে 'এ'কার হয়। 'য' স্বরূপে থাকে এবং 'জ' স্থানেও 'য' হয় (দ্রষ্টব্য—অধ্যায় ১০)। অন্য সমস্ত প্রাকৃতে হয় হত্থো, মাগধীতে হয় হশ্তে ; অন্যান্য প্রাকৃতে হয় সো রাআ=স রাজা, মাগধীতে হবে শে লাআ।

জৈন প্রাকৃত।

অ° মাগ°। প্রাচীনতম জৈনসূত্রগুলি অর্ধমাগধীতে রচিত। শূরসেন ও মগধ দেশের মধ্যবর্তী (প্রায় অযোধ্যা) স্থানের উপভাষা থেকে অর্ধমাগধী উদ্ভূত। ধ্বনিগতস্বভাবে অর্ধমাগধী মাগধীর সঙ্গে কিছুটা সমতা রেখেছে। শৌরসেনীর চাইতেও অর্ধমাগধীতে প্রাচীন ব্যাকরণের প্রভাব বেশি দেখা যায় এবং এই ভাষা অধিকতর পরিমাণে সংস্কৃত থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে।

জৈ° মা°। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ যে ভাষায় লিখিত হয়েছে সেটা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেরই একটি রূপ। তাকেই বলা হয় জৈন মাহারাষ্ট্রী।

জৈ° শৌ°। দিগম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা কতকাংশে শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে সমতা রেখেছে এবং তাকে বলা হয় জৈন শৌরসেনী।

অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অপভ্রংশ শব্দের প্রয়োগ নিম্নলিখিত অর্থে প্রচলিত দেখা যায়: (ক) সংস্কৃতকে শুদ্ধভাষার মানরূপে ধরে নিয়ে তার থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে পড়েছে যে সব ভাষা; (খ) সাহিত্যিক প্রাকৃত থেকে আলাদা কথ্যভাষাসমূহ, অনার্য ও আর্য। (গ) এ রকম যে কোন কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপ। বৈয়াকরণরা গুজরাটে প্রচলিত নাগর অপভ্রংশকে একমাত্র সাহিত্যিক অপভ্রংশ বলে বর্ণনা করেছেন। সিন্ধুদেশের ব্রাচড় অপভ্রংশের সঙ্গে এর মিল আছে। প্রধান প্রাকৃতগুলির কোন কোন লৌকিক রূপকে ও ঢক্কীকে কখন কখন অপভ্রংশ আখ্যা দেওয়া হয়। প্রধান প্রাকৃতগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে যে সব অপভ্রংশ কথিত হ'ত, তার নিদর্শন যদি সংগ্রহ করা যেত, তবে ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক যোগসূত্র পাওয়া যেত। তা না পাওয়া গেলেও, অপভ্রংশের ব্যাকরণে ও ধ্বনিতত্ত্বে যে প্রবণতা দেখা যায়, তাই খাঁটি প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। অপভ্রংশে রচিত গ্রন্থ ক্রমশঃ যত বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে ততই হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের বিবরণগুলি পূর্ণতর হয়ে উঠছে।

নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রাকৃত সম্বন্ধে আলোচনা একাদশ অধ্যায়ের প্রাকৃত সাহিত্যে করা হয়েছে। বিভাষাসমূহ, পৈশাচীর উপভাষা, শিলালিপির ভাষা প্রভৃতি এবং এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি, সে সব সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে প্রাকৃতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত দশম অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাকৃতের সাধারণ লক্ষণ।

প্রাকৃত (পালি সহ) সংশ্লেষাত্মক ভাষারূপে পরিগণিত হয়। প্রাচীন ব্যাকরণ পালিতে এসে কিছুটা সরলীকৃত হয়েছে। বিভক্তির রূপ ও লকার-এ হ্রাসপ্রবণতা দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য অপেক্ষা ঋগ্বেদে এ সমস্তের রূপ অনেক বেশি দেখা যায়। ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত এরকম বহু রূপই পাণিনির সংস্কৃত হ'তে বর্জিত। পালি ও প্রাচীন অর্ধমাগধী এরকম অনেক রূপকেই রক্ষা করেছে। কিন্তু নাটক ও গীতে

ব্যবহৃত শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত হ'তে এ সকল রূপ অন্তর্হিত হয়েছে। সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে অপভ্রংশ প্রাচীন ব্যুৎপত্তির অবশিষ্ট নিদর্শনকেও মুছে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছে। তারপর এমন একটা অবস্থার উপক্রম হ'ল যাতে শব্দরূপের জন্য দুটি কি তিনটি বিশেষ বিভক্তিই মাত্র গ্রহণযোগ্য থাকল এবং ক্রিয়ারূপ কিঞ্চিদধিক একটি কাল ও দুটি কৃদন্তে পর্যবসিত হল। এর ফলে সৃষ্ট অর্থবৈকল্প নিবারণের জন্য নতুন উপায়ের সৃষ্টি হল এবং পুরাণো ভাষার ধ্বংসাবশেষ থেকেই আধুনিক ভারতীয় বিশ্লেষণমূলক ভাষার উদ্ভব হ'ল।

সরলীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, প্রাকৃত ব্যাকরণের বাকীটা সংস্কৃত ব্যাকরণপন্থীই থেকে গেল। সমস্ত শব্দকে অকারান্ত শব্দরূপে পরিণত করার ও সমস্ত ধাতুকে 'অ'গণীয় ধাতুতে পরিণত করার প্রবল ঝোঁক দেখা দিল। ৪র্থী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। ১মার ও ২য়ার বহুবচনের রূপ মিলে যাবার উপক্রম হল। মধ্যপ্রাকৃতস্তরে লঙ্, লিট্ এবং বিভিন্ন রকমের লুঙ্ লুপ্ত হয়ে গেল। অপ্রয়োজনবোধে দ্বিবচনকেও ত্যাগ করা হল। প্রাচীন প্রাকৃত স্তরের পর আত্মনেপদের ব্যবহারও আর বিশেষ দেখা যায় না এবং দেখা গেলেও পূর্বের অর্থে নয়। এসব সত্ত্বেও অনুসর্গ ও সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন তখনও আসেনি। অপভ্রংশ স্তর পর্যন্ত সাধারণ কথাবার্তায়, এমন কি পদ্য রচনায়ও ব্যাকরণগত প্রয়োজনীয় বিধিগুলি রক্ষিত হ'ল। সারগর্ভ রচনা ও যুক্তিমূলক চিন্তার জন্যে সংস্কৃতের শরণ নেবার প্রবণতা দেখা যায়। পালির মত অর্ধমাগধী ও অন্যান্য জৈন প্রাকৃতগুলি যখন পর পর সেই দেশ ও কালের প্রধান ভাষারূপে পরিগণিত হবার সুযোগ হারাল তখন তারা এই প্রবণতার বিরোধিতা করতে অশক্ত হয়ে ক্রমশঃ সংস্কৃতকে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। এই সরলীকরণ ছাড়া প্রাকৃতের পরিবর্তনগুলি প্রধানতঃ ধ্বনিগত। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি প্রায়ই সমীভবন প্রাপ্ত : রক্ত পরিবর্তিত হয়ে হ'ল রত্ত। (যেমন, লাটিন fructu-s হ'ল ইটালীয়ান frutto); সপ্ত পরিবর্তিত হ'ল সত্ত-তে (যেমন, লাটিন septem হ'ল ইটালীয়ান sette)। প্রাচীন ভাষার কতকগুলি ধ্বনি লুপ্ত হল : ঋ, ঐ, ঔ, য় (মাগধী এবং শ্রুতিরূপে 'য়' ধ্বনির আভাস ব্যতীত), শ (মাগধী ব্যতীত—যেখানে স এর অভাব), ষ, বিসর্গ ; অপরপক্ষে, সংস্কৃতে পাওয়া যায় না এমন দুটি স্বর প্রাকৃতে পাওয়া গেল : এ, ও (হ্রস্ব এ এবং ও)। পদান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। হ্রস্বস্বরের পরে দুই-এর বেশি ব্যঞ্জনের "সংযুক্ত" থাকতে পারে না, এবং দীর্ঘস্বরের পরে একটির বেশি ব্যঞ্জন থাকতে পারে না (দ্রষ্টব্য - চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়)।

এ সমস্ত পরিবর্তনের মোট ফল এক একটা শব্দের উপরে এমন হ'তে পারে যে তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। বপ্পইরাঅ শব্দটি দেখেই চট করে মনে আসে

না যে এর প্রাচীন রূপ হ'ল বাক্‌পতিরাজ; তেমনি 'ওইণ্ণ'-এর সঙ্গে 'অবতীর্ণ'—এর সাদৃশ্য খুব বেশি নয়। অপরপক্ষে অনেক শব্দ সংস্কৃতের সমরূপ, এবং সংস্কৃত কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি প্রাকৃতের বেশির ভাগ শব্দ দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত তুল্যরূপ শব্দগুলি বুঝে নিতে পারে। শুধু শৌরসেনী সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য সমস্ত প্রাকৃত সম্বন্ধেই একথা সত্য। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরস্পরের কাছে বিভিন্ন প্রাকৃত বোধগম্য ছিল। সংস্কৃতভাষী কোন ব্যক্তি, যার মাতৃভাষা যে কোন একটি প্রাকৃতের কথ্যরূপ, সমস্ত সাহিত্যিক প্রাকৃতই অতি সহজে বুঝতে পারত। অধিকন্তু শৌরসেনীভাষী সংস্কৃত শব্দ অতি সহজেই চিনতে শিখত। আর সংস্কৃতে কথা বলতে না পারলেও সংস্কৃত বাক্যের অর্থ ধরতে পারত। প্রাচীনস্তরে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। তারও পূর্বে এদের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা দেখা যেত কেবলমাত্র শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণে, ব্যাকরণসিদ্ধ ও ব্যাকরণ-অসিদ্ধ উক্তিতে, সাধু ও চলিত ভাষাতে, একই ভাষা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েও যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, তাতে। এ স্তরে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও অর্বাচীন ভাষা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে নি। তখন পর্যন্ত এই নব্যভাষা এতটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করতে পারে নি যে তাকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণবিধি এবং নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগিতা লাভে সমর্থ স্বতন্ত্র ভাষা বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদেও প্রাকৃত শব্দের অর্থাৎ প্রাকৃতে অনুসৃত নিয়মে ধ্বনির পরিবর্তিত রূপের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, শ্রথ্ ধাতু থেকে প্রত্যাশিত রূপ শিথির স্থানে হয়েছে *শৃথির=শিথিল। এরকম সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে করবার কোন কারণ নেই যে (বৈদিক) স্তোত্রের ভাষা ও সমসাময়িক কথ্যভাষার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল। বরঞ্চ এসব ধর্মগ্রন্থে প্রাকৃত-প্রয়োগ গৃহীত হয়েছে দেখে মনে হয় যে ঋষিরা এগুলিকে একই ভাষার সম্ভাব্যরূপ বলে মনে করতেন, এবং তখন পর্যন্ত এই দু'রকম ভাষার মধ্যেকার ব্যবধান সম্বন্ধে সচেতন হন নি।

ভারতীয় আর্যভাষা ও ইউরোপের রোমীয় ভাষার ইতিহাসের মধ্যে যে সমতা রয়েছে, একটু ভেবে দেখলে তা সহজেই কৌতূহল উদ্রেক করে। প্রাচীন ইটালীয় কতিপয় উপভাষার মধ্যে লাটিন জাতির ভাষা প্রাধান্য লাভ করেছিল। পরবর্তী কালে লাটিনই ইটালীর তথা সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের মুখ্যভাষা হয়ে উঠেছিল। এই লাটিন ভাষাই প্রথমতঃ মধ্যযুগে বৃহত্তম খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ভাষা হয়ে উঠেছিল। তারপর যে পর্যন্ত না ইউরোপের আধুনিক ভাষাগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সে পর্যন্ত এই লাটিনই বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষারূপে পরিগণিত ছিল। ভারতে সংস্কৃতের মত

লাটিনও বিভিন্ন জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথাবার্তার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হত। অধিকন্তু ধর্মভাষারূপে ধর্মযাজকগণের মুখেও লাটিন সর্বদাই শোনা যেত এবং সাধারণ লোকেও এদের কথার টুক্‌রোটাক্‌রা অভ্যাস করে নিত। মধ্যযুগের হাতুড়ে চিকিৎসক বা স্কুলমাষ্টার যত অজ্ঞই হোক না কেন, লাটিন বুকনি ঝেড়ে নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেওয়া কর্তব্যের মধ্যে মনে করতো। এখানেও ধ্বনিপরিবর্তন ও "সাদৃশ্য" (analogy) দ্বারা প্রাচীন ব্যাকরণ ক্রমশঃ সরলীকৃত হ'ল, যে পর্যন্ত না একাধিক অর্থবোধকে নিরসন করবার জন্যে উপসর্গ ও সহায়ক ক্রিয়ার ব্যবহার আরম্ভ হল।

ভারতে ভাষার যে ধরণের পরিবর্তন হয়েছিল তার কারণ সম্বন্ধে নানারকম গবেষণা হয়েছে এবং তাকে বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক। শ্রমলাঘবতা, রাজসভায় ও নগরে ভাষার ক্রম-পরিমার্জনা, অর্ধগ্রীষ্মমণ্ডলের জলবায়ুর শিথিলকর প্রভাব, আর্যভাষা গ্রহণকারী অনার্যদের বাক্‌পদ্ধতির প্রভাব—ইত্যাদিকে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষার ক্রমপরিবর্তনে কার্যকারী হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধ্বনিবিচার।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ।

১। ক। **আদ্য**। সাধারণ নিয়ম এই যে ন, য, শ, ষ ছাড়া পদের আদিস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ অপরিবর্তিত থাকে।

ন-এর মূর্ধন্যীকরণ হয় (৭)।

য স্থানে হয় জ (মাগধী ব্যতীত)।

জধা = যথা (মাগ° যধা)। জই = যদি, শৌ°-তেও হয় জদি (মাগ° যই, যদি)। জোগী = যোগী।

শ ও ষ স্থানে স হয় (৮)।

২। কোন সমাসের দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণকে সাধারণতঃ পদমধ্যস্থিত বর্ণরূপে গণ্য করা হয়। ধাতুর অসংযুক্ত আদ্যবর্ণ প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে। পুত্ত = পুত্র, কিন্তু আর্যপুত্র স্থানে অজ্জউত্ত হয়।

মা° পআসেই=প্রকাশয়তি। শৌ° আঅদং বা আগদং=আগতম্।
(মা° আঅঅং বা আগঅং)।

৩। নিপাত সমূহেরও (enclitics) একই রকম পরিবর্তন ঘটে। কিং উণ =কিং পুনর্। বি=(অ)পি। অ=চ।

তাবং ও তে (মধ্যমপুরুষ—সর্বনাম)-র 'ত' শৌ° ও মাগ°—তে পদমধ্যস্থিত বর্ণের ন্যায় 'দ'-তে রূপান্তরিত হয়। মা দাব=মা তাবৎ। ণ দে=ন তে। পিদুণো দে=পিতুস্ তে। তদো দে=ততস্ তে।

৪। কোন কোন উপভাষাতে ভূ-ধাতু ও ভূ-ধাতু হ'তে উৎপন্ন শব্দের ভ স্থানে হ হয়। মা° হোই=ভবতি (শৌ° ভোদি)। শৌ° হবিস্সদি (মাগ° হবিশ্শদি)=ভবিষ্যতি। শৌ° মাগ° হোদব্ব=ভবিতব্য।

৫। কোন সমাসের দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণ ফ হ'লে, পদের আদিস্থিত বর্ণের মত প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে। শৌ° চিত্তফলঅ=চিত্রফলক। বহুফল, সফল।

৬। মহাপ্রাণ বিধি।

ক > খ। খুজ্জ=কুব্জ। √খেল্=ক্রীড়্ [রামায়ণের সময় হ'তে সংস্কৃতে 'নাড়া' 'খেলা' অর্থে খেল্ ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় (জে. ব্লক), এটা হয়তো প্রাকৃত প্রভাব]।

প > ফ। শৌ° ফণস, মা° পণস=পনস (কাঁঠাল গাছ)। মহাপ্রাণ উষ্মবর্ণ 'ছ'-তে রূপান্তরিত হয়। অ° মাগ° ছাব=পালি ছাপ=শাব বা শাব (জন্তু-শিশু)। মা°, অ° মাগ° ছ=ষট্, ছট্‌ঠ=ষষ্ঠ।

৭। উচ্চারণের স্থান পরিবর্তন।

উদাহরণ। দন্ত্যবর্ণ > তালব্যবর্ণ। মা° চিট্‌ঠই। শৌ° চিট্‌ঠদি। মাগ° চিষ্ঠদি=তিষ্ঠতি।

দন্ত্যবর্ণ > মূর্ধন্যবর্ণ। মা° ঢঙ্খ=ধ্বাঙ্ক্ষ 'কাক'। ন > ণ। ণূণ=নূনম্, ণঅণ=নয়ন।

৮। শ, ষ, স > স (মাগ°-তে কেবলমাত্র শ আছে, অন্য দুটি নেই)।

৯। খ। **মধ্য**। স্বরমধ্যবর্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ—সাধারণতঃ লুপ্ত হয়।

মা° লোঅ=লোক, সঅল=সকল, অণুরাঅ=অনুরাগ, জুঅল=যুগল, ণঅর=নগর, পউর=প্রচুর, ভোঅণ=ভোজন, রসাঅল=রসাতল, হিঅঅ=হৃদয়।

স্বরমধ্যস্থিত প, ব, য কখন কখন লুপ্ত হয়।

মা° রূঅ=রূপ, বিউহ=বিবুধ, দিঅহ=দিবস।

স্বরমধ্যবর্তী য় সর্বদাই লুপ্ত হয়।

বিওঅ=বিয়োগ, পিঅ=প্রিয়।

টীকা। উচ্চারণের সময় লুপ্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির স্থানে একটু ক্ষীণ 'য়'-এর আভাস আসে। (লঘু-প্রযত্নতর-য়-কার)। সংস্কৃত ও মাগধীভাষার 'য' হ'তে এই 'য়' ক্ষীণতর এবং লেখার সময় এটা ব্যবহৃত হয় না। কেবলমাত্র জৈনদের পুথিগুলিতে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন হিয়য় = হৃদয়।

১০। কবিতায় ব্যবহৃত সাহিত্যিক মাহারাষ্ট্রীই স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ-সাধননীতি অধিক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়েছে। তাতে স্বভাবতঃই খানিকটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। কই বলতে এই তিনই বোঝাতে পারে—কতি, কবি, কপি! তারপর উঅঅ (= উদক) থেকে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই লুপ্ত হয়ে যে স্বরমালার সৃষ্টি করেছে তাতে এই শব্দের মূল চেহারা কি তাই বোঝা শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। এ রকম পরিবর্তন যে আদৌ ঘটা সম্ভব ছিল তার থেকে বোঝা যায় যে উচ্চারণে ইংরেজি ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে ভারতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ এখনকার মতই দুর্বলতর ছিল। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উপভাষাগুলি এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ছিল। হেমচন্দ্র বলেছেন,—অপভ্রংশে স্বরমধ্যবর্তী ক, ত, প লুপ্ত না হ'য়ে যথাক্রমে গ, দ, ব—তে রূপান্তরিত হয়। ণাঅগু = নায়কঃ, আগদো = আগতঃ, সভলউঁ = সফলকম্। কোন কোন সাহিত্যিক প্রাকৃতেও এ রকম পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাচীনতর যুগে, যেমন পালির স্তরে, ক, ত, প অপরিবর্তিত থেকে গেছে কিংবা কোন কোন উপভাষায় ঘোষবর্ণে পরিবর্তিত হয়েছে: সাগল = সাকল।

১১। উদাহরণ।

শৌ° : অদিধি = অতিথি, কধেদু = কথয়তু, পারিদোসিঅ = পারিতোষিক, ভোদি = ভবতি, কধিদো = কথিতঃ, কিরাদ = কিরাত, আণেদি = আনয়তি, তদো = ততঃ, কিদ = কৃত, গদ = গত, সক্কদ = সংস্কৃত, সরস্সদী = সরস্বতী (মা° সরস্সই)। মাগ° : পালিদোশিঅ = পারিতোষিক, শাঅদং = স্বাগতম্, হগে (আমি) = *অহকঃ—অহম্ থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দ।

অ° মাগ° এবং জৈ° মা° : অসোগ = অশোক, লোগ = লোক, আগাস = আকাশ। পালি : লোক, গচ্ছতি, রূপ।

১২। স্বরমধ্যস্থিত 'ত'-এর ব্যবহার থেকে আমরা নাটকে ব্যবহৃত শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত পার্থক্যের পরিচয় পাচ্ছি।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি তুলনীয় :—

শৌরসেনী	মাহারাষ্ট্রী	সংস্কৃত
জাণাদি	জাণাই	জানাতি।
এদি	এই	এতি।

হিদ	হিঅ	হিত।
পাউদ	পাউঅ	প্রাকৃত।
মরগদ	মরগঅ	মরকত।
লদা	লআ	লতা।
ঠিদ	ঠিঅ	স্থিত।
পহুদি	পহুই	প্রভৃতি।
সদ	সঅ	শত।
এদং	এঅং	(এতদ্)।

১৩। স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ সাধারণতঃ 'হ'-তে পরিবর্তিত হয়। (খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ > হ)।

মুহ=মুখ, সহী=সখী, মেহ=মেঘ, লহুঅ=লঘুক, জূহ=যূথ, রুহির=রুধির, বহূ=বধূ, সহর=শফর, অহিণব=অভিনব, ণহ=নভস্ বা নখ।

১৪। শৌরসেনী, মাগধী এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি উপভাষা এখানেও আবার আগের মতনই অঘোষ থ স্থানে ঘোষ ধ ব্যবহার করেছে।

শৌ° অদিধি, কধেদু, তধা, অধ, জধা=যথা।

মাগ° যধা=যথা, তধা। (বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকেই পালি রক্ষা করেছে—অথ, যথা, তথা)।

এটাই হল শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য, যেমন ঃ—

শৌরসেনী	মাহারাষ্ট্রী	সংস্কৃত
অধ	অহ	অথ
মণোরধ	মণোরহ	মনোরথ।
কধং	কহং	কথম্।
ণাধ	ণাহ	নাথ।

১৫। কখনও কখনও স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত না হ'য়ে (৯) বা 'হ' তে পরিবর্তিত না হ'য়ে (১৩) দ্বিত্ব লাভ করে।

শৌ° উজ্জু=ঋজু, মা° ণক্খ=নখ, মা° শৌ° এক্ক=এক।

টীকা ১। অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণেরও এমনি ভাবে দ্বিত্ব ঘটে। যেমন ঃ—জোব্বণ=যৌবন, তেল্ল=তৈল, পেম্ম=প্রেমন্।

টীকা ২। যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বস্বর সর্বদা হ্রস্ব হয়। এখানে 'এ' এবং 'ও' হ্রস্বস্বর (৬৮)।

টীকা ৩। মহাপ্রাণবর্ণের দ্বিত্ব ঘটাতে হ'লে তার নিজস্ব অল্পপ্রাণবর্ণটিকে ওর আগে বসাতে হবে ঃ ক্‌খ, গ্‌ঘ ইত্যাদি।

কোন কোন পুথিতে মহাপ্রাণবর্ণ দ্বারাই দ্বিত্ব করা হয়ে থাকে। যেমন খ্‌খ, ছ্‌ছ ইত্যাদি। এটা লিখনপদ্ধতির পার্থক্য মাত্র, উচ্চারণে দুইই এক।

১৬। স্বরমধ্যবর্তী অঘোষ মূর্ধন্য ট, ঠ > ঘোষ মূর্ধন্য ড, ঢ।

পড=পট, পডাঅ=পটাক, কুডিল=কুটিল, কুডুম্ব=কুটুম্ব, বড=বট, পঢণ=পঠন।

কোন কোন উপভাষায় ড আবার ল়তে পরিবর্তিত হয় (২২)। মা° কক্কোল়=কর্কোট। মাগ° শঅল়=শকট (শৌ° সঅড)। মাগ° যুল়ক=জ়ূটক (শৌ° *জ়ূডঅ)।

১৭। প লুপ্ত না হ'লে ব-তে পরিবর্তিত হয়। (প > ব)।

রূব=রূপ, দীব=দীপ (যেমন—দীবালী), উবরি=উপরি, উবঅরণ=উপকরণ উবজ্‌ঝাঅ=উপাধ্যায় (তুলনীয়—ওঝা), অবি=অপি, অবর=অপর (হিন্দী ঔর), তাব=তাপ।

১৮। বর্গীয় ব অন্তঃস্থ ব—তে পরিবর্তিত হয়। (ৰ > ব) কৰল=কবল সৰর=সবর।

১৯। মহাপ্রাণবিধি। সংস্কৃতের ক প্রাকৃতে কখন কখন খ হয় (৬)। স্বরমধ্যস্থিত এই খ আবার হ-তে পরিবর্তিত হয়।

মা° ণিহস=নিকষ, মা° শৌ° ফলিহ=স্ফটিক।

ট প্রথমে ঠ হয়, তারপর ঢ হয় (ট > ঠ > ঢ)। অ° মাগ° বঢ=বট। ত > থ > হ: মা° ভরহ=ভরত, বসহি=বসতি (অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়); প > ফ > ভ। অ° মাগ° কচ্ছভ=কচ্ছপ।

ন, ম, ল ও উষ্মবর্ণগুলি কখন কখন মহাপ্রাণতা লাভ করে। মা° ণ্হাবিঅ (কিন্তু শৌ° মাগ° ণাবিঅ)=নাপিত, অর্থাৎ *স্নাপিত, √স্না থেকে এসেছে।

অ° মাগ° ল্হসুণ (লসুণও হয়)=লশুন (৩০ দ্রষ্টব্য)।

কখন কখন মহাপ্রাণতার বিপর্যয় ঘটে। মা° দিহি *দিধি থেকে=ধৃতি। মা° ধূআ শৌ° মাগ° ধূদা=দুহিতা, শৌ° মাগ° বহিণী=ভগিনী, মা° ঘেত্তুং=গ্রহীতুম্ (< * ঘৃপ্তুম্)। কখন কখন মহাপ্রাণতা লোপ পায়। শৌ° সঙ্কলা=শৃঙ্খলা কিন্তু সঙ্খলা ও শিঙ্খলা শব্দ দুটিও পাওয়া যায়।

২০। উচ্চারণস্থানের পরিবর্তন।

দন্ত্যবর্ণ > মূর্ধন্যবর্ণ।

পডি=প্রতি, মা° পডিঅ শৌ° মাগ° পডিদ=পতিত, পঢম=প্রথম। এই মূর্ধন্যে পরিবর্তন অর্ধমাগধীতেই বেশি দেখা যায়ঃ অ° মাগ° ওসঢ=ঔষধ (মা° শৌ° ওসহ)।

বেশির ভাগ উপভাষাতেই ন স্থানে ণ হয় (ন > ণ)। ণ্‌ণ, ণঅণ।

২১। উষ্মবর্ণ। সংস্কৃতের তিনটি উষ্মবর্ণের স্থানে কেবলমাত্র দন্ত্য স-এরই প্রচলন দেখা যায়। (কিন্তু মাগধীতে কেবলমাত্র শ-ই হ'ল)। অসেস=অশেষ প্রভৃতি। মাগ° কেশেশু=কেশেষু (শৌ° প্রভৃতিতে কেসেসু)।

২২। ড প্রায়ই ল়-তে পরিবর্তিত হয় (১৬)। (ড > ল়)। উত্তর ভারতীয় ছাপা বইয়ে এবং পুথিতে ল় স্থানে ল-ই ব্যবহৃত হয়েছে। মা° গরুল় (শৌ° গরুড় ; মাগ° গলুড), মা° শৌ° কীলা=ক্রীড়া।

২৩। ত ও দ কখনও কখনও ল বা ল়-তে পরিবর্তিত হয়। (ত, দ > ল বা ল়)।

শৌ° অলসী=অতসী, মা° শৌ° বিজ্জুলিআ=*বিদ্যুতিকা (তাই থেকে হি° বিজ্‌লী)। মা° সালবাহণ=সাতবাহন। মা° শৌ° দোহল=দোহদ।

২৪। বিশেষণীয় ও সর্বনামীয় সমাসে যদি দৃশ্‌—দৃশ—দৃক্ষ শব্দ থাকে তবে তাদের দ স্থানে র হয়। এরিস=ঈদৃশ (শৌ° ঈদিস), কেরিস, অম্হারিস, তুম্হারিস, সরিস।

২৫। কোন কোন উপভাষাতে ম কখনও কখনও ব-তে রূপান্তরিত হয়। (ম > ব)। মা° বম্মহ শৌ° মম্মধ=মন্মথ। মা° ওণবিঅ=অবনত (* অবনমিত)। এ ধরণের পরিবর্তন অপভ্রংশে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বরকে এবং অর্ধস্বরকে অনুনাসিক করে দেয়, তারপর প্রায়ই হয় অর্ধস্বরকে নয়তো নাসিক্যকে বর্জন করে। এমনি করে অপ° কঁবল=কমল, জঁউণা=যমুনা, ণবহিঁ নমন্তি হয়। এই অনুনাসিক বিধি মাহারাষ্ট্রীতেও দেখা যায়, যেমন, চাঁউণ্ডা=শৌ° চামুণ্ডা।

আধুনিক উপভাষাতে কন্‌ওয়র=কুমার এবং গাঁব ও এগুলির নানাপ্রকার রূপবৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় এবং তার ব্যাখ্যা এই পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায়। [সংস্কৃত গ্রাম। পালি এবং প্রায় সমস্ত প্রাকৃতে (গ্‌) গাম-]। (বীমস্‌, ১, ২৫৪ দ্রষ্টব্য)।

২৬। মাগধীতে র স্থানে সর্বত্রই ল হয়। অন্যান্য উপভাষায় এ পরিবর্তন কদাচিৎ ঘটে। (র > ল)।

মা° শৌ° দলিদ্দ=দরিদ্র, মুহল=মুখর।

মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর চাইতে অর্ধমাগধীতে এ ধরণের পরিবর্তন বেশি দেখা যায়।

২৭। কখনও কখনও বিশেষ উপভাষাতে বা কোন বিশেষ শব্দ সমষ্টিতে উষ্মবর্ণের স্থানে হ হয়।

মা° ধণুহ=*ধনুষ (ধনুস্), মা° পচ্চূহ=প্রত্যুষ "প্রভাত সূর্য" কিন্তু পচ্চূস "উষা", (পিশেল, ব্যাকরণ art. ২৬৩)।

মা° পাহাণ=পাষাণ। মা° অণুদিঅহং (শৌ° অণুদিঅসং)=অনুদিবসম্।

ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াতে, যেমন, মা° ণেহিই=নেষ্যতি, অ°মাগ° গাহিই=গাস্যতি, জৈ° মা° পাহামি=পাস্যামি, অ° মাগ° গমিহিই=গমিষ্যতি।
সম্বন্ধপদে, যেমন, মাগ° কামাহ=কামস্য, অপ° কব্বহ=কাব্যস্য।
সর্বনামের রূপে, যেমন, অপ° এহো=এষ, প্রাকৃত তুম্হে=*তুষ্মে, মা° তাহ (তস্স>তাস)=তস্য, তহিং (তস্সিং)=তস্মিন্।

এ ধরণের পরিবর্তন অপভ্রংশে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। শব্দরূপ ও ধাতুরূপের পরবর্তী বিধির কোন কোন বিষয় এই নিয়মদ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যদিও এরূপ পরিবর্তনের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত এবং এর প্রভাব কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। (পিশেল ব্যাকরণ art. ২৬৩; ৪২২, ৪২৫, ৫২০; জে. ব্লক—লাং মারাথে art. ১৬২; এস্ কে চাটার্জি—বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃঃ ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫৫, ৭৫১, ৯৬৩)।

২৮। কোন কোন সময়ে সংস্কৃতের হ-স্থানে প্রাকৃতে ধ-আদি মহাপ্রাণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন, শৌ° মাগ° ইধ, মা° ইহ, পালি ইধ। এখানে দেখা যাচ্ছে শৌরসেনী অপেক্ষাকৃত মৌলিক ধ্বনিকে রক্ষা করেছে। অনেক সময় সংস্কৃত হ মূল (ইন্দো-ইউরোপীয়) ভাষার ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন, হস্তি এবং অঘ্নন্, জঘান।

২৯। **গ**। **অন্ত্য**। পদান্তস্থিত সমস্ত স্পর্শবর্ণ বিলুপ্ত হয়। অনুনাসিক বর্ণগুলি অনুস্বারে রূপান্তরিত হয়। অঃ স্থানে ও হয়। তাছাড়া বিসর্গ লুপ্ত হয়। কখনও কখনও তারপরে অন্ত্যস্বর অনুনাসিক হয়।

সমাসবদ্ধ পদের অন্ত্যবর্ণের ব্যবহারের জন্যে সন্ধি দ্রষ্টব্য (সপ্তম অধ্যায়)।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ।

৩০। পদের আদিতে একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ থাকতে পারে। ব্যতিক্রম:

(১) ণ্হ যেমন, ণ্হাণ=স্নান।

(২) ম্হ, যেমন, ম্হি= (অ) স্মি, ম্হো, ম্হ=স্মঃ।

(৩) সমাসবদ্ধপদের দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণ।

টীকা। ণ্হ ও ম্হ-কে সংযুক্তবর্ণরূপে না ধরে মহাপ্রাণ ণ ও ম রূপে গণ্য করলে একে ব্যতিক্রম বলা যায় না।

৩১। কোন শব্দের মধ্যস্থিত সংযুক্তে দুটির বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকতে পারবে না। এই সমবায়েও থাকতে পারে কেবলমাত্র—

(১) দ্বিত্ব, যেমন ক্ক (ক্খ-ও হ'তে পারবে),

(২) অনুনাসিকের পরে সেই বর্গের স্পর্শবর্ণ, যেমন, ঙ্ক, ণ্ড অথবা

(৩) মহাপ্রাণ অনুনাসিক (অথবা ল্হ)।

৩২। সুতরাং বেশির ভাগ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই হয় সমীভূত হচ্ছে নয়তো স্বরভক্তি দ্বারা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে।

৩৩। সমীভবন। সাধারণ নিয়ম এই যে সমশ্রেণীর বর্ণের মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণ, অসমবর্ণের মধ্যে প্রবলতর বর্ণটি প্রাধান্য লাভ করে।

নিম্নে ক্রমশঃ কম্‌তির দিক ধরে নিজবল অনুযায়ী বর্ণগুলিকে সাজানো হ'ল।

(১) স্পর্শবর্ণ (অনুনাসিক বাদে পাঁচটি বর্গ)।

(২) অনুনাসিক বর্ণ।

(৩) ল, স, ব, য়, র—ক্রম অনুসারে।

হ নিজস্ব নিয়মে চলে (৫২-৫৪)।

৩৪। দুটি স্পর্শবর্ণ। উপরি উক্ত নিয়মানুযায়ী ক্+ত হবে ত্ত, গ্+ধ হবে দ্ধ, দ্+গ হবে গ্‌গ ইত্যাদি।

উদাহরণ। জুত্ত=যুক্ত, বপ্পইরাঅ=বাক্‌পতিরাজ, দুদ্ধ=দুগ্ধ, ছচ্চরণ=ষট্+চরণ (৬), খগ্‌গ=খড়্গ, বলক্কার=বলাৎকার, উপ্পল=উৎপল, উগ্‌গম=উদ্গম, সব্ভাব=সদ্ভাব, সুত্ত=সুপ্ত, খুজ্জ=কুব্জ (৬), সদ্দ=শব্দ, লদ্ধ=লব্ধ। সুতরাং দুটি স্পর্শবর্ণের (অনুনাসিক বাদে) সমীভবন এখানে প্রগত, অর্থাৎ প্রথম বর্ণটি

দ্বিতীয় বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে সংযুক্ত বর্ণের প্রথমটির এখানে অভিনিহিত উচ্চারণ মাত্র হয়।

৩৫। একই বর্গের স্পর্শবর্ণের পূর্বে অনুনাসিক বর্তমান থাকে, ভিন্ন বর্গের পূর্বে অনুস্বারে পরিণত হয়।

সঙ্খল=শৃঙ্খল, কোঁঞ্চ=ক্রৌঞ্চ, কণ্ঠ, মন্থর, জম্বু, কিন্তু দিংমুহ=দিঙ্মুখ, পংতি=পঙ্‌ক্তি, বিংঝ=বিন্ধ্য (৪৪)।

৩৬। স্পর্শবর্ণের পরে অনুনাসিক ওই বর্ণের সঙ্গে সমীভূত হয়। অগ্‌গি=অগ্নি, বিগ্‌ঘ=বিঘ্ন, সবত্তি=সপত্নী, জুগ্‌গ=যুগ্ম।

ব্যতিক্রম। (ক) জ্ঞ > ণ্ণ। আণবেদি=আজ্ঞাপয়তি। অণহিণ্ণ=অনভিজ্ঞ। জণ্ণ=যজ্ঞ।

টীকা ১। সমাসবদ্ধপদের দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণের জ্ঞ—জ্জ হতে পারে: যেমন, মণোজ্জ=মনোজ্ঞ।

টীকা ২। হেমচন্দ্রানুযায়ী মাগধীতে ঞ্ঞ হবে (৪—২৯৩)।

(খ) মাহারাষ্ট্রীতে প্রায় সর্বত্র এবং অপভ্রংশে সর্বত্রই আত্মন্ হয় অপ্প (হিন্দী আপ্)। অন্য উপভাষাগুলিতে কোথাও অপ্প, কোথাও অত্ত দেখা যায়।

(গ) দ্ম > ম্ম, পোম্ম=পদ্ম (পউম, ৫৭)।

৩৭। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে ল সমীভূত হয়।

বক্কল=বল্কল, ফগ্‌গুণ=ফাল্গুন, অপ্প=অল্প, কপ্প=কল্প।

(ব্যতিক্রম √জল্প্ > √জম্প কিন্তু জপ্পও হয়)। পবংগ=প্লবংগ।

৩৮। স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ। এখানে স্পর্শবর্ণ অবশ্য শুধু অঘোষই হবে। যদি উষ্মবর্ণ আগে থাকে তবে সেই স্পর্শবর্ণের সঙ্গে তার সমীভবন ঘটবে এবং স্পর্শবর্ণটি মহাপ্রাণতা লাভ করবে, যেমন স্ত>ত্থ। কিন্তু উষ্মবর্ণ যদি কোন সমাসবদ্ধপদের প্রথম পদটির অন্তে থাকে, বিশেষতঃ প্রথম পদটি যদি দুস্ জাতীয় উপসর্গ হয়, তবে পরবর্তী স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণে পরিবর্তিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। শ্চ>চ্ছ, অচ্ছরিঅ=আশ্চর্য, পচ্ছা=পশ্চাৎ কিন্তু নিচ্চল=নিশ্চল, দুচ্চরিদ=দুশ্চরিত। [মাগধীতে শ্চ থাকবে: নিশ্চল]। ষ্ক, ষ্‌খ>ক্‌খ। শৌ° পৌক্‌খর=পুষ্কর, সুক্‌খ=শুষ্ক। তবে, এখানে মহাপ্রাণতা প্রায়ই থাকে না।

মা° চউক্ক শৌ° চদুক্ক=চতুষ্ক। মা° শৌ° দুক্কর=দুষ্কর, ণিক্কম্ স্থানে নিষ্ক্রম্ প্রভৃতি। ষ্ট, ষ্ঠ>ট্‌ঠ। দিট্‌ঠি=দৃষ্টি, সুট্‌ঠু=সুষ্ঠু।

ব্যতিক্রম বেঢ=বেষ্ট (পালি বেঠতি)।

ষ্প, ষ্ফ>প্‌ফ। পুপ্‌ফ=পুষ্প, ণিপ্‌ফল=নিষ্ফল।

স্ত, স্থ>থ। থণ=স্তন, অত্থি=অস্তি, হত্থ=হস্ত (পাঞ্জাবী হত্থ্), অবত্থা=অবস্থা, কাঅত্থঅ=কায়স্থক। সমাস। দুত্তর=দুস্তর। কখন কখন এই থ মূর্ধন্য-বর্ণে পরিবর্তিত হয়। মা° শৌ° অট্‌ঠি=অস্থি। √স্থা ধাতু কখনও থ কখনও ট্‌ঠ হয়। শৌ° থিদ বা ঠিদ=স্থিত (মা° থিঅ বা ঠিঅ), মা° শৌ° ঠাণ=স্থান (মা° থাণও হয়)। শৌ° থিদি বা ঠিদি=স্থিতি (মা° থিই বা ঠিই)। স্প, স্ফ> প্‌ফ। ফংস=স্পর্শ (৪৯), ফলিহ=স্ফটিক। অ°মাগ° ফুসই=স্পৃশতি।

৩৯। যখন উষ্মবর্ণ স্পর্শবর্ণের পরে থাকে তখন উভয়ে মিলিত হয়ে চ্ছ-এ রূপান্তরিত হয়।

অচ্ছি=অক্ষি, রিচ্ছ=ঋক্ষ, মা° ছুহা=ক্ষুধা, মচ্ছর=মৎসর, বচ্ছ=বৎস বৃক্ষ, অচ্ছরা=অপ্সরা, জুগুচ্ছা=জুগুপ্সা।

৪০। ক্ষ সাধারণতঃ ক্‌খ হয়ে যায়। শৌ° খত্তিঅ=ক্ষত্রিয়, খিত্ত=ক্ষিপ্ত, অক্‌খি=অক্ষি, ণিক্‌খিবিদুং=নিক্ষেপ্তুম্, সিক্‌খিদ=শিক্ষিত, দক্‌খিণ=দক্ষিণ।

উপভাষাভেদে চ্ছ ও ক্‌খ এই উভয় রূপই দেখতে পাওয়া যায়। মা° উচ্ছু শৌ° ইক্‌খু=ইক্ষু, মা° কুচ্ছি শৌ° কুক্‌খি=কুক্ষি, মা° পেচ্ছই শৌ° পেক্‌খদি=প্রেক্ষতে, মা° শৌ° সারিচ্ছ, শৌ° সারিক্‌খ=*সাদৃক্ষ।

কখনও কখনও ক্ষ স্থানে জ্‌ঝ হয়।

শৌ° পজ্‌ঝরাবেদি=*প্রক্ষরাপয়তি, মা° শৌ° ঝীণ=ক্ষীণ (খীণও হ'তে পারে)।

টীকা। শিলালিপি ও আরও কিছু কিছু নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম উপভাষা গ্রহণ করেছে চ্ছ, আর পূর্ব উপভাষা গ্রহণ করেছে ক্‌খ।

৪১। সমাসে ত্+শ বা ত্+স—স্‌স-এ পরিবর্তিত হয় অথবা পূর্বস্বরকে দীর্ঘ করে একটি স-এ রূপান্তরিত হয়।

পজ্জুস্‌সুঅ=পর্যুৎসুক, ঊসব=উৎসব, শৌ° উস্‌সাস, মা° ঊসাস=উচ্ছ্বাস।

৪২। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে ব যুক্ত হ'লে ব স্পর্শবর্ণের সঙ্গে সমীভূত হয়।

মা° কহিঅ শৌ° কধিদ=ক্বথিত, শৌ° পক্ক=পক্ব, উজ্জল=উজ্জ্বল, সত্ত=সত্ত্ব, দিঅ=দ্বিজ, কিন্তু উব্বিগ্‌গ=উদ্বিগ্ন, উৎ-উপসর্গের সঙ্গে থাকলে সব সময়ই পরিবর্তন এই রকম হবে।

৪৩। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে 'য' সমীভূত হয়। চাণক্ক=চাণক্য, সোক্‌খ=সৌখ্য, জোগ্‌গ=যোগ্য, নট্টঅ=নাট্যক, অভ্ভন্তর=অভ্যন্তর।

৪৪। এইরূপ পরিবর্তনের পূর্বে দন্ত্যবর্ণ আগে তালব্যে পরিণত হয়ে নেয়। সচ্চ = সত্য, নেবচ্ছ = নেপথ্য, অচ্চন্ত = অত্যন্ত, রচ্ছা = রথ্যা, অজ্জ = অদ্য, উবজ্ঝাঅ = উপাধ্যায়, সংঝা = সন্ধ্যা, মজ্ঝ = মধ্য।

৪৫। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে যুক্ত র-এর সমীভবন ঘটে। তক্কেমি = তর্কয়ামি, চক্ক = চক্র, মগ্গ = মার্গ, গাম = গ্রাম, সমুচ্ছিদ = সমুচ্ছ্রিত, নিব্বন্ধ = নির্বন্ধ, চিত্ত = চিত্র, পত্ত = পত্র, অত্থ = অর্থ, ভদ্দ = ভদ্র, সমুদ্দ = সমুদ্র, অদ্ধ = অর্ধ।

ব্যতিক্রম— অত্র স্থানে হয় অত্থ, তত্র স্থানে হয় তত্থ।

[যদি 'র' দন্ত্যবর্ণের পূর্বে থাকে তবে দন্ত্যবর্ণ কখনও কখনও মূর্ধন্যবর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং 'র' মূর্ধন্যবর্ণের সঙ্গে সমীভবন প্রাপ্ত হয়। এ নিয়ম বিশেষ করে অর্ধমাগধীতেই দেখা যায়। বট্টদি = বর্ততে]।

৪৬। দুটি অনুনাসিক। ম এর পূর্বে ঙ এবং ণ অনুস্বারে পরিণত হয়ঃ ন পরবর্তী ম-এর সঙ্গে এবং ম পরবর্তী ন (ণ) এর সঙ্গে সমীভবন প্রাপ্ত হয়।

দিংমুহ = দিঙ্মুখ। মা° ছংমুহ = ষণ্মুখ। উম্মুহ = উন্মুখ, ণিন্ন = নিম্ন, পজ্জুন্ন = প্রদ্যুম্ন।

৪৭। উষ্মবর্ণের সঙ্গে অনুনাসিক। যদি অনুনাসিক পূর্বে থাকে তবে সেটা অনুস্বারে পরিবর্তিত হয়। যদি উষ্মবর্ণ পূর্বে থাকে তবে সেটা হ হয়ে যায় ও বর্ণবিপর্যয় ঘটে।

শ্ন > ণ্হ। পণ্হ = প্রশ্ন।

শ্ম > ম্হ। কম্হীর = কাশ্মীর।

ষ্ণ > ণ্হ। উণ্হ = উষ্ণ, কণ্হ = কৃষ্ণ।

ষ্ম > ম্হ। গিম্হ = গ্রীষ্ম।

স্ন > ণ্হ। ণ্হাণ = স্নান।

স্ম > ম্হ। অম্হে = অস্মে, বিম্হঅ = বিস্ময়।

ব্যতিক্রম ঃ

(১) রশ্মি > রস্সি

(২) আদ্য শ্ম > ম। মসাণ = শ্মশান

(৩) স্নেহ, স্নিগ্ধ > ণেহা, ণিদ্ধ অথবা সিণেহ, সিণিদ্ধ।

(৪) সর্বনামপদের অধিকরণকারকের একবচনের বিভক্তি স্মিন্ হয়ে যায় স্মি ;—স্মিন্ হয় স্সিং বা ম্মি।

শৌ° এদস্সিং = এতস্মিন্ মা° এঅস্সিং বা এঅম্মি। (অ°মাগ°-ংসি লোগংসি = লোকে)।

৪৮। অন্তঃস্থবর্ণের সঙ্গে অনুনাসিক। 'অন্তঃস্থবর্ণ অনুনাসিকের সঙ্গে সমীভূত হয়ে যায়।

গুম্ম = গুল্ম, মেঁচ্ছ = ম্লেচ্ছ, অণ্ণেসণা = অন্বেষণা, পুণ্ণ = পুণ্য, অণ্ণ = অন্য, সোম্ম = সৌম্য, ধম্ম = ধর্ম, কণ্ণ = কর্ণ।

টীকা। দীর্ঘস্বরের পরবর্তী ম্য স্থানে ম হয়। কামাএ = কাম্যায়া।

৪৯। উষ্মবর্ণ ও অন্তঃস্থবর্ণ। অন্তঃস্থবর্ণ সমীভবন প্রাপ্ত হয়।

সাহণীঅ = শ্লাঘনীয়, পাস = পার্শ্ব, মা° আস শৌ° অস্‌স = অশ্ব, অবস্‌সং = অবশ্যম্, মা° মীস শৌ° মিস্‌স = মিশ্র, মণুস্‌স = মনুষ্য, শৌ° পরিস্‌সঅদি = পরিষ্বজতে, রহস্‌স = রহস্য, বঅস্‌স = বয়স্য, তস্‌স = তস্য, সহস্‌স = সহস্র, সহত্থ = স্বহস্ত, শৌ° সরস্‌সদী = সরস্বতী, সাঅদং = স্বাগতম্।

টীকা ১। কখন কখন এই স্‌স ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে শুধু স-তে পরিণত হয় (ক) পূর্বস্বরকে দীর্ঘ করে (মা° মীস, আস-পূর্বদৃষ্ট) অথবা (খ) পূর্বস্বরকে অনুনাসিক করে। শ্র-সম্পর্কে এ নীতি অনুসারে পরিবর্তন প্রায়ই, আর র্শ সম্পর্কে সর্বদাই ঘটে।

অংসু = অশ্রু, ফংস = স্পর্শ, দংসণ = দর্শন (৬৪)।

টীকা ২। কোন কোন উপভাষায় আবার এই -স- স্থানে -হ- হয়। যেমন, মাগ° কামাহ, অপ° কামহো। পরবর্তী যুগে বিভক্তির (শব্দরূপের ও ধাতুরূপের) ওপর এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। (২৭)।

৫০। দুটি অন্তঃস্থবর্ণ। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী প্রবলতরটি প্রাধান্য লাভ করবে: ল, ব, র, য।

গল্লক = গব্বর্ক, মুল্ল = মূল্য, দুল্লহ = দুর্লভ, কব্ব = কাব্য, পরিব্বাজঅ = পরিব্রাজক, সব্ব = সর্ব।

ব্যতিক্রম। র্য-এর য স্থানে জ হয়, তাই এখানে হবে জ্জ। অজ্জ = আর্য, কজ্জ = কার্য, কখনও কখনও র স্থানে ল হয়, তাই ল্ল হবে, পল্লত্থ = পর্যস্ত।

টীকা। মাগধী ছাড়া অন্যত্র য্‌য স্থানে হবে জ্জ।

৫১। ক, খ, প, ফ-এর পূর্ববর্তী বিসর্গ উষ্মবর্ণের মত বিকার প্রাপ্ত হয়। দুক্‌খ = দুঃখ, অন্তক্করণ = অন্তঃকরণ; এরকম পরিবর্তন উষ্মবর্ণের পূর্ববর্তী বিসর্গও প্রাপ্ত হয়। শৌ° চদুস্‌সমুদ্দ = চতুঃসমুদ্র, দুস্‌সহ = দুঃসহ (মা° শৌ°তে দূসহ ও হয়)।

৫২। অনুনাসিক বা ল-এর পূর্বে -হ- থাকলে বর্ণবিপর্যয় ঘটে। অবরণ্‌হ = অপরাহ্ণ, মজ্ঝণ্‌হ = মধ্যাহ্ন, মা° গেণ্‌হই শৌ° গেণ্‌হদি = গৃহ্ণাতি, চিণ্‌হ = চিহ্ন (মা° চিন্ধ-ও হয়), বম্‌হণ = ব্রাহ্মণ, পল্‌হত্থ = *প্রহ্লস্ত (√ হ্লস্ = হ্রস্ থেকে)।

৫৩। হ্য-এর য স্থানে জ এবং পরে সবটা জ্ঝ হয়। সজ্ঝ=সহ্য, অণুগেজ্ঝা=অনুগ্রাহ্য।

৫৪। হ্ব > ব্ভ (ব্হ-এর মাধ্যমে) বা হ। বিব্ভল=বিহ্বল, জীহা=জিহ্বা (অ°মাগ° জিব্ভা)। (হ্র ও হ্ল-এর জন্য দ্রষ্টব্য ৫৭)।

৫৫। মূর্ধন্যীভবন। কখন কখন দন্ত্যবর্গের সংযুক্ত মূর্ধন্যে পরিবর্তিত হয়। শৌ° মট্টিআ=মৃত্তিকা, শৌ° মা° বুড্ঢ=বৃদ্ধ, গণ্ঠি=গ্রন্থি। মা° শৌ°-তে এ বিকার সাধারণতঃ মূল ইন্দোইউরোপীয় ভাষার র বা ঋ-এর পরবর্তী দন্ত্যবর্গে দেখা যায়; কিন্তু অর্ধমাগধীতে অন্যান্য শব্দে, বিশেষতঃ উষ্মবর্ণের পরের দন্ত্যবর্গে এ বিকার দেখা যায়। (পিশেল, ব্যাকরণ-২৮৯, দ্রষ্টব্য-গাইগার। পালি ব্যাকরণ-৬৪)।

৫৬। তিনটি বর্ণের সংযুক্ত পদেও উপরি উক্ত এ সব নীতিই কার্যকরী হয়। যেমন মৎস্য > মচ্ছ, অর্ঘ্য=অগ্ঘ, অস্ত্র=অত্থ ইত্যাদি।

৫৭। স্বরভক্তি। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যদি একটি অনুনাসিক বা অন্তঃস্থবর্ণ হয় তবে এই যুক্তাক্ষরকে কখন কখন একটি স্বরবর্ণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তখন সেই বর্ণ দুইটি অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের নিয়মাবলীর অধীনস্থ হয়। সাধারণতঃ ই অথবা ওষ্ঠ্যবর্ণের সঙ্গে উ দিয়ে এই বিপ্রকর্ষ সাধন করা হয়। কখন কখন অ-ও ব্যবহৃত হয়।

মা° রঅণ, শৌ° রদণ, মাগ° লদণ=রত্ন, মা° শৌ° সলাহা= শ্লাঘা, আমরিস =আমর্ষ, বরিস=বর্ষ, হরিস=হর্ষ, কিলন্ত=ক্লান্ত, কিলিণ্ণ = ক্লিন্ন, মিলাণ=ম্লান তুবর=ত্বর (ত্ব), দুবার দুআর=দ্বার, সুব=শ্বঃ, অরিহ = অর্হ, পউম=পদ্ম (পালি পদুম), শৌ° সুমরদি=স্মরতি।

৫৮। যদি সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে একটি বর্ণ য-হয় তবে তাকে বিলুপ্ত করা হয়। আচারিঅ=আচার্য। (উচ্চারণের সত্যিকার পার্থক্য এখানে খুব সামান্যই) বেরুলিঅ =বৈদূর্য, চোরিঅ=চৌর্য, হিও=হ্যঃ।

কখন কখন ঈ আগম হয়। অচ্ছরিঅ বা শৌ° অচ্ছরীঅ=আশ্চর্য (মা° অচ্ছের ৭৬)। শৌ° পঢীঅদি=পালি পঠীয়তে=পঠ্যতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্বরধ্বনি।

৫৯। ঘোষবর্ণ ঋ ও ঌ সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বরধ্বনি বলে গণ্য হয়েছে। যেমন পালিতে তেমনি প্রাকৃতে এ দুটি বর্ণ পরিত্যক্ত। আজকাল যেমন ঋকে রি-র মত করে উচ্চারণ করা হয় প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতে সে রকম ভাবে উচ্চারিত হ'ত না। এটা ব্যঞ্জন ও স্বরের সংযোগ নয়—এটাকে বলা যেতে পারে ঘৃষ্টবর্ণ স্বরধ্বনিরূপে ব্যবহৃত। কোন কোন শ্লাভ ভাষাতে ঘোষ-র-এর উচ্চারণের মত এর উচ্চারণ হতে পারে, যেমন Srbi-সার্ব্‌দের নিজের ভাষায় নিজেদের নাম। যে সমস্ত ভাষায় এ ধ্বনিটি নেই সেখানে স্বভাবতঃই একে প্রকাশ করা হয় একটি অস্পষ্ট স্বর ə দ্বারা অথবা ব্যঞ্জন 'র' ধ্বনির আগে বা পরে একটি স্বরাগম দ্বারা। (কখন কখন পূর্বে ও পরে উভয় স্থলেই)। তাই এবার আরো সহজেই বোঝা যাচ্ছে কেন (ক) ঋ-এর গুণ অর্‌ (রে নয়), (খ) আবেস্তানে বৃত্রহন্‌ স্থানে হয় বেরেথ্রঘ্ন, ঋজু>এরেজু, (গ) পালিতে ইরিত্বিজ=ঋত্বিজ্‌, ইরুব্বেদ=ঋগ্বেদ, এবং (ঘ) প্রাকৃতে 'এ' না থাকার জন্যে (বা এর জন্যে কোন চিহ্নও না থাকাতে) ঋ স্থানে অ, ই বা উ এবং রি হয়েছে। ল্‌র়- উচ্চারণে ল্‌-র প্রাচীন উচ্চারণ ধ্বনির ছাপ খুবই অস্পষ্ট। এটা ইংরাজির ব্যাট্‌ল্‌ (Battle) শব্দের অন্ত্যবর্ণের ধ্বনির (ঘোষ বা আক্ষরিক 'Syllabic' ল বর্ণ) মতই মনে হয়, যেখানে ত ও ল-এর মধ্যে কোন স্বরধ্বনি স্থান পায়নি। এর গুণ হল অল্‌। এই ধ্বনি প্রাকৃতে হয় ইলি, লি বা অ। কিলিত্ত=কঌপ্ত।

৬০। ঋ-এর অনুকল্প।

রি। (আদ্য ঋ-র পরিবর্তে) [মাগধী লি]।

রিদ্ধি=ঋদ্ধি, রিচ্ছ=ঋক্ষ, রিসি=ঋষি।

অ। মা° কঅ শৌ° কদ=কৃত, বসহ=বৃষভ।

ই। (এটাই সাধারণ) কিবিণ=কৃপণ, গিদ্ধ=গৃধ্র, দিট্‌ঠি=দৃষ্টি, সিআল=শৃগাল, হিঅঅ=হৃদয়।

উ। (ওষ্ঠ্যবর্ণের পরে, অথবা পরে যদি আর একটি উ থাকে)। মা° ণিহুঅ শৌ° ণিহুদ=নিভৃত, মা° পুচ্ছই শৌ° পুচ্ছদি=পৃচ্ছতি, মুণাল=মৃণাল, বুত্তন্ত=বৃত্তান্ত।

টীকা ১। একই উপভাষায় এই স্বরধ্বনির অনুকল্পে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শৌ° দঢ বা দিঢ=দৃঢ়। মা° ণিঅত্ত বা ণিবুত্ত=নিবৃত্ত।

টীকা ২। সমাসবদ্ধপদের প্রথমটিতে অবস্থিত কিংবা 'ক' প্রত্যয়ের পূর্বস্থিত বিশেষ্যপদের ঋ সাধারণতঃ উ হয়। শৌ° জামাদুঅ=জামাতৃক, ভাদুসঅ=ভ্রাতৃশত। কিন্তু ই-ও মাঝে মাঝে আসে : শৌ° ভট্টিদারঅ=ভর্তৃদারক।

টীকা ৩। পদের আদিস্থিত ঋ স্থানেও অ, ই, উ হয়। অ° মাগ° অণ=ঋণ, শৌ° ইসি=ঋষি, উজ্জু=ঋজু। (মা° অচ্ছই, পালি অচ্ছতি<ঋচ্ছতি—পিশেলের এই ব্যুৎপত্তি অস্ বা আস্-এর অবিকাশিত রূপ বলে অন্যেরা ব্যাখ্যা করেছেন। পিশেল্, ব্যাকরণ art. ৪৮০, গাইগার, পালি ব্যাকরণ art. ১৩৫-২)।

টীকা ৪। ৠ (দীর্ঘ ঋ) > ঈ, উ।

টীকা ৫। উপভাষাভেদে : দক্ষিণপশ্চিম—অ ; পূর্ব, মধ্য ও উত্তর—ই এবং উ (ওষ্ঠ্যবর্ণের পরে)। জে. ব্লক্, লাং মারাথে, art. ৩১ ; এস্. কে. চাটার্জি, বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ art. ১৭৩ ; গাইগার, পালি ব্যাকরণ art. ১২ ; পিশেল, art. ৪৯-৫১)।

৬১। যৌগিক স্বরধ্বনি ঐ, ঔ স্থানে এ, ও হয়। দ্বিত্বযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে এ, ও হ্রস্ব হয়। (১৫, ৬৮)।

শৌ° এদিহাসিঅ=ঐতিহাসিক, এরাবণ=ঐরাবণ, তেল্ল=তৈল, বেজ্জ=বৈদ্য।

মা° কোমুঈ শৌ° কোমুদী=কৌমুদী, জোব্বণ=যৌবন, সোম্ম=সৌম্য।

টীকা। মাহারাষ্ট্রী এবং অন্যান্য উপভাষায় কখন কখন ঐ স্থানে হয় অই, এবং ঔ স্থানে হয় অউ। যেমন, বইর=বৈরিন্, মউলি=মৌলি। শৌরসেনী ও মাগধীতে এ পরিবর্তন শুদ্ধ বলে ধরা হয় না।

৬২। মাত্রা পরিবর্তন। দীর্ঘস্বরের পরে একটিমাত্র ব্যঞ্জন থাকতে পারে সুতরাং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী স্বর হ্রস্ব হয়। সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর যে সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতে হ্রস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, বহুস্থানেই তার কারণ স্পষ্টতঃ এই নিয়মটির মধ্যে পাওয়া যায়। এসব স্থানে ব্যঞ্জনকে সংক্ষেপ করে পূর্বস্বরকে দীর্ঘ করবারও একটা ঝোঁক দেখা যায়। এটা মাহারাষ্ট্রীতে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায় (বিশেষতঃ অর্ধমাগধী ও জৈনমাহারাষ্ট্রীতে)। শৌরসেনী ও মাগধীতে এ পরিবর্তন খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে নি। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে এ রীতিটির খুব বেশি প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য—প্রা অগ্গি, পাঞ্জাবী অগ্গ্, কিন্তু হিন্দী আগ্)।

৬৩। হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীকরণ।

সাধারণতঃ র্+ব্যঞ্জনবর্ণ (বিশেষতঃ উষ্মবর্ণ), উষ্মবর্ণ+য, র, ব অথবা উষ্মবর্ণ —এইসব ধ্বনিসমষ্টির পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ প্রায়ই দীর্ঘীকৃত হয়। শৌ° কাদুং=কর্তুম্, কাদব্ব=কর্তব্য। অ°মাগ° ফাস=স্পর্শ, অ°মাগ° মণূস=মনুষ্য (শৌ° মণুস্স) মা° আস=অশ্ব (শৌ° অস্স)। মা° শৌ° ঊসব=উৎসব, দূসহ=দুঃসহ।

৬৪। কখন কখন স্বরবর্ণ দীর্ঘীকৃত না হয়ে সংযুক্তের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ স্থানে অনুস্বার হয়। দংসণ=দর্শন, ফংস=স্পর্শ (৪৯), মা° অংসু=অশ্রু (শৌ° অস্সু), অ°মাগ° অংসি=অস্মি (শৌ° ম্হি)।

৬৫। আবার কখন কখন এর বিপরীতটা ঘটে, অর্থাৎ, র, স বা হ-এর পূর্বের অনুস্বার লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। দাঢা=দ্রংষ্ট্রা, মা° পীসই শৌ° পীসেদি=*পিংসতি (পিনষ্টি স্থানে), মা° সীহ= সিংহ (এবং সিংঘ শৌ° সিংহ)।

৬৬। অন্যান্য আরও অনেক ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়ঃ সমাসবদ্ধ পদের মধ্যবর্তী স্থানে, কোন কোন বিভক্তির পূর্ববর্তী স্থানে, অথবা অন্য শব্দের সাদৃশ্যযোগে, যেমন, মা° শৌ° সারিচ্ছ, শৌ° সারিক্খ =* সাদৃক্ষ — সদৃক্ষ স্থানে—তাদৃক্ষ, যাদৃক্ষ শব্দের সাদৃশ্যবশতঃ।

৬৭। স্বরধ্বনির হ্রস্বতা প্রাপ্তি। যেমন পূর্বে উক্ত দ্বিত্বযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর হ্রস্ব হবে, তেমনি অনুস্বারের সঙ্গে ব্যঞ্জন থাকলে তার পূর্বস্থিত স্বর হ্রস্ব হবে। পূর্বস্থিত স্বরে যদি ঝোঁক্ থাকে তবে পরবর্তী স্বর কখনও কখনও হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। অলিঅ=অ́লীক ঃ কিংবা পরের স্বর যদি ঝোঁক্-প্রধান হয় তবে পূর্বস্বর হ্রস্ব হয়। মা° মংজর=মার্জা́র। কিন্তু মংজার (শৌ° মজ্জার) ও হয়।

টীকা। মাহারাষ্ট্রী বৈদিক স্বরাঘাত এবং শৌরসেনী লৌকিক সংস্কৃতের স্বরাঘাত গ্রহণ করেছে। মারাঠী ও হিন্দীর মধ্যে যে সব তফাৎ তা' এই (স্বরাঘাতের) ভিন্নতার দরুণ বলে মনে করা যায়।

৬৮। যদি মূলশব্দের অন্ত্যস্বরে ঝোঁক্ থাকে তবে একক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সাধন করে পূর্বস্থিত দীর্ঘস্বর হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়।

এঁব্বং=এবঁং। জোঁব্বণ=যৌবঁন, তেঁল্ল=তৈলঁ, পেঁম্ম=প্রেমঁন্।

টীকা ১। সংযুক্তবর্ণসম্পন্ন নিপাতের পূর্বস্থিত শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, মা° ঠিঅম্হি=স্থিতাস্মি।

টীকা ২। শৌ° জেব, জ্জেঁব্ব= এব হয় জ্জেব, জ্জেঁব্ব হ্রস্বস্বরের পরে। যেমন, অজ্জস্স জ্জেঁব্ব=আর্যস্যৈব ঃ অথবা হ্রস্ব এ, ও-র পরে ঃ ভূমিএঁ জ্জেঁব্ব=ভূম্যামেব, ইদোঁ জ্জেঁব্ব=ইত এব।

টীকা ৩। শ্রী=সিরি।

টীকা ৪। মাহারাষ্ট্রীতে ক্রিয়াবিশেষণের অন্ত্য—আ অনেক সময় হ্রস্ব হয়। জহ=যথা।

৬৯। স্বরের পরিবর্তে স্বরান্তর।

উদাহরণ। স্বরাঘাতযুক্ত বর্ণের পূর্বের অ স্থানে ই হয়। (শৌ° ও মাগ°-র চেয়ে মা°-তেই এটা বেশি দেখা যায়)।

পিক্ক=পক্ব (শৌ° পক্ক)। মা° মজ্ঝিম কিন্তু শৌ° মজ্ঝম=মধ্যম। মা° কইম কিন্তু শৌ° কদম—কতম।

[টীকা। হিন্দী পক্কা, মারাঠী পিকা]।

অ>উ। (ক) ওষ্ঠ্যবর্ণের সঙ্গেঃ পুলোএদি—প্রলোকয়তি (শৌ°-র চেয়ে মা° ও অ°মাগ°-তে বেশি পাওয়া যায়)।

(খ) অ-কারান্ত বিশেষতঃ জ্ঞ-অন্ত ধাতুতেঃ সব্বণ্ণু—সর্বজ্ঞ। আ>ই—(কখনও কখনও) স্বরাঘাতের পরেঃ মা° জম্পিমো=জল্পামঃ; স্বরাঘাতের পূর্বেঃ অ°মাগ° বিঅত্থিমিত্ত=বিতস্তিমাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে ই সাধারণতঃ এ (হ্রস্ব) হয়ে যায়, মেঁত্ত=মাত্র।

৭০। পরে যদি উ থাকে তবে পূর্বের ই স্থানে উ হয়ঃ মা° উচ্ছু=ইক্ষু, অ°মাগ° উসু=ইষু কিন্তু (শৌ° ইক্খু)।

দ্বিত্বসম্পন্ন ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত ই স্থানে এঁ হয়ঃ এঁত্থ—ইত্থা, গেঁজ্ঝ—*গৃহ্য (গ্রাহ্য স্থানে *গৃহ্য > *গিজ্ঝ)।

ঈদৃশ প্রভৃতি শব্দে ঈ স্থানে এ হয় অথবা ঈ অপরিবর্তিত থেকে যায়ঃ শৌ° এরিস, সাধারণতঃ ঈদিস, সেইরকম কেরিস, কীদিস।

(টীকা। বৈদিক অয়া+দৃশ্ থেকেই প্রকৃতপক্ষে এরিস এসেছে, পিশেল, art. ১২১)।

৭১। যখন দ্বিতীয় অক্ষরে (syllable) উ থাকে তখন প্রথম অক্ষরের উ স্থানে অ হয়।

গরুঅ—গুরুক, মউল—মুকুল।

উ>ই। পুরিস—পুরুষ (মাগ° পুলিশ)।

উ>ওঁ—যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে। শৌ° পোঁক্‌খর=পুষ্কর, পোঁত্থঅ=পুস্তক (দ্রষ্টব্য—হিন্দী পোথী), মোঁগ্গর=মুদ্গর, মা° গোঁচ্ছ=গুচ্ছ।

উ> ওঁ অথবা ও—দ্বিত্বসম্পন্ন ব্যঞ্জনের পূর্বে কিংবা সংযুক্ত ব্যঞ্জন যেখানে অসংযুক্ততে পরিণত হয়েছে। মা° মোঁল্ল=মূল্য, থোর *থোঁর্র=স্থূর, সুতরাং তম্বোল=তাম্বূল [তাম্বূল—*তম্বুল্ল—*তম্বোঁল্ল—তম্বোল]।

৭২। এ>ই (ক) স্বরাঘাতহীন অক্ষরেঃ মা° ইর্ণ—এর্ন, বিঅণা=বেদনা, দিঅর=দেবর।

(খ) দ্বিত্বসম্পন্ন ব্যঞ্জনের পূর্বে : শৌ° মিত্তেঅ=মৈত্রেয়।

(গ) (উপভাষায়) দীর্ঘস্বরের পরে : শৌ° মাগ° এদিণা=এতেন (এদেণ ও হয়)।

৭৩। ও > উ (ক) দ্বিত্বসম্পন্ন ব্যঞ্জনের পূর্বে : মা° অণ্ণুণ্ণ—অন্নোণ্ণ (৬১)—অন্যোন্য।

(খ) অপভ্রংশে অঃ থেকে উৎপন্ন ও স্থানে (অকারান্ত কর্তৃকারকের একবচনে যেমন হয়) : যেমন, লোউ=লোকঃ, সীহু=সিংহ। [সন্ধিতে এখনও এ রূপ দেখা যায়, যেমন, চণ্ডু বা চণ্ডু= চন্দ্র]।

৭৪। স্বরধ্বনির লোপসাধন। উদাহরণ।

অ°মাগ° পোসহ=উপবসথ, শৌ° বট্‌ঠিদ=অবস্থিত। মা° রণ্ণ=অরণ্য (রন্ন্—কচ্ছ)।

অনুস্বারের পরে অপি স্থানে পি এবং স্বরধ্বনির পরে বি হয়।

অনুস্বারের পরে ইতি স্থানে তি এবং স্বরধ্বনির পরে ত্তি হয়।

শৌ° ও মাগ°-তে ইদানীং স্থানে দাণিং হয়।

মা° পিউস্‌সিআ=পিতৃস্বসৃকা (* পিউসসিআ থেকে)।

মা° শৌ° পোঁপ্‌ফলি=পূগফলী—খু=খলু।

মজ্ঝণ্ণ=মধ্যংদিন, শৌ° মাগ° ধীদা=দুহিতা (—*দুহীতা)।

টীকা। কেবলমাত্র স্বরাঘাতহীন স্বরধ্বনিই বিলুপ্ত হয়। এই বিলোপসাধন রীতি থেকে কোন শব্দের স্বরাঘাতচিহ্ন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

৭৫। সম্প্রসারণ। সংস্কৃতের চাইতে প্রাকৃতে য স্থানে ই পরিবর্তনের এবং ব স্থানে উ পরিবর্তণের উদাহরণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। অয় ও অব>এ এবং ও। শৌ° তিরিচ্ছ =* তির্যক্ষ (তির্যক থেকে), তুরিদ=ত্বরিদ, কধেদু=কথয়তু, ওদার=অবতার, ণোমালিআ=নবমালিকা, মা° লোণ=লবণ, শৌ° ভোদি=ভবতি।

৭৬। অপিনিহিতি। অর্য ও আর্য থেকে উৎপন্ন অরিঅ কখন কখন এর-তে পরিবর্তিত হয়। পেরন্ত=পর্যন্ত, মা° অচ্ছের=আশ্চর্য (অচ্ছরিঅ-ও হয় যেমন শৌ°), মা° কের=কার্য। শৌ° তুম্‌হকের, অম্‌হকের।

[টীকা। প্রাচীন হিন্দী ও প্রাচীন গুজরাটীতে ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে ব্যবহৃত কেরো, কেরী এসেছে কেরক থেকে। কার্য থেকে 'কেরকে'র ব্যুৎপত্তি বীম্‌স স্বীকার করে নেননি (দ্রষ্টব্য-বী ii ২৮৬)। হিন্দী কা, কী প্রভৃতি, রাজস্থানী -রো, রী প্রভৃতি এবং বাংলা -এর 'কেরক' থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু এর জন্যে দ্রষ্টব্য—এস্ কে চাটার্জির বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ art. ৫০৩]।

সপ্তম অধ্যায়।

সন্ধি।

(ক) ব্যঞ্জন।

৭৭। প্রাকৃতে পদান্তে কোন ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে না। সেজন্য সংস্কৃতের বহির্সন্ধির অধিকাংশ জটিলতা এ ক্ষেত্রে নেই। সাধারণতঃ পদান্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হলেও স্বরবর্ণের পূর্বে কখন কখন ঐ ব্যঞ্জনকে রক্ষা করা হয়।

অ°মাগ° জদ্অথি = যদ্অস্তি, মাগ° যদ্ ইশ্চশে = যদ্ ইচ্ছসে; কিংবা নিপাতের পূর্বেও থেকে যায়ঃ অ°মাগ° ছচ্চেব = ষড্ এব, ছপ্পি = ষড্ অপি (এগুলি সাধারণ অপরিবর্তনীয় বাক্যাংশ)।

দুর্ ও নির্-এর র্ থেকে যায়। শৌ° দুরাগদ = দুরাগত, ণিরন্তর।

ম্ কখন কখন থেকে যায়। মা° এক্কম্—এক্কং = একৈকম্।

৭৮। এভাবে পরিবর্তিত হবার পর এর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে শব্দরূপ করতে হবে। যেমন, এক্কম্—এক্কে। এমনিভাবে ম্ সন্ধি-ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অঙ্গ—ম্—অঙ্গম্মি = অঙ্গে'ঙ্গে, অ°মাগ° গোণ—ম্ + আঈ = গবাদয়ো, এস—ম্—অগ্গী = এষো'গ্নিঃ।

য় এবং র্—এদের সন্ধি-ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বিরল। অ°মাগ° ধি—র্ অথু = ধিগ্ অস্তু।

৭৯। সমাসে প্রথম পদের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিতীয় পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সমীভূত হয়ঃ কিন্তু কখন কখন দুটি পদকে আলাদা শব্দ রূপেও গণ্য করা হয়।

মা° সরিসংকুল = সরিৎসংকুল, দুলহ = দুর্লভ (সাধারণতঃ দুল্লহ), দুসহ = দুঃসহ (সাধারণতঃ দুস্সহ বা দূসহ)।

(খ) স্বর।

৮০। প্রাকৃতে সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি রক্ষিত হয় কিন্তু সমাসে সাধারণতঃ সংস্কৃতের মত প্রথম পদের শেষ স্বরের সঙ্গে দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরের সন্ধি হয়।

শৌ° কিলেসাণল = ক্লেশানল, জম্মন্তরে = জন্মান্তরে (দুটি ব্যঞ্জনের পূর্বে অ বা আ), রাএসি = রাঅ + ইসি = রাজর্ষি।

কখন কখন এদের মধ্যে সন্ধি হয় না। শৌ° পূআঅরিহ=পূজার্হ, বসন্তসূসব-উবাঅণ=বসন্তোৎসবোপায়ন।

৮১। সমাসের দ্বিতীয় পদের আরম্ভে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে যদি ই বা উ অথবা যদি ঈ বা ঊ থাকে তবে প্রথম পদের অন্তস্থিত অ বা আ লুপ্ত হয়।

মা° গইন্দ=গজেন্দ্র, শৌ° ণরিন্দ=নরেন্দ্র, মন্দ-মারুদ্'-উব্বেল্লিদ=মন্দ—মারুতোদ্বেল্লিত, মহ্ ঊসব=মহোৎসব, বসন্তূসব।

ব্যতিক্রম। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদের আরম্ভে একক ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর যদি ঈ, ঊ হয় তবে দুটি স্বরে সন্ধি হয়ঃ শৌ° মহ্বোরু ; উপসর্গের সঙ্গে তাই হবেঃ শৌ° পেক্‌খদি, মা° পেচ্ছই, মাগ° পেস্কদি=প্রেক্ষতে।

ই, ঈ বা উ, ঊ এবং অসম স্বরের সঙ্গে সন্ধি হয় না।

৮২। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনের বিলোপহেতু যে সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে আর সন্ধি হয় না।

ব্যতিক্রম। (ক) সমস্বরধ্বনিগুলি কখন কখন মিলিত হয়ে যায়। পাইক্ক=পাআইক্ক=পাদাতিক।

(খ) ই, ঈ, উ, ঊ—এদের পূর্বে অ, আ থাকলে, উভয়ের মধ্যে সন্ধি হবে। থের=থইর=স্থবির।

মা° পোম্ম শৌ° পউম=পদ্ম, মোর=ময়ূর (এবং মউর), মা° মোহ=ময়ূখ (এবং মউহ)।

(গ) সমাসেঃ মা° অন্ধারিঅ=অন্ধকারিত। দেশী চম্মারঅ=চর্মকারক। অ°মাগ° লোহার=লোহকার। দেউল=দেবকুল, মাগ° লাউল=রাজকুল।

৮৩। বাক্যস্থিত পদগুলির মধ্যে সন্ধি হয় না।

ব্যতিক্রম। (ক) ন (না) কখন কখন আগুস্বরের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়। ণত্থি=নাস্তি, ণাহং=ন+অহম্। শৌ° ণাদিদূর=নাতিদূর, ণেচ্ছদি=ন+ইচ্ছতি।

(খ) শৌ° ও মাগ° তে নূ+এতদ্=ণেদং একটি পদরূপে ব্যবহৃত হয়।

(গ) সংস্কৃতের ন্যায় এ, ও—র পরবর্তী আগু অ কখন কখন লুপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

শব্দরূপ।

৮৪। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যে শব্দাবলী প্রাকৃতে এবং সংস্কৃতে পৃথক্ আকার পেয়েছে : (ক) পূর্বোক্ত ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী পরিবর্তন ও আরও কতকগুলি নিয়ম যার দ্বারা বিভক্তিগুলি প্রভাবিত হয়েছে। (খ) "সাদৃশ্য" দ্বারা শব্দকে একশ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করাতে শব্দরূপে সরলতার সৃষ্টি। সংস্কৃতে পাওয়া যায় না এমন কয়েকটি বিভক্তি-চিহ্ন অথবা রীতি প্রাকৃত অল্প কয়েক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাষা থেকে নিয়েছে। নতুন কিছু খুব কমই আছে। মোটের উপর প্রাকৃত ব্যাকরণ দেখে মনে হয় প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমশঃ যতটা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে নতুন পদ্ধতি ততটা তৈরী হয়ে ওঠেনি।

৮৫। দ্বিবচন বিলুপ্ত। চতুর্থী বিভক্তির রূপ ষষ্ঠীতে বিলীনপ্রায়। (মাহারাষ্ট্রীতে অকারান্ত শব্দের চতুর্থীর একবচন পাওয়া যায়)। ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ নিয়মানুসারে ব্যঞ্জনান্ত শব্দরূপ আর নেই। কোথাও কোথাও যৎসামান্য নিদর্শনমাত্র মেলে।

বেশির ভাগ বিশেষ্যের রূপ এই রকম হবে :—

১। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ অথবা ক্লীবলিঙ্গ পদ।

২। ই-কারান্ত অথবা উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ অথবা ক্লীবলিঙ্গ পদ।

৩। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদ।

৮৬। **অ-কারান্ত শব্দের রূপ**। সাধারণ।

পুং : **পুত্ত**=পুত্র।

		শৌরসেনী	মাহারাষ্ট্রী
একবচন :	কর্তৃ	পুত্তো	পুত্তো
	কর্ম	পুত্তং	পুত্তং
	করণ	পুত্তেণ	পুত্তেণ (ং)
	সম্প্র	—	পুত্তাঅ
	অপা	পুত্তাদো	পুত্তাও
	সম্বন্ধ	পুত্তস্স	পুত্তস্স
	অধি	পুত্তে	পুত্তম্মি বা পুত্তে।

		শৌরসেনী	মাহারাষ্ট্রী
বহুবচন	কর্তৃ	পুত্তা	পুত্তা
	কর্ম	পুত্তে	পুত্তা বা পুত্তে
	করণ	পুত্তেহিং	পুত্তেহি (ং)
	অপা	(পুত্তেহিং-তো)	(বহুরূপ)
	সম্বন্ধ	পুত্তাণং	পুত্তাণ (ং)
	অধি	পুত্তেসু (ং)	পুত্তেসু (ং)।

টীকা। (১) পুত্তাদো পুত্তাও, অপা একবচন = *পুত্রতস্। অপাদানে এই তস্ বিভক্তির পূর্বের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে যদিও এর ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হবার সময় হ্রস্বস্বর বজায় থাকতে পারে : যেমন, অগ্গদো = অগ্রতঃ, জম্মদো = জন্মতঃ।

সম্ভবতঃ পুত্তাদো—পুত্রাৎ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

(২) কর্ম বহুবচনে পুত্তে হয়েছে সর্বনাম তুম্হে, ইমে প্রভৃতির সাদৃশ্যে।

(৩) করণ বহুবচন পুত্তেহিং = পুত্রেভিঃ (যেমন ঋগ্বেদে) (২৯)।

(৪) অপা বহুবচন—অ°মাগ° ছাড়া অন্য কোথাও কমই পাওয়া যায়। পুত্তেহিং-তো = করণ বহুবচন + তস্।

(৫) পুত্তম্মি = *পুত্রস্মিন্ (সর্বনামের রূপ)।

৮৭। ক্লীবলিঙ্গ : **ফল**।

এই শব্দের রূপ পুত্ত শব্দের মত হ'বে, কেবলমাত্র কর্তৃ কর্ম একবচন ফলং, কর্তৃ কর্ম বহুবচন ফলাইং।

৮৮। **ই-কারান্ত শব্দরূপ**। সাধারণ।

পুংলিঙ্গ : **অগ্গি** = অগ্নি।

একবচন :	কর্তৃ	অগ্গী	বহুবচন : কর্তৃ	অগ্গীও বা অগ্গিণো (মা° অগ্গিণো বা অগ্গী)
	কর্ম	অগ্গিং	কর্ম	অগ্গিণো
	করণ	অগ্গিণা	করণ	অগ্গীহিং (মা° অগ্গীহি)
	অপা	সাধারণতঃ প্রয়োগ হয় না, বহুরূপ।	অপা	—
	সম্বন্ধ	অগ্গিণো বা মা° অগ্গিস্স	সম্বন্ধ	অগ্গীণং (মা° অগ্গীণ)
	অধি	অগ্গিম্মি	অধি	অগ্গীসু (ং)।

টীকা। (১) সম্বন্ধ একবচন অগ্গিণো—সংস্কৃতের ক্লীবলিঙ্গ শব্দের মত ইন্-ভাগান্ত শব্দের রূপ থেকে নেওয়া হয়েছে ; অগ্গিস্স হয়েছে পুত্তস্স এর সাদৃশ্যে।

(২) অধি একবচন অগ্‌গিম্মি—তুং পুত্তম্মি।

(৩) কর্তৃ কর্ম বহুবচন অগ্‌গিণো ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে। অগ্‌গীও—তুং—ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন ঈও=ঈ অস্‌।

(৪) মা°অগ্‌গী—পুত্ত থেকে পুত্তা-র সাদৃশ্যে।

(৫) অগ্‌গীহিং করণ বহুবচন। হি, হিং—বিভক্তি চিহ্নের পূর্বস্বর সর্বত্র দীর্ঘ হয়; তুং=পুত্তেহিং। শব্দের এইসব রূপে মাহারাষ্ট্রী এবং অন্যান্য আরও কোন কোন উপভাষার পদান্ত অনুস্বার বিকল্পে লুপ্ত হয়েছে।

৮৯। ক্লীবলিঙ্গ **দহী**=দধি। এই শব্দের রূপ অগ্‌গির মত হবে, শুধু কর্তৃ কর্ম একবচন দহিং বা দহি। বহুবচন দহীইং।

৯০। উ-কারান্ত শব্দরূপও প্রায় এইরকমই হবে। যেমন—**বাউ**=বায়ু একবচন কর্তৃ বাউ, কর্ম বাউং, করণ বাউণা, সম্বন্ধ বাউণো (বা মা° বাউস্‌স), অধি বাউম্মি। বহুবচন কর্তৃ বাউণো (বা মা° বাউ), কর্ম বাউণো, করণ বাউহি (ং), সম্বন্ধ বাউণ (ং), অধি বাউসু (ং)।

ক্লীবলিঙ্গ **মহু**=মধু, কর্তৃ কর্ম একবচন মহু (ং), বহুবচন মহূইং।

৯১। **স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপ**। করণ সম্বন্ধ ও অধি একবচন-এর রূপ একই রকম হয়ে গিয়েছে। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত বিশেষ্যের রূপ একেবারে একই ধরণের।

		মালা	দেবী	বহূ (বধূ)
একবচন	কর্তৃ	মালা	দেবী	বহূ
	কর্ম	মালং	দেবিং	বহুং
	অপা	মালাদো	দেবীদো	বহূদো
		(মা° মালাও)	(মা° দেবীও)	(মা° বহূও)
	করণ, সম্বন্ধ, অধি	মালাএ	দেবীএ	বহূএ
	সম্বো	মালে	দেবি	বহু
বহুবচন	কর্তৃ কর্ম	মালাও, মালা	দেবীও	বহূও
	করণ	মালাহি (ং)	দেবীহি (ং)	বহূহি (ং)
	অপা	(মালাহিংতো	দেবীহিংতো	বহূহিংতো)
	সম্বন্ধ	মালাণ (ং)	দেবীণ (ং)	বহূণ (ং)
	অধি	মালাসু (ং)	দেবীসু (ং)	বহূসু (ং)।

টীকা। (১) অপা একবচন আদো—আও-পুংলিঙ্গ শব্দরূপের সাদৃশ্যে। শৌরসেনীতেও আএ ব্যবহৃত হয়।

(২) করণ সম্বন্ধ অধি একবচন—আএ—যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণে সম্বন্ধ ও অপাদানে ব্যবহৃত সংস্কৃত আয়ৈ থেকে এসেছে।

(৩) কর্তৃ বহুবচন—আও—দেবীও প্রভৃতির সাদৃশ্যে। (ঈও=ঈ+অঃ)।

৯২। **সাধারণ শব্দরূপের বিভিন্ন রূপ।**

অ-কারান্ত পদ। (১) কর্তৃ একবচন মাগ° অ°মাগ°—'এ'। মাগ° পুলিশে অ°মাগ° পুরিসে=পুরুষঃ। অপভ্রংশে কর্তৃকর্ম একবচনে—উ হয়।

(২) অ° মাগ° সম্প্র একবচনে—আএ (স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপ থেকে); দেবত্তাএ=দেবত্বায়।

(৩) মাগ° অ°মাগ° অপা একবচন আও—ছন্দোরক্ষার জন্যে আউ হয়। রণ্ণাউ=অরণ্যাৎ।

মা° অ° মাগ°—তে—আৎ থেকে উৎপন্ন আ—যুক্ত রূপও আছে: বসা=বশাৎ, ঘরা=গৃহাৎ।

মা°-তে অপা একবচনে হি বিভক্তি সর্বদা পাওয়া যায়: মূলাহি, দূরাহি। —হিংতো বিশেষ পাওয়া যায় না: হিঅআহিং-তো=হৃদয়াৎ।

(৪) সম্বন্ধ একবচন মাগ° শ্‌শ বা হ। চালুদত্তশ্‌শ বা চালুদত্তাহ।

(৫) মা°—তে অধি একবচন-এ, -অম্মি অনেক সময় একত্র ব্যবহৃত হয়: গঅম্মি পওসে=গতে প্রদোষে। অ°মাগ°—তে ংসি (স্মিন্ ৪৭) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। লোগংসি=লোকে। কতকগুলি উপভাষায় অধিকরণে-হিং হয়। মাগ° পবহণাহিং=প্রবহণে।

(৬) ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন মা° আইং, অই, অই। অ°মাগ° শৌ°—তে আণি রূপও পাওয়া যায়।

কোন কোন উপভাষায় (বৈদিকের ন্যায়) আ। শৌ° মিধুণা, জানবত্তা=যানপাত্রাণি।

(৭) কর্ম বহুবচন পুংলিঙ্গ—কোন কোন উপভাষায় আ=আন্। মা° গুণা =গুণান্, অ°মাগ° আসা=অশ্বান্ (অপভ্রংশে সুলভ)।

৯৩। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত।

(১) অপা একবচন। উদাহরণ। মা° উঅহীউ=উদধেঃ, অ°মাগ° কুচ্ছিও = কুক্ষেঃ: জৈ°মা° কম্মগ্‌গিণো=কর্মাগ্নেঃ।

(২) অধি একবচন অ° মাগ° সর্বাপেক্ষা প্রচলিত রূপ ংসি: কুচ্ছিংসি=কুক্ষৌ। অপভ্রংশে হিঁ: আইহিঁ=আদৌ।

(৩) কর্তৃ বহুবচন। অ°মাগ° রিসও=ঋষয়ঃ, সাহবো=সাধবঃ, (ক্লীবলিঙ্গ) মা° অচ্ছীইং=অক্ষীণি, এবং অচ্ছীণি, অ°মাগ° মংসূইং বা মংসূণি=শ্মশ্রূণি।

(৪) পুংলিঙ্গে ঈ এবং উ হ্রস্ব হয়, এবং ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত বিশেষ্য পদের মত রূপ হয়।

৯৪। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। আকারান্ত পদ।

(১) করণ, সম্বন্ধ, অধি একবচনের—আএ ছন্দোরক্ষার জন্য আই হয়।

(২) কোন কোন বৈয়াকরণ—আঅ রূপটি নিষেধ করেছেন। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে পাওয়া যায়। যেমন, জোণ্হাঅ=জ্যোৎস্নয়া।

(৩) অপা একবচনের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত রূপ মা° -আও শৌ° মাগ° -আদো। এবং শৌ° মাগ°-তে-আএ রূপও দেখা যায়। ইমাএ মঅ-তণ্হিআএ=অস্যা মৃগতৃষ্ণিকায়াঃ।

(৪) কর্তৃকর্ম বহুবচন আ: মা° রেহা=রেখাঃ শৌ° পূইজ্জন্তা দেবদা=পূজ্যমানা দেবতাঃ।

৯৫। ঈ, উ-কারান্ত শব্দ।

(১) মা°-তে ঈএ স্থানে অনেক সময় ঈঅ হয়।

(২) শৌ° দিট্ঠিআ=দিষ্ট্যা করণের প্রাচীন রূপকে রক্ষা করেছে।

(৩) কর্তৃকর্ম বহুবচন ঈও উও স্থানে হয় ঈউ উউ (ছন্দের খাতিরে)।

৯৬। **সংস্কৃত ঋকারান্ত শব্দ হতে উৎপন্ন শব্দ।** সম্বন্ধসূচক শব্দ ও কর্তৃসূচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে। কর্তৃ ও কর্ম একবচন ও কর্তৃ বহুবচনে প্রাকৃত সংস্কৃতকেই অনুসরণ করেছে। পরবর্তী কারকগুলিতে পদ উ-কারান্ত (বা ই-কারান্ত) হবে, কিংবা কর্মকারকের রূপ থেকে একটি নতুন পদ তৈরী হবে। পিউ-, পিই- বা পিঅর=পিতৃ ; ভত্তু-, ভট্টি- বা ভত্তার=ভর্তৃ।

৯৭। কর্তৃসূচক। ভত্তু=ভর্তৃ। পিউ=পিতৃ।

		ভত্তু	শৌ°	মা°
একবচন	কর্তৃ	ভত্তা	পিদা	পিআ
	কর্ম	ভত্তারং	পিদরং	পিঅরং
	করণ	ভত্তুণা	পিদুণা	পিউণা
	সম্বন্ধ	ভত্তুণো	পিদুণো	পিউণো
	অধি	শৌ° ভত্তারে	—	—

বহুবচন কর্তৃ = ভত্তারো শৌ° পিদরো মা° পিঅরো
কর্ম — পিদরো বা পিদরে পিঅরো বা পিউণো
করণ ভত্তারেহিং পিউহিং
সম্বন্ধ ভত্তারাণ (ং) পিউণং
অধি ভত্তারেস্থ পিউস্থ (ং)।

টীকা। (১) ভর্তৃ—ই-কারান্ত হয়ে যায়। কর্তৃ ভট্টা, কর্ম ভট্টারং, করণ ভট্টিণা।
(২) মাতৃ—কর্তৃ মা° মাআ শৌ° মাগ° মাদা
কর্ম মা° মাঅরং শৌ° মাদরং
করণ মাআএ শৌ° মাদাএ
মাআ—মাঈ—মাউ বা মাঅরা—এরকম বিভিন্ন রূপও হ'তে পারে।

৯৮। অন্-ভাগান্ত। ন লোপ পায় এবং অকারান্ত শব্দের মত রূপ হয়। সুতরাং পেম্ম=প্রেমন্—কর্তৃ কর্ম পেম্মং ; করণ পেম্মেণ ; সম্বন্ধ পেম্মস্স, অধি পেম্মে (মা° পেম্মম্মি); বহুবচন কর্তৃ কর্ম পেম্মাইং, সম্বন্ধ পেম্মাণং।

মুদ্ধা বা মুদ্ধাণো=মূর্ধা। অ°মাগ° করণ মুদ্ধেণ বা মুদ্ধাণেণং (প্রাচীন শব্দরূপের শেষচিহ্ন কর্তৃ একবচন—আ—প্রায়ই ব্যবহৃত হয়)। প্রাচীন অন্-ভাগান্ত রূপের কিছুটা রক্ষা করা হয়েছে—বিশেষতঃ রাজন্ ও আত্মন্ শব্দদুটিতে।

৯৯। শব্দরূপ—রাঅ=রাজন্।

একবচন কর্তৃ— রাআ=রাজা
কর্ম— রাআণং=রাজানম্
করণ— রণ্ণা=রাজ্ঞা (৩৬) বা রাইণা (এখানে স্বরভক্তির—ই—এসেছে)
সম্বন্ধ— রণ্ণো=রাজ্ঞঃ বা রাইণো
অধি— (রাইম্মি, রাঅম্মি, রাএ)
সম্বো— রাঅং=রাজন্।
বহুবচন কর্তৃ (কর্ম) রাআণো=রাজানঃ
করণ— রাঈহিং (ই-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে : রাইণা থেকে)
সম্বন্ধ—রাঈণং।

টীকা। সমাসে রাঅ সর্বদা অকারান্ত শব্দরূপ মেনে চলেনা।
শৌ° মহারাও=মহারাজঃ, জুঅরাও=যুবরাজঃ, বচ্ছরাও=বৎসরাজঃ। কিন্তু অ°মাগ° দেবরায়া=দেবরাজঃ।
শৌ° মহারাঅং (কর্ম), মহারাএণ (করণ), মহারাঅস্স (সম্বন্ধ), কিন্তু অ°মাগ° দেবরণ্ণা, দেবরণ্ণো।

১০০। আত্মন্ স্থানে অত্ত বা অপ্প হয় (৩৬ খ)।

	মা°	শৌ° মাগ°
কর্তৃ	অপ্পা	অত্তা
কর্ম	অপ্পাণং	অত্তাণঅং = *আত্মানকং
করণ	অপ্পণা	
সম্বন্ধ	অপ্পণো বা অত্তণো	অত্তণো (মাগ° অত্তাণঅশ্শ)

অ°মাগ°—তে কর্তৃ অপ্পো শব্দের অকারান্তের মতও রূপ হয়। নতুন অকারান্ত শব্দও গঠিত হয়েছে ; অপ্পাণো, অত্তাণো এবং সমাসে অত্তণ-, অপ্পণ-।

১০১। ইন্-ভাগান্ত শব্দ। এই শব্দরূপ কিছুটা সংস্কৃতের ধারা ও কিছুটা ই-কারান্ত শব্দরূপের নিয়ম অনুসরণ করেছে। প্রাকৃত ই-কারান্ত শব্দ ইন্-ভাগান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে বলে এদের মধ্যে পার্থক্য অল্প কয়েকটা রূপে মাত্র দৃষ্ট হয়।

কর্তৃ একবচন হত্থী=হস্তী, কিন্তু কর্ম হত্থিং=হস্তিনং (মাঝে মাঝে শৌ° কর্ম ইণং)। জৈন প্রাকৃতে সম্বন্ধ পদ সাধারণতঃ ইণো হয়, কখন কখন—ইস্স হ'তে দেখা যায়।

১০২। অৎ-ভাগান্ত শব্দ। অৎ, মৎ, বৎ হ'তে যথাক্রমে অ-কারান্ত পদ অন্ত, মন্ত, বন্ত হয়।

উদাহরণ। শৌ° করেন্তো=কুর্বন্, পুলোঅন্তো=প্রলোকয়ন্, করেন্তেন=কুর্বতা, মহন্তস্স=মহতঃ, গচ্ছন্তেহিং=গচ্ছদ্ভিঃ।

১০৩। ব্যতিক্রম। অ°মাগ°-তে প্রায়ই প্রাচীন শব্দরূপ রক্ষিত হয়। যেমন, কুব্বং=কুর্বন্, মহও=মহতঃ। অন্যান্য উপভাষায়ও ভবৎ ও ভগবৎ শব্দে এইরকম প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

কর্তৃ	ভবং	ভঅবং
কর্ম	ভবন্তং	ভঅবন্তং
করণ	মা° ভবআ শৌ° ভবদা	মা° ভঅবআ শৌ° ভঅবদা
সম্বন্ধ	মা° ভবও শৌ° ভবদো	মা° ভঅবও শৌ° ভঅবদো

১০৪। স-কারান্ত শব্দ। -অস্-ইস্-উস্-ভাগান্ত বিশেষ্য পদ অ-ই-উ-কারান্ত হ'য়ে যায়।

উদা। শৌ° পুরূরবস্স, দীহাউং=দীর্ঘায়ুষম্, অ°মাগ° সজোই=সজ্যোতিষম্।

ব্যতিক্রম। এখানেও প্রাচীন শব্দরূপের চিহ্ন কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। শৌ° পুরূরবা (কর্তৃ), পুরূরবসং (কর্ম), পুরূরবসি (অধি)। অ°মাগ°, জৈ°মা°-তে প্রাচীন করণকারকের রূপ যথেষ্ট দেখা যায় : মণসা, সহসা, তবসা=তপসা, তেয়সা=তেজসা, চক্খুসা=চক্ষুষা।

১০৫। ধ্বনিবিকারের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন প্রাপ্ত কতকগুলি পুরাণো রূপ ইতস্ততঃ ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। এগুলিকে কোন নিয়মে আবদ্ধ করা চলে না, সেইজন্য এগুলি ব্যতিক্রম বা অনিয়মিত রূপ।

১০৬। **সর্বনাম**। সর্বনামে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের বহু প্রকারের রূপ পাওয়া যায়। সর্বদা প্রচলিতগুলি মাত্র নিম্নে দেওয়া হ'ল :—

		উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ
একবচন :	কর্তৃ	অহং, 'হং	তুমং (মা° তং)
	কর্ম	মং (মা° মমং)	তুমং, তে
	করণ	মএ	তএ, তুএ
	অপা	(মমাও)	(তুমাহিংতো) (বহুবচনের রূপ)
	সম্বন্ধ	মম, মে, মহ	তুহ, তে, (অ°মাগ° তব)
	অধি	মই	তই (মা° তুমম্মি)
বহুবচন :	কর্তৃ	অম্হে	তুম্হে
	কর্ম	অম্হে, ণো	তুম্হে, বো
	করণ	অম্হেহিং	তুম্হেহিং
	অপা	(অম্হেহিংতো)	(—)
	সম্বন্ধ	অম্হাণং, ণো	তুম্হাণং
	অধি	অম্হেসু	তুম্হেসু

১০৭। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। বিভিন্ন রূপ।

উত্তম পুরুষ, একবচন। কর্তৃ— *অহকম্ বা অহকঃ থেকে উৎপন্ন :— মা° অহঅং, জৈ° মা° অহয়ং, মাগ° হগে, অপ° হউঁ। কর্ম—মা° অ°মাগ° জৈ°মা° মমং (সম্বন্ধ পদ মম থেকে উৎপন্ন)। করণ—অপ° মই এবং কর্ম ও অধি মাগ° মই। অপাদান কম পাওয়া যায় ;

সম্বন্ধ—মা° মহ (ং), মজ্ঝ (ং) (মহ্যম্ থেকে উৎপন্ন) এবং মে।

বহুবচন। কর্তৃ অম্হে=বৈদিক অস্মে। অ°মাগ° উপরন্তু বয়ং। কর্ম—শৌ° অম্হে, ণো ; মা° অম্হে, অম্হ,' ণে ; মাগ° অশ্মে। সম্বন্ধ—মাগ° অশ্মাণং, মা° অ° মাগ° জৈ°ম্না° অম্হং, শৌ° ণো (সাধারণতঃ)।

মধ্যম পুরুষ, একবচন। কর্তৃ—সাধারণ রূপ তুমং, মা°-তে তং বহু প্রচলিত। অ°মাগ° তুমে। টকীতে তুহং, অপ° তুহুঁ। কর্ম—প্রায়ই কর্তৃ-র মত। অপ° তই, অ°মাগ° তে, শৌ° মাগ° দে (যেখানে নিপাতের মত ব্যবহৃত)। করণ—পুথিতে তএ, তুএ দু'রকমই পাওয়া যায়। মা° (উপরন্ত) তই, তুই, তুমএ, তুমাএ, তুমাই, তুমে।

অপা—শৌ° তত্তো=ত্বত্তঃ এবং তুবত্তো মা° তুমাহি, তুমাহিংতো, তুমাও। সম্বন্ধ—শৌ° তুহ, তে মা° (উপরন্তু) তুহং, তুজ্ঝ (ং), তুম্হং, তুম্ম, তু। অধি—শৌ° তই, তুই মা° তই, তুবি, তুমম্মি, তুমে।

বহুবচন। কর্তৃ—তুম্হে (অম্হের সাদৃশ্যে) অ°মাগ° তুম্ভে। সম্বন্ধ—মা° (উপরন্তু) তুম্হ। অ°মাগ° তুব্ভং মা° শৌ° (উপরন্তু) বো। অপা—বৈয়াকরণরা বহুপ্রকার রূপের উল্লেখ করেছেন। তুম্হত্তো, তুব্ভত্তো, তুজ্ঝত্তো প্রভৃতি।

১০৮। প্রথম পুরুষ। স এবং ত।

		পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
একবচন :	কর্তৃ	সো	তং	সা
	কর্ম	তং	...	তং
	করণ	তেণ (ং)	}	
	সম্বন্ধ	তস্স	}	তাএ বা তীএ
	অধি	তস্সিং বা তম্মি	}	
বহুবচন :	কর্তৃ কর্ম	তে, তাইং (অ°মাগ° তাণি)		তাও বা তা
	করণ	তেহি (ং)		তাহি (ং)
	সম্বন্ধ	তেসিং বা তাণ (ং)		তাসিং বা তাণ (ং)
	অধি	তেস্থ		তাস্থ

১০৯। রূপভেদ। স-থেকে আরও পাওয়া যায় :—

একবচন : কর্তৃ—মাগ° শে, কর্ম—অ°মাগ° সে ; সম্বন্ধ—মা° অ°মাগ° শৌ° সে ; মাগ° শে (সর্বলিঙ্গে)।

বহুবচন : কর্তৃ-অ°মাগ সে, মাগ°—শে, এবং কর্ম, সম্বন্ধ—সে।

ত—। ত- থেকে হয়েছে অপা—একবচন : অ°মাগ° তাও, শৌ° মাগ° তদো=ততস্, মা° তা=বৈদিক তাৎ।

সম্বন্ধ—মাগ° তশ্শ, মা° তাস (অধিকন্তু), স্ত্রীলিঙ্গ মা° তিস্সা (অধিকন্তু), অ°মাগ° তীসে। অধি—শৌ° তস্সিং, মাগ° তশ্শিং, মা° তম্মি, অ°মাগ° তংসি।

বহুবচন : কর্তৃ—অন্য কোন সর্বনামের পরে থাকলে শৌ° ও মাগ°-তে তে স্থানে দে হয়, যেমন, এদে দে। অপা—অ°মাগ° তেঁত্তো, তেহিংতো।

১১০। এমনিভাবেই নিম্নের শব্দরূপগুলি হয়েছে :—

এসো	এসা	শৌ° এদং মা° এঅং (=এতৎ)
জো	জা	জং (=যৎ)
কো	কা	কিং
ইমো	ইমা	ইমং বা ইণং (=ইদম্)

ইদম্ শব্দের সঙ্গে সংস্কৃতে ব্যবহৃত অন্যান্য পদও পাওয়া যায় :—

শৌ° অঅং = অয়ম্, অ°মাগ° অয়ং (তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়)। শৌ° ইঅং = ইয়ম্, মা° অ°মাগ° শৌ° ইদং (শুধু কর্তায়)। মা° অস্স = অস্য, এণ = অনেন, অ°মাগ° শৌ° অণেণ। ইণ- > ণ : ণং, ণেণ, ণে।

অ°মাগ°—ইমেণং, ইমাও, ইমস্স, ইমস্সিং।

অমু শব্দের রূপ উ-কারান্ত শব্দের মত হবে।

১১১। সর্বনামীয় বিশেষণ শব্দের রূপও একই রকম।

উদাহরণ। শৌ° অন্নস্সিং = অন্যস্মিন্, কদরস্সিং = কতরস্মিন্, অবরস্সিং = অপরস্মিন্, পরস্সিং = পরস্মিন্, অন্নে = অন্যান্, শৌ° সব্বাণং, অ°মাগ° সব্বেসিং = সর্বেষাম্।

১১২। সংখ্যাবাচক শব্দের রূপ।

(১) এক্ক (অ°মাগ° এগ)—সর্বনাম শব্দের মত রূপ হয়। অধি একবচন শৌ° এক্কস্সিং, মাগ° এক্কশ্শিং, মা° এক্কম্মি, অ°মাগ° এগংসি বা এগম্মি। বহুবচন : এক্কে, অ°মাগ° এগে।

(২) দো (= দ্বৌ)—দুবে (< ক্লীবলিঙ্গ দ্বিবচন দ্বে), ক্লীবলিঙ্গ দোণ্ণি, দুণ্ণি (তিণ্ণি = ত্রীণির সাদৃশ্যে) তিন লিঙ্গেই এ রকম রূপ ব্যবহৃত হয়। শৌ° দোণ্ণি কুমারীও = দ্বে কুমার্যৌ। করণ—দোহি (ং)। সম্বন্ধ—দোণ্হ (ং)। অধি—দোসু।

(৩) তিণ্ণি = ত্রীণি, অ°মাগ° তও = ত্রয়ঃ (সব লিঙ্গে সমান রূপ)। করণ—তীহিং, সম্বন্ধ—তিণ্হ (ং), অধি—তীসু।

(৪) চত্তারি রূপটি সর্বাধিক প্রচলিত। পুংলিঙ্গ কর্তৃ চত্তারো এবং কর্ম চউরো উভয় কারকেই ব্যবহৃত হয়। করণ—চউহি (ং), সম্বন্ধ—চউণ্হ (ং), অধি—চউসু।

(৫) পঞ্চ—করণ পঞ্চহি (ং), সম্বন্ধ পঞ্চণ্হ (ং), অধি—পঞ্চসু।

(৬) ছ—করণ ছহিং, সম্বন্ধ ছণ্হ (ং), অধি ছসু ইত্যাদি ১৮ পর্যন্ত। ১৯—৫৮ পর্যন্ত শব্দের রূপ কর্তৃকারকে অং-অন্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের মত অথবা আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের মত। অন্যান্য বিভক্তিতে স্ত্রীলিঙ্গের একবচনের মত। যেমন, ২০—কর্তৃ বীসং বীসা, কর্ম বীসং, করণ-সম্বন্ধ-অধি বীসাএ (অধিকন্তু কর্তৃ বীসাঈ ও বিসইং)।

৫৯—৯৯ পর্যন্ত শব্দের রূপ ইং-অন্ত ক্লীবলিঙ্গ এবং ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মত।

১০০—শৌ° সদ, মা° সঅ এবং ১০০০, সহস্স শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং রূপ অকারান্ত শব্দের মত।

নবম অধ্যায়।

ধাতুরূপ।

১১৩। প্রাকৃতে ধাতুরূপ শব্দরূপের চাইতে অনেক বেশি পরিবর্তনের অধীন হয়েছে। ধ্বনিবিকারের ফলে ব্যঞ্জনান্ত ধাতুরূপ বিশ্লিষ্ট এবং পদান্ত ব্যঞ্জনের বিলোপসাধনহেতু প্রাচীন রূপগুলি একাধিক রকমের হয়ে যাবার দিকে ঝোঁক্ দেখা দিয়েছে। শব্দরূপের মত এখানেও সমস্ত ক্রিয়াকে একগণীয় করে তোলবার প্রবণতা দেখা যায়। পরিবর্তনের এই ধারা প্রাচীন প্রাকৃতে যথা পালিতে খুব বেশি দেখা যায় না কিন্তু পরবর্তী প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ স্তরে ঘট্‌ল সমস্ত ক্রিয়ার একটিমাত্র গণে পরিণতি, আর তার সঙ্গে রইল কতকগুলি সংখ্যায় ক্রমশঃ ক্ষয়শীল 'ব্যতিক্রম' অর্থাৎ প্রাচীন ধারার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি রূপ মাত্র।

ধাতুরূপের বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যাও কমে এল। দ্বিবচন লুপ্ত হ'ল। আত্মনেপদও প্রায় উঠে গেল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু'একটি রূপ ছাড়া অতীতকালের লঙ্, লিট্, লুঙ্-এর বৈচিত্র্য পরিত্যক্ত হ'ল। অতীতকাল বোঝাবার জন্যে সহায়ক-ক্রিয়াযুক্ত বা সহায়ক-ক্রিয়াহীন কৃদন্তের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। এমনি করে প্রাচীন ধারার লট্-লোট্-বিধিলিঙ্-ল‍ৃট্, কর্তৃ ও কর্মবাচ্য, কৃদন্ত, তুমন্ত এবং অসমাপিকা ক্রিয়া —এই কয়টি মাত্র প্রাকৃতে থেকে গেল।

ধাতুর দশটি গণের মধ্যে দু'টি মাত্র সাধারণ ব্যবহারে ছিল :—

(১) অ-গণীয়—বেশির ভাগ ধাতু ও কর্মবাচ্য এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) এ-গণীয় (এ<অয়)—ণিজন্ত, নামধাতু এবং আরও কয়েকটি সরল ধাতু এর অন্তর্ভুক্ত।

উভয়গণীয়ের ধাতুরূপ একই রকম।

১১৪। **লট্।** (অধিকতর প্রচলনের ধাতুরূপ)

অ-গণীয়।

	একবচন	বহুবচন
উঃ পুঃ	পুচ্ছামি=পৃচ্ছামি	পুচ্ছামো
মঃ পুঃ	পুচ্ছসি	শৌ° পুচ্ছধ মা° পুচ্ছহ
প্রঃ পুঃ	শৌ° পুচ্ছদি মা° পুচ্ছই	পুচ্ছন্তি।

এ-গণীয়।

	একবচন		বহুবচন	
	শৌ°	মা°	শৌ°	মা°
উঃ পুঃ	কধেমি	কহেমি = কথয়ামি	কধেমো	কহেমো
মঃ পুঃ	কধেসি	কহেসি	কধেধ	কহেহ
প্রঃ পুঃ	কধেদি	কহেই	কধেন্তি	কহেন্তি।

টীকা ১। অ°মাগ° ও মা° একই রকম হবে। যেমন—পুচ্ছই, পুচ্ছহ। মাগ° শৌ°—র মত বিভক্তি গ্রহণ করে :—পুশ্চদি, পুশ্চধ এবং (অবশ্য) পুশ্চশি।

টীকা ২। অপভ্রংশ আরও অনেক এগিয়ে গেছে :—

একবচন : উঃ পুঃ পুচ্ছউঁ, মঃ পুঃ পুচ্ছসি বা পুচ্ছহি, প্রঃ পুঃ পুচ্ছই।

বহুবচন : উঃ পুঃ পুচ্ছহুঁ, মঃ পুঃ পুচ্ছহু, প্রঃ পুঃ পুচ্ছহিঁ। এর থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষার রূপগুলি খুব দূরে নয়। যেমন, হিন্দী। একবচন : উঃ পুঃ পুছূঁ ; মঃ ও প্রঃ পুঃ পুছে। বহুবচন : পুছেঁ।

১১৫। **আত্মনেপদী**। শৌরসেনীতে আত্মনেপদের ব্যবহার খুব কম। পদ্যে এবং কতকগুলি প্রচলিত বাঁধা বুলিতে মাত্র পাওয়া যায়। মা° অ°মাগ° জৈ°মা°-তে এর প্রয়োগ কিছু বেশি পাওয়া যায়। বিভক্তির রূপ :—একবচন : উঃ পুঃ জাণে ; মঃ পুঃ জাণসে ; প্রঃ পুঃ জাণএ (শৌ°-তে পাওয়া গেলে জাণদে — এইরকম রূপ হ'ত)। বহুবচন : প্রঃ পুঃ জাণন্তে।

উদাহরণ। মা° শৌ° জাণে ; মা° মন্নে = মন্যে ; শৌ° লহে = লভে ; ইচ্ছে ; মা° জাণসে ; মাগ° ইশ্চশে = ইচ্ছসে ; মা° পেচ্ছএ = প্রেক্ষতে ; তীরএ = তীর্যতে (কর্মবাচ্যে)।

১১৬। **লোট্**।

	একবচন	বহুবচন
উঃ পুঃ	(পুচ্ছামু)	পুচ্ছম্হ, কহেম্হ
মঃ পুঃ	পুচ্ছ, কহেহি, পুচ্ছসু, কহেসু	শৌ° পুচ্ছধ মা° পুচ্ছহ (= লট্)
প্রঃ পুঃ	শৌ° পুচ্ছদু মা° পুচ্ছউ	পুচ্ছন্তু, কহেন্তু।

টীকা ১। নিয়মানুযায়ী মঃ পুঃ একবচনে দীর্ঘস্বরের পরে হি যুক্ত হয়। প্রায়ই অ°মাগ°—তে এবং কখন কখন মা° ও মাগ°—তেও অকারান্ত ধাতুর অ-কে দীর্ঘ করে তারপর হি যোগ করা হয়। অ°মাগ° গচ্ছাহি (শৌ° গচ্ছ)।

টীকা ২। সংস্কৃত আত্মনেপদের বিভক্তি —স্ব থেকেই —সু বিভক্তি এসেছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পিশেল (art. ৪৬৭) একে 'সাদৃশ্যে'র বিষয়ভুক্ত করেছেন।

লট্—পুচ্ছদি, পুচ্ছন্তি। লোট্—পুচ্ছদু, পুচ্ছন্তু। সুতরাং লট্—পুচ্ছসি ; লোট্—পুচ্ছসু। সেইরকম উঃ পুঃ একবচনে লট্—পুচ্ছামি ; লোট্—পুচ্ছামু। এই আমু বিভক্তি

কেবলমাত্র ব্যাকরণেই পাওয়া যায়। শৌ° ও মাগ°-তে —স্থ বিভক্তির প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। তা ছাড়া, আত্মনেপদীর রূপও কচিৎ পাওয়া যায়। শৌ° করেস্থ=কুরু; আণেস্থ=আনয়; কধেস্থ=কথয়। যেহেতু পালিতে স্ব থেকে সস্থ নিষ্পন্ন হয়, এবং এই সস্থ পরস্মৈপদী ধাতুর সঙ্গেও যুক্ত হয় (ই, মূলার—পালি ব্যাকরণ, পৃঃ ১০৭) সেইজন্যে মনে হয়, এর মূল সম্ভবতঃ—স্ব-ই ছিল যদিও এর কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগে 'সাদৃশ্য'-এর কিছুটা হাত ছিল।

টীকা ৩। উঃ পুঃ বহুবচন ম্হ=স্ম পিশেলের মতে এটা লুঙ্ থেকে এসেছে (art. ৪৭০) ; তিনি বৈদিক জেশ্ম, দেশ্ম-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। (হুইট্‌ণী ৮৯৪ সি)।

১১৭। **বিধিলিঙ্**। এর ব্যবহার অ°মাগ°, জৈ মা°-তে সুলভ, মা°-তে স্বল্প এবং অন্যান্য উপভাষায় কচিৎ। এর দুই প্রকার রূপ হয়:—(১) দ্বিতীয় গণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্ থেকে মা° অ°মাগ° জৈ°মা°-র সাধারন রূপগুলি উৎপন্ন হয়েছে। -যাম্,-যাঃ, -যাৎ ইত্যাদি।

যেমন, একবচন : উঃ পুঃ বট্টেজ্জা—জ্জ, (বট্টেজ্জামি—লট্-এর সাদৃশ্যে)।
মঃ পুঃ বট্টেজ্জাসি—জ্জসি (—অহি,—আহি) (-অস্থ, -আস্থ)।
প্রঃ পুঃ বট্টেজ্জা—জ্জ।
বহুবচন : উঃ পুঃ বট্টেজ্জাম।
মঃ পুঃ বট্টেজ্জহ—জ্জাহ।
প্রঃ পুঃ বট্টেজ্জ—জ্জা=প্রঃ পুঃ একবচন।

(২) শৌ°-র একমাত্র রূপ, যা অন্যান্য প্রাকৃতেও পাওয়া যায়, উৎপন্ন হয়েছে প্রথম গণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্—এয়ম্, এঃ, এৎ থেকে।

একবচন : উঃ পুঃ বট্টেঅম্ (বট্টে—মঃ ও প্রঃ পুরুষের সাদৃশ্যে)।
মঃ পুঃ বট্টে
প্রঃ পুঃ বট্টে (বহুবচনেও ব্যবহৃত)।

টীকা। এঁজ্জ-র হ্রস্ব-এঁ হ্রস্ব-ই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় (৭২)। তাই জানিয়াৎ=অ°মাগ° জাণিজ্জা, জাণেঁজ্জা ; তবে এটা ঠিক যে প্রথম গণীয় ধাতুর আংশিক প্রভাবেই এর প্রাধান্য লাভ ঘটেছে।

১১৮। **ভবিষ্যৎ—লৃট্**। (-ইস্স-<-ইষ্য-)।

একবচন : উঃ পুঃ পুচ্ছিস্সং, অ°মাগ° পুচ্ছিস্সামি
মঃ পুঃ পুচ্ছিস্সসি (মা° অ°মাগ° পুচ্ছিহিসি)
প্রঃ পুঃ পুচ্ছিস্সদি, মা° পুচ্ছিস্সই (বা পুচ্ছিহিই)।

বহুবচন :	উঃ	পুঃ	পুচ্ছিস্সামো
	মঃ	পুঃ	পুচ্ছিস্সধ, মা° পুচ্ছিস্সহ।
	প্রঃ	পুঃ	পুচ্ছিস্সন্তি (অ°মাগ° পুচ্ছিহিন্তি)।

টীকা। যৌগিক স্বরধ্বনি বা দীর্ঘস্বরের পরবর্তী-হি থেকে এই -ইহি উৎপন্ন হয়েছে। প্রঃ পুঃ একবচনে পুচ্ছিহিই স্থানে পুচ্ছিহি—হী হয় ছন্দের প্রয়োজন অনুসারে। উঃ পুঃ একবচনে ইহামি, ইহিমি (অপ° পেঁক্‌খীহিমি=প্রেক্ষিষ্যে) ; উঃ পুঃ বহুবচনে—ইহিমো ; মঃ পুঃ বহুবচনে—ইহিহ, ইহিথ—রূপগুলিও বৈয়াকরণেরা দিয়েছেন।

১১৯। **কর্মবাচ্য**। প্রাকৃতে কর্মবাচ্য হয় : (১) সংস্কৃতের অনুরূপ য দ্বারা (শৌ° মাগ°—তে য লুপ্ত হয়ে যায় এবং অন্যান্য উপভাষায় জ্জ হয়), অথবা ঈঅ যোগ করে (শৌ° মাগ° —ঈঅ, অন্যান্য প্রাকৃতে—ইজ্জ)। (২) ধাতুর সঙ্গে অথবা (৩) লট্-এর পদের সঙ্গে।

কর্মবাচ্যে অ-গণীয় ধাতুর পরস্মৈপদীয় বিভক্তি যুক্ত হবে। তবে মা° এবং অ°মাগ°—তে অনেক সময়, বিশেষ করে অসমাপিকাবাচক কৃদন্তে, আত্মনেপদের বিভক্তি যুক্ত হয়।

উদাহরণ। (১) মা° জুজ্জই, শৌ° জুজ্জদি=যুজ্যতে ; মা° গম্মই, মা° দিজ্জই, শৌ° দিজ্জদি=দীয়তে।

(২) √গম্—মা° গমিজ্জই, শৌ° গমীঅদি।

(৩) গচ্ছ—শৌ° গচ্ছীঅদি।

			শৌ°	মা°
একবচন :	উঃ	পুঃ	পুচ্ছীআমি	পুচ্ছিজ্জামি
	মঃ	পুঃ	পুচ্ছীঅসি	পুচ্ছিজ্জসি
	প্রঃ	পুঃ	পুচ্ছীঅদি	পুচ্ছিজ্জই
			ইত্যাদি	ইত্যাদি।

১২০। **ণিজন্ত**। সংস্কৃতের মত ধাতুর গুণ ও বৃদ্ধিযুক্ত রূপের পরে অয় (>এ) যোগ করে প্রাকৃতেও ণিজন্ত করা হয়। হাসেই=হাসয়তি। সংস্কৃতে আকারান্ত ধাতুর পরে একটি 'প' আগম হয়। প্রাকৃতে পয় স্থানে বে হয়।

ণিব্বাবেদি=নির্বাপয়তি। প্রাকৃত ধাতুর লট্-রূপের পরের অ-কে দীর্ঘ করে পূর্বোক্ত বিধিকে অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে দিয়েছে। যেমন, পুচ্ছাবেদি।

১২১। **কৃদন্ত** (অসমাপিকা)। সাধারণ রূপগুলি নিম্নে দেওয়া হল :—

কর্তৃবাচ্য।

বর্তমান। পুংলিঙ্গ পুচ্ছন্তো, স্ত্রীলিঙ্গ পুচ্ছন্তা, ক্লীবলিঙ্গ পুচ্ছন্তং, ণিজন্ত পুচ্ছাবেন্তো ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ। পুচ্ছিস্সন্তো, -তা, -তং।

সমাপ্তিবাচক। নাই।

ভাববাচ্য (কর্তৃবাচ্যের অর্থে—অ°মাগ°-তে সুলভ)।

বর্তমান। পুচ্ছমাণো—ণা (—ণী) - ণং।

ভবিষ্যৎ। পুচ্ছিস্সমাণো ইত্যাদি।

কর্মবাচ্য।

বর্তমান। শৌ° পুচ্ছীঅন্তো, মা° পুচ্ছিজ্জন্ত, অ°মাগ° পুচ্ছিজ্জমাণো।

ভবিষ্যৎ। (কৃত্য প্রত্যয়) পুচ্ছিদব্বো—মা° পুচ্ছিঅব্বো (পুচ্ছণীও)। মা° পুচ্ছণিজ্জো [কজ্জো = কার্যঃ] (১৩৭)।

অতীত। শৌ° পুচ্ছিদো, মা° পুচ্ছিও (১২৪—৫)।

১২১ ক। **তুমর্থক**। সংস্কৃত তুম্ শৌ° ও মাগ°—তে দুং, মা° তে হয় উং। বিভক্তি যুক্ত হয় (ক) ধাতুর সঙ্গে (খ) ধাতুর লট্-রূপের সঙ্গে (ই আগম হয়ে)। শৌ° পুচ্ছিদুং মা° পুচ্ছিউং।

উদাহরণ। গন্তুং, শৌ° গচ্ছিদুং, গমিদুং, শৌ° কামেদুং = কাময়িতুম্, ধারিদুং = ধারয়িতুম্, শৌ° কাদুং এবং করিদুং, মা° কাউং = কর্তুম্। (তুম্ স্থানে ত্তএ-র জন্যে দ্রষ্টব্য—১৩৬)।

১২২। **অসমাপিকা**।

শৌ° পুচ্ছিঅ, মা° পুচ্ছিউণ, অ° মাগ° পুচ্ছিত্তা বা পুচ্ছিদূণ ; শৌ° মাগ° কদুঅ = কৃত্বা ; গদুঅ = গত্বা। পত্তে শৌ°—তে কখনও কখনও উণ-দূণ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, পেক্খিউণ ; অন্যত্র — ইঅ শুদ্ধ-প্রয়োগ।

উদাহরণ। শৌ° ণইঅ (নীত্বা) = * নয়িয় কিন্তু অবণীঅ = অপনীয় ; ওদরিঅ = অবতীর্য (মাগ° ওদলিঅ) ; পেঁক্খিঅ ; ভবিঅ ; পবিসিঅ। মাগ°—তে উণ প্রত্যয়ই সুলভ।

উদাহরণ। হউণ, গন্তূণ, হসিউণ, কাউণ।

অ° মাগ° ত্তা (অনুনাসিকের পরে তা) প্রত্যয়ের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় :— ভবিত্তা, গন্তা, হসিত্তা, করিত্তা। এবং ত্তাণং—ভবিত্তাণং।

১২৩। অনিয়মিত ধাতুরূপ।

পূর্বোক্ত স্বাভাবিক বা নিয়মিত ধাতুরূপ ছাড়া কতকগুলি অনিয়মিত রূপও পাওয়া যায়। এদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ—(ক) যেগুলির রূপ সংস্কৃতেরই মত, শুধু ধ্বনিবিকার প্রাপ্ত। আর (খ) সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতি অনুযায়ী যেগুলির রূপ অনিয়মিত। শেষোক্তগুলি সংখ্যায় খুব বেশি নয়। অন্য কোন ধাতুরূপের সাদৃশ্যে হয়তো এ অবস্থা হয়েছে, কিংবা প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষায় যাদের প্রচলন ছিল কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে স্বীকৃতি পায়নি—এগুলি তাদেরই ভগ্নাবশেষ হতে পারে।

১২৪। প্রাকৃতের অনিয়মিত ক্রিয়ার অনেকগুলিই শুধু কর্মবাচ্যের অতীতকালবাচক কৃদন্তে পৃথক্-রূপ-সম্পন্ন। এই কৃদন্তপদে প্রাচীন রূপগুলি রক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। গতঃ, কৃতঃ প্রভৃতি শব্দের প্রচলন এত বেশি ছিল যে তাদের ধ্বনিবিকারজাত গদো, গও, কিদো, কও—আদি শব্দকে 'সাদৃশ্য' দ্বারা গঠিত * গচ্ছিদো, করিদো প্রভৃতি শব্দ সরিয়ে দিতে পারেনি। অধিকন্তু, এই কৃদন্তগুলি অনেক স্থলেই নিজেদের সংকীর্ণ অর্থেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হয়নি—বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়ে ব্যাপকতর অর্থও লাভ করেছে। যেমন,—স্নিগ্ধ, মুগ্ধ, বুদ্ধ আদি শব্দের ব্যুৎপত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও এগুলিকে শুধু কৃদন্তরূপেই ধরা হয়নি। উপভাষাভেদে ও লেখকভেদে সাদৃশ্যজাত সাধারণ কৃদন্তপদ বা প্রাচীন রূপগুলি (বা সংস্কৃত থেকে নেওয়া রূপগুলি) বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহারে রয়েছে। ধরাবাঁধা কোন নিয়ম দ্বারা এদের আবদ্ধ করা যায়না অথবা এই সব ব্যতিক্রমের বিস্তারিত সূচী তৈরী করারও কোন মূল্য নেই। তথাপি কতকগুলি রূপের প্রয়োগ সর্বদা পাওয়া যায়, প্রথম থেকেই যেগুলির সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। (১২৫)।

১২৫। কর্মবাচ্যের অতীতকালবাচক কৃদন্ত।

অনিয়মিত রূপ।

কর্মবাচ্য—অতীতকালবাচক কৃদন্ত	সংস্কৃত	বর্তমান কাল
অবরদ্ধ	অপরাদ্ধ	মা° অবরজ্ঝই
আঢত্ত	(* আধত্ত)	মা° আঢাই
	আহিতা	(বা আঢবই-ণিজন্ত)
আণত্ত	আজ্ঞপ্ত	শৌ° আণবেদি (৩৬)
আরদ্ধ	আরব্ধ	শৌ° আরম্ভদি
আরূঢ়	আরূঢ়	মা° আরূহই
আসন্ন	আসন্ন	শৌ° আসীদদি
উত্ত	উক্ত	(অ°মাগ° বুত্ত)
উত্তিণ্ণ	উত্তীর্ণ	মা° উত্তরই

ওইণ্ণ, শৌ° ওদিণ্ণ	অবতীর্ণ	ও-অরই
মা° কঅ, অ°মাগ° কয়, শৌ° কিদ (১১) কদ (৬০)	কৃত	মা° করেই শৌ° করেদি
কিলিট্‌ঠ	ক্লিষ্ট	মা° কিলিস্‌সই
কুবিদ	কুপিত	শৌ° কুপ্পদি
-ক্কন্ত	-ক্রান্ত	শৌ° কমদি
মা° খঅ, (খাঅ), [শৌ° খণিদ]	খাত	(অ°মাগ° খয়, খত্ত), (খণ্ণ), মা° খণই
মা° খঅ, শৌ° খদ	ক্ষত	—
খিণ্ণ	ক্ষীণ	মা° খিজ্জই
খিত্ত	ক্ষিপ্ত	খিবই
মা° গঅ, শৌ° গদ	গত	শৌ° গচ্ছদি
গবিট্‌ঠ	গবেষিত	মা° গবেসই
মা° গহিঅ, শৌ° গহিদ	গৃহীত	শৌ° গেঁণ্‌হদি (৫২)
গীঅ	গীত	মা° গাঅই
গূঢ়	গূঢ়	শৌ° গূহদি
ছিণ্ণ	ছিন্ন	মা° ছিন্দই, শৌ° ছিন্দদি
মা° জাঅ, শৌ° জাদ	জাত	শৌ° জাঅদি
মা° জিঅ, শৌ° জিদ	জিত	শৌ° জঅদি, মা° জিণই
জুত্ত	যুক্ত	মা° জুঞ্জই, শৌ° জুজ্জদি (কর্মবাচ্য ১১৯)
চত্ত	ত্যক্ত	মা° চঅই
মা° ঠিঅ, শৌ° ঠিদ (১২), থিঅ, থিদ (৩৮)	স্থিত	শৌ° চিট্‌ঠদি
ণদ (মা° ণঅ)	নত	ণমদি
ণট্‌ঠ	নষ্ট	ণস্‌সদি
মা° ণাঅ (শৌ° ণাদ) [এবং জাণি (দ)-অ]	জ্ঞাত	জাণাদি
শৌ° বিণ্ণাদ	বিজ্ঞাত	বিণ্ণবীঅদি (কর্মবাচ্য)

পডিণ্ণাদ	প্রতিজ্ঞাত	—
ণীদ (মা° ণীঅ)	নীত	ণেদি

(শৌ° অবণীদ=অপনীত, পচ্চাণীদ=প্রত্যানীত, উবণীদ=উপনীত, পরিণীদ= পরিনীত, দুব্বিণীদ=দুর্বিনীত, আণীদ=আনীত)।

[এবং মা° ণিঅ। অইণিঅ=অতিনীত, আণিঅ=আনীত]।

ণ্হাঅ	স্নাত	ণ্হাই (অ°মাগ° সিণাই)
তত্ত	তপ্ত	(এবং তবিদ)
তুট্ট	ত্রুটিত	তুট্টই (তুং—হিন্দী টুটা)
তুট্ঠ	তুষ্ট	তুস্সদি
ডট্ঠ (ডক্ক)	দষ্ট	ডসই [শৌ° দংসদি, দংসিদ]
দড্ঢ	দগ্ধ	দহই (শৌ° ডহদি) ডহই
দিত্ত	দীপ্ত	দিপ্পদি
দিট্ঠ	দৃষ্ট	দীসদি (কর্মবাচ্য)
দিণ্ণ	দত্ত	দেদি
{ পঅট্ট পবট্ট পঅত্ত পউত্ত	প্রবৃত্ত	পবট্টই ইত্যাদি
পউত্ত	প্রযুক্ত	পউঞ্জই
পউত্থ	*প্রবস্ত=প্রোষিত	[পবসই (?)]
পইণ্ণ	প্রকীর্ণ	[পইরীজ্জই পকিরীঅদি (?)]
পডিবণ্ণ	প্রতিপন্ন	পডিবজ্জদি
পণ্ণত্ত	প্রজ্ঞপ্ত	পণ্ণবেই
পত্ত	প্রাপ্ত	পাবই, পাবেদি
{ মা° পলাইঅ	পলায়িত	পলায়ই
শৌ° পলাইদ	*পলাত	
মা° পলাঅ		
জৈ°মা° পলাণ		
পবিট্ঠ	প্রবিষ্ট	পবিসদি
পসত্থ	প্রশস্ত	পসংসই
পীদ	পীত	পিবদি
পুট্ঠ [সাধারণতঃ পুচ্ছিদ]	পৃষ্ট	পুচ্ছদি
বদ্ধ	বদ্ধ	বন্ধই

বুদ্ধ	বুদ্ধ	বুজ্ঝই
ভট্‌ঠ	ভ্রষ্ট	—
ভিণ্ণ	ভিন্ন	ভিন্দই
ভীঅ, ভীদ	ভীত	বিহেই (শৌ° ভাঅদি)
শৌ° ভূদ	ভূত	ভোদি
ভুত্ত	ভুক্ত	ভুঞ্জদি
মুক্ক	*মুক্ন—মুক্ত	মুঞ্চদি
মুদ (মা° মুঅ মঅ)	মৃত	মরদি
মূঢ়	মূঢ়	মুজ্ঝই
রঅ	রত	রমই
রত্ত	রক্ত	রজ্জদি
রুইঅ	রুচিত	রুচ্চই (শৌ° রুচ্চদি)
রুট্‌ঠ	রুষ্ট	রুসই
মা° রুণ্ণ (শৌ° রুদিদ)	রুদিত	মা° রুঅই শৌ° রোদদি, রোঅদি
রুদ্ধ	রুদ্ধ	রুন্ধেদি
লগ্‌গ	লগ্ন	লগ্‌গই (শৌ° লগ্‌গদি)
লদ্ধ	লব্ধ	লহই
লিঅ, লীণ	লীন	লেই
লীঢ়	লীঢ়	লিহই
বিণ্ণত্ত	বিজ্ঞপ্ত	বিণ্ণবেই
বূঢ়	ঊঢ়	বহই
সমাসত্থ	সমাশ্বস্ত	সমস্‌সসই (?)
সিট্‌ঠ	শিষ্ট (√শাস্‌)	সাহই
সিত্ত	সিক্ত	সিঞ্চই
সিদ্ধ	সিদ্ধ	সিজ্ঝই
সুত্ত	সুপ্ত	সুবই
সুদ (মা° সুঅ)	শ্রুত	সুণেদি
সুদ্ধ	শুদ্ধ	সুজ্ঝই
মা° হঅ, শৌ° হদ	হত	হণই
হঅ	হৃত	হরদি
মা° হূঅ (শৌ° ভূদ)	ভূত	হোই

১২৬। লট্‌-এর অনিয়মিত রূপ।

লট্‌-এর সাধারণ বা স্বাভাবিক রূপ পুচ্ছদি বা কধেদি (১১৪)—শ্রেণীভুক্ত। এরা হয় (ক) সংস্কৃতের প্রথমগণীয় ধাতুরূপের ধ্বনিবিকারজাত, নতুবা (খ) এসেছে দ্বিতীয়গণীয় ধাতুরূপ থেকে (যা প্রথমগণীয় ধাতুরূপের অন্তর্গত করলে সংস্কৃতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যেত, তারই প্রতিরূপ)। সুতরাং আমরা 'নিয়মিত' বলে শ্রেণীভুক্ত করতে পারি এইসব রূপ, যেমন,—(ক) গচ্ছদি, ইচ্ছদি, সিঞ্চদি, মুঞ্চদি, মরদি, সুমরদি, পিবদি, ফুসদি, কুপ্পদি, ণচ্চদি, কধেদি, তক্কেদি, চিন্তেদি, (খ) হণদি (√হন্), সসদি (√শ্বস্)।

অনিয়মিত রূপের অন্তর্গত (১) অস্বাভাবিক রূপ, যেমন, ঠাই; (২) এ-গণীয় ধাতুশ্রেণীতে যেগুলি আকৃষ্ট—যেমন, করেদি; (৩) (ক)—এর অন্তর্গত সংস্কৃত রূপ থেকে বিভিন্ন; (৪) নাসিক্যীভূত ধাতু; (৫) মূলতঃ বা সাদৃশ্যে ণ-যুক্তধাতু; (৬) সংস্কৃত ধাতুরূপের থেকে অন্যান্য উদ্বৃত্ত রূপ; (৭) (সাধারণের সঙ্গে) সামঞ্জস্যহীন রূপ।

১২৭। (১) আই—(শৌ° আদি) যুক্ত প্রথম পুরুষের একবচন শ্রেণীভুক্ত রূপ এসেছে (ক) সংকোচন দ্বারা। অপ° খাই=খাঅই=খাদতি; (খ) সংস্কৃত দ্বিতীয়-গণীয় ধাতুরূপের ভগ্নাবশেষ। মা° বাই=বাতি, আবার বাঅই (শৌ° বাঅদি), মা° পডিহাই=প্রতিভাতি (শৌ° পডিহাঅদি), শৌ° ভাদি=ভাতি, বিহাদি=বিভাতি (গ) সাদৃশ্য দ্বারা মা° ঠাই=*স্থাতি=তিষ্ঠতি (শৌ° চিট্‌ঠদি) এবং আকারান্ত সমস্ত ধাতু—ধাই বা ধাঅই, গাই, ঝাই (=ধ্যাতি—মহাকাব্যে)।

অন্যান্য সঙ্কুচিত রূপ—শৌ° ভোদি=ভবতি, ণেদি=নয়তি।

√দা—দেমি দেসি দেদি—দেন্তি।

দেদি < * দয়তি (তুং—শৌ° ভবিষ্যৎ—দইস্সং)। সমাপ্তিবাচক—দইঅ।

১২৮। (২) অনেকগুলি ধাতু এ-গণীয়ে (সংস্কৃত দশম গণীয়) আকৃষ্ট হয়েছে। উদাহরণ। করেদি (করোতি) (ণিজন্ত কারেদি=কারয়তি থেকে আলাদা), মুঞ্চেদি (ণিজন্ত মোআবেদি), হসেদি, সুমরেদি, চিণেদি, সুণেদি, ভণেদি, ধুবেদি ইত্যাদি।

১২৯। (৩) √রু—রবই (প্রথম গণীয়), রুবই (ষষ্ঠ গণীয়) এবং রোবই, তুমন্ত রোবিউং (শৌ° √রুদ্—রোদিদুং)।

√ধৌ—মা° ধুবই, অ° মাগ° ধোবই ধোবেই, শৌ° ধোঅদি। √ভূ—মা° হোই হুবই, শৌ° হোমি হোসি ভোদি, বিধিলিঙ্‌ ভবেঅং ভবে, তুমন্ত ভবিদুং।

রুচ্চদি=*রুচ্যতে (চতুর্থ গণীয়ে পরিবর্তিত) (এবং রোঅদি, মাগ° লোঅদি)—এইভাবে লগ্‌গদি, বজ্জদি (√ব্রজ্‌), জুজ্জদি=*যুজ্যতি (যুঞ্জতি—মহাকাব্যে)।

১৩০। (৪) √ছিদ্‌—ছিন্দই ছিন্দদি। সংস্কৃতের লট্‌-এ এই ধাতু অনুনাসিক হয় বলে এ ধরণের রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সপ্তম গণীয় ধাতুর রূপও এই রকম হয়। ভিন্দই, ভঞ্জই, ভুঞ্জদি।

রম্ভই (√রভ্‌)-এর অনুনাসিক সংস্কৃত-ব্যুৎপন্ন শব্দেও সুপরিচিত। (রম্ভতি—মহাকাব্যে)।

মুঞ্চদি (মা° মুঞ্চই) নিয়মিত রূপ, কিন্তু মা°-তে মুঅসি = * মুচসি রূপও পাওয়া যায়।

১৩১। (৫) চিণই শৌ° চিণেদি (সং চিনোতি), কুণই (বৈদিক কৃণোতি), সুণেদি (মা° সুণই), জাণাই শৌ° জাণাদি, আণাদি, কিণই = ক্রীণাতি, গেণ্হদি = গৃহ্ণাতি, শৌ° সক্কণোমি সক্কুণোমি = শক্নোমি, ধুণই (শৌ° ধোঅদি, পালি ধোবতি)—এ গুলিতে ণ থেকে যায়ঃ সাদৃশ্যবশতঃ জিণই (শৌ° জঅদি) থুণই (√স্তু)।

১৩২। (৬) √ই—এমি এসি এদি (মা° এই)—এন্তি ঃ √অস্‌—ম্হি সি অত্থি ; ম্হ (মা° ম্হো) ত্থ সন্তি।

(টীকা। অত্থি-ই একমাত্র সাধারণ অ-নিপাত শব্দ—পুরুষ ও বচন নির্বিশেষে এটা সমস্ত স্থানেই ব্যবহৃত হয়)।

√ভী—মা° বিহেই (শৌ° ভাঅদি)।

(৭) ভণাদি এসেছে যেন ভ-ণা-মি (নবম গণীয়) থেকে = ভণেদি। সুণাদি = সুণেদি (যেন নবমগণীয়)।

√স্বপ্‌ থেকে সুব্‌—তাই থেকে সুঅই এবং (রুঅই, রোবই-র সাদৃশ্যে) সোবই শৌ° সোবদি।

১৩৩। অন্যান্য ধাতুরূপের ভগ্নাবশেষ।

লঙ্‌। আসী = আসীৎ—উভয় বচনে ও তিন পুরুষেই হয়।

বিধিলিঙ্‌। অ° মাগ° সিয়া = স্যাৎ, কুজ্জা = কুর্য্যাৎ, বুয়া = ব্রূয়াৎ, সক্কা = শক্যাৎ (পিশেল art. ৪৬৫)।

আশীর্লিঙ্‌। মা° অ°মাগ° হোজ্জা = ভূয়াৎ, অ°মাগ° দেজ্জা = দেয়াৎ।

লুঙ্‌। অ° মাগ° অকাসী, অকাসি = অকার্ষীঃ বা অকার্ষীৎ। বহুবচন : —ইংসু অকরিংসু (তুং পালি—লুঙ্‌)।

লিট্‌। অ° মাগ° আহু = আহুঃ। বহুবচন : আহংসু।

১৩৪। **অনিয়মিত ভবিষ্যৎ।**

ভবিষ্যৎ (লৃট)—এর —ইস্‌সদি (বা মা° ইহিই) সাধারণতঃ লট্‌ থেকে এসেছে। পুচ্ছিস্‌সং, কধিস্‌সং, মা° পুচ্ছিহং, কহেহং (১১৮)।

সংস্কৃতের মত ধাতু থেকেও তৈরী হতে পারে। মা° ণেহিই=নেষ্যতি কিন্তু শৌ° ণইস্‌সদি, শৌ° গমিস্‌সদি।

ভবিষ্যৎ বোঝাতে √ভূ-থেকে উৎপন্ন বর্তমানের কয়েকটি বিভক্তিশূন্য রূপের সাহায্য নেওয়া হয়—শৌ° ভবিস্‌সং, হুবিস্‌সং, মাগ° হুবিশ্‌শং, মা° হোহিই, হোস্‌সং।

√স্থা—মা° ঠাহিই (লট্ ঠাই) শৌ° চিট্‌ঠিস্‌সদি (লট্ চিট্‌ঠদি)। অন্যরূপগুলি সংস্কৃতের মত —স্যামি বিশেষতঃ মা° অ°মাগ-তে। তাই দচ্ছং=দ্রক্ষ্যামি। (মধ্যম পুরুষ একবচন দচ্ছিসি, প্রথম পুরুষ একবচন দচ্ছিই, প্রথম পুরুষ বহুবচন—দচ্ছিন্তি), মোঁচ্ছং (√মুচ্), বেঁচ্ছং (√বিদ্), রোঁচ্ছং (√রুদ্), বোঁচ্ছং (√বচ্), দচ্ছং এবং অন্যান্য রূপগুলি শৌ° ও মাগ°-তে ব্যবহৃত হয় না।

শৌ° পেঁক্‌খিস্‌সং (মা° পেঁচ্ছিস্‌সং), রোদিস্‌সং, বেদিস্‌সং। ণিজন্ত এবং এ-গণীয় অন্যান্য ধাতুর ভবিষ্যৎ (লৃট) (ক) সংস্কৃতের মত (মধ্যস্থিত য় লুপ্ত করে)। শৌ° কধইস্‌সং, মোআবইস্‌সসি=*মোচাপয়িষ্যসি, ণিঅট্টইস্‌সদি=নিবর্তয়িষ্যতি, (খ) মা° অ°মাগ°—এ-গণীয় থেকে : বত্তেহামি=বর্তয়িষ্যামি, (গ) অয়=এ লুপ্ত করে দিয়ে : মা° কহিস্‌সং, শৌ° কধিস্‌সং, মা° পুলোইস্‌সং=প্রলোকয়িষ্যামি, শৌ° তক্কিস্‌সদি=তর্কয়িষ্যতি, সুস্‌সূসইস্‌সং=শুশ্রূষয়িষ্যামি, মাগ° মালিশ্‌শশি=মারয়িষ্যসি।

√দা—শৌ° দইস্‌সং মা° দাহং ; √কৃ—শৌ° করিস্‌সং মা° কাহং (অধিকন্তু)।

১৩৫। **অনিয়মিত কর্মবাচ্য।**

(ক) অতিশয় প্রচলিত প্রত্যয়-ইজ্জই, শৌ° ঈঅদি-রূপযুক্ত না হওয়াতে যে সব কর্মবাচ্যের রূপকে অনিয়মিত আখ্যা দেওয়া হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কর্মবাচ্যেরই প্রতিরূপ মাত্র (১১৯)। যেমন, জুজ্জদি=যুজ্যতে, গম্মই=গম্যতে। অন্যান্য উদাহরণ :—খিপ্পই (ক্ষিপ্), লুপ্পই (লুপ্), ভজ্জই (ভজ্), বজ্ঝই (বধ্ : ধ্য>জ্ঝ-৪৪), রুজ্ঝই (রুধ্), আরব্ভই (আ-রভ্), গিজ্জই (গা), খজ্জই (খাদ্), লব্ভই শৌ° লব্ভদি (লভ্), ছিজ্জই (ছিদ্), ভিজ্জই (ভিদ্), ভুজ্জই (ভুজ্), মুচ্চই (মুচ্), বুচ্চই (বচ্), তীরই (তৃ), কীরই (কৃ)।

(খ) অন্যান্যগুলি তেমনি অপ্রচলিত ধাতু বা ধাতুর রূপান্তর থেকে তৈরী হয়েছে। যেমন, বুব্ভই=উহ্যতে (*বুভ্), দুব্ভই=দুহ্যতে, লিব্ভই=লিহ্যতে, রুব্ভই=রুধ্যতে, ঘেঁপ্‌পই=গৃহ্যতে ; উ=উ স্থানে উব্ : রুব্বই=*রূব্যতে, (শৌ° রোদীঅদি) সুব্বই (শ্রু), (শৌ° সুণীঅদি), থুব্বই (স্তু), ধুব্বই (ধূ) এবং ধুণিজ্জই, সেইরকম চিব্বই (চি স্থানে চীব্) এবং চিণিজ্জই, শৌ° চীঅদি, জিব্বই (জি স্থানে জিব্)।

(গ) আঢপ্পই—ণিজন্ত কর্মবাচ্য = আধাপ্যতে, সেইরকমভাবেই বিঢপ্পই।

(ঘ) জম্মই এসেছে জন্মন্, প্রাকৃত জম্ম থেকে। সেইরকমভাবেই হম্মই (√হন্), খম্মই (√খন্)। অনিয়মিত সুম্মই (শ্রু), চিম্মই (√চি)।

টীকা। শৌ° ও মাগ° বিভক্তিহীন লট্ থেকে উৎপন্ন রূপগুলির পক্ষপাতী। মা° লব্ভই, শৌ° লব্ভদি অধিকন্তু লব্ভীঅদি, মা° মুচ্চই, শৌ° মুঞ্চীঅদি ; মা° সুব্বই, শৌ° সুণীঅদি, মাগ° শুণীঅদি ; মা° রুব্বই, শৌ° রোদীঅদি ; মা° ভুজ্জই, শৌ° ভুঞ্জীঅদি ; মা° কীরই, শৌ° করীঅদি (অ°মাগ° কজ্জই—*কর্যতে) ; মা° ণজ্জই, শৌ° জাণীঅদি ; মা° ভণ্ণই, শৌ° ভণীঅদি।

১৩৬। **তুমর্থক** (প্রকারভেদ)। সাধারণতঃ ধাতুর বিভক্তিশূন্য লট্-এর রূপের সঙ্গে ইতুম্ (মা° ইউং শৌ° ইদুং) যোগ করে তুমন্তের রূপগুলি পাওয়া যায়। শৌ°-তেই এটা বিশেষ করে দেখা যায়। যেমন, গচ্ছিদুং, অণুচিট্ঠিদুং (স্থা), গেণ্হিদুং (গ্রহ্), জাণিদুং (জ্ঞা), দহিদুং (দহ্), খিবিদুং (ক্ষিপ্) হরিদুং (হৃ)। ণিজন্ত কারেদুং, ধারেদুং, দংসেদুং = দর্শয়িতুম্ (কখন কখন অসংকুচিত—শৌ° ণিঅত্তাইদুং = নিবর্তয়িতুম্) ; অথবা অ-গণীয় ধাতুর সাদৃশ্যে : ধারিদুং, মারিদুং, কধিদুং।

তুম্-যুক্ত সংস্কৃতের মত রূপ শৌরসেনীতেও পাওয়া যায়, এটা মাহারাষ্ট্রীতে অপেক্ষাকৃত বেশি আছে।

শৌ° ঠাদুং (স্থা), পাদুং (পান করতে), কাদুং মা° কাউং (কৃ), গন্তুং (গম্), মা° ভোঁত্তুং (ভোক্তুম্), দট্ঠুং = দ্রষ্টুম্, দাউং (দা), ণেউং (নী), পাউং (পা), শৌ° পাদুং, জৈ°মা° পিবিউং, সোউং (শ্রোতুম্), জেউং (জি) (অ°মাগ° জিণিউং), লদ্ধুং (লভ্) বোঢ়ুং (বহ্), ছেঁত্তুং (ছিদ্), ভেত্তুং (ভিদ্), মোঁত্তুং (মুচ্), ণাউং (জ্ঞা)। সেরকম রূপ : ঘেঁত্তুং (১৯) (= *ঘৃপ্—তুম্ = গ্রহীতুম্), এবং মা° গহিউং, অ°মাগ° গিণ্হিউং, জৈ°মা° গেঁণ্হিউং, শৌ° গেঁণ্হিদুং, সোঁত্তুং (= *সোব্—তুম = স্বপ্তুম—তুং রোঁত্তুং = রোতুম্)। √বচ্—মা° বোঁত্তুং শৌ° বত্তুং।

অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে অ° মাগ°—তে কখন কখন তুম্ ব্যবহৃত হয়। যেমন, কাউং অর্থ কৃত্বা (করিয়া)। অ° মাগ°-তে তুম্-এর অর্থ বোঝাবার জন্যে ত্তএ বা ইত্তএ ব্যবহৃত হয় ; চিট্ঠিত্তএ (স্থা), গচ্ছিত্তএ (গম্)। বৈদিক তুমন্ত সম্প্রদানের বিভক্তি থেকে এর উৎপত্তি।

১৩৭। **কৃত্য প্রত্যয়** (রূপ বৈচিত্র্য)। (তুং—১২১)।

(ক) —তব্য—(১) ধাতুর বিভক্তিশূন্য লট্-এর রূপের সঙ্গে বা (২) ধাতুর মূলরূপের (গুণযুক্ত) সঙ্গে যোগ করে।

(১) পুচ্ছিদব্ব, গচ্ছিদব্ব, হোদব্ব (৪) বা ভবিদব্ব, অনুচিট্ঠিদব্ব, দাদব্ব, সুণিদব্ব, জাণিদব্ব, গেঁণ্হিদব্ব।

(২) সোদব্ব মা° সোঅব্ব (শ্রু)। ঘেত্তব্ব, কাদব্ব (৬৩), মা° কাঅব্ব (কৃ)।

(খ) —নীয়—মা° অ° মাগ° -অণিজ্জ, শৌ° মাগ° -অণীঅ : করণীঅ, দংসণীঅ (লট্-রূপের থেকে পুচ্ছণীঅ), মা° করণিজ্জ, দংসণিজ্জ।

(গ) —য—কজ্জ (৫০) = কার্য। অ° মাগ° বোঁজ্ঝ = বাহ্য ; লট্-রূপের থেকে : গেঁজ্ঝ (৭০) = *গৃহ্য * গৃহ—লট্-এর রূপ থেকে।

দশম অধ্যায়।

প্রাকৃতের শ্রেণীনির্দেশ।

পূর্বের ছয়টি অধ্যায়ে প্রধানতঃ মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতের নিয়মাবলী উদাহরণসহ উল্লেখ করে অন্যান্য প্রাকৃত সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রসঙ্গতঃ মাত্র বলা হয়েছে। এখন এদের মধ্যে কতকগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য একত্র করে দেওয়া হচ্ছে।

মাগধী। প্রাকৃতগুলির মধ্যে মাগধী কোন কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও, দুঃখের বিষয়, এর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রগুলি আরও বেশি পাওয়া যায় নি। ধ্বনিপরিবর্তনে মাগধীর যে সব বৈশিষ্ট্য সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না সেগুলি এখানে দেওয়া গেল।

স স্থানে শ। পূর্বভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে এর প্রভাব দেখা যায়। সেখানকার অধিবাসীরা ভাষায় বলে, এমন কি লেখে 'শামবেদ', 'শীতা'। অন্যান্য প্রাকৃতে শুধু স ব্যবহৃত হয় বলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই নিয়ম কোন অসুবিধার কারণ হবে না। যেমন, সহজেই চিনতে পারা যায় যে মাগ° ভবিশ্শদি আর শৌ° ভবিস্সদি একই শব্দ, তেম্নি তশ্শিং তস্সিং, শা সা, পুত্তশ্শ পুত্তস্স—এরাও অভিন্ন।

র স্থানে ল। এ বৈশিষ্ট্য আরও বেশি লক্ষণীয় (বিশেষ করে শব্দের আদিতে)। লাআণো (রাজারা), পুলিশে = শৌ° পুরিসো (পুরুষ), গলুড় = শৌ° গরুড়, চালুদত্ত, ওবালিদশলীল = অপবারিতশরীর, শমলে = সমরে, ণগলন্তল = নগরান্তর।

র-এর ল-এ পরিবর্তন অন্য সব প্রাকৃতে (২৬) এবং পালিতে (তলুণো = তরুণো) মাঝে মাঝে দেখা যায় ; বৈদিক ভাষাতেও পাওয়া যায়, অরম্—(কৃণোতি) স্থানে

অলম্√ক্‌, রুচ্‌ স্থানে √লুচ্‌ হয়। অন্যান্য ভাষাতেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়, তাই কোন্‌টি মূল ধ্বনি ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন।

এক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে কোন একটি আর্য উপভাষায় র-এর মোটেই কোন স্থান ছিল না। আধুনিক বিহারী ও বাংলা ভাষায় প্রত্যেক র-ই ল-তে পরিবর্তিত হয় নি। সম্ভবতঃ পূর্বভারতীয় উপভাষাগুলির এই বিশেষ প্রবৃত্তি থেকেই নাটকীয় মাগধীতে প্রচলিত বাড়াবাড়ির এই রীতি স্থান লাভ করেছে। (সাহিত্যে) শুধু নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মুখেই মাগধী ভাষা দেওয়া হয়েছে। তাই মনে হয় এদের র-ধ্বনি উচ্চারণের রীতি না থাকা আজকালকার চীনা কুলীদের মত সেকালের সমাজের নিম্নস্তরের একটা অভ্যাস হয়ে থাকতে পারে।

অপরপক্ষে অশোকের সময়ের (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) শিলালিপিগুলিতে তৎকালীন পাটনার দরবারে প্রচলিত পূর্বদেশীয় উপভাষায় এই পরিবর্তন দেখা যায়। এলাহাবাদ ও দিল্লীর শিলাস্তম্ভে এ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার খালসীর শিলালিপিতেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে এই ভাষারই ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

'য' যেমন তেমনই থাকে, এবং জ-স্থানেও য হয়। যধা = শৌ° জধা (১), যাণদি = জানাতি। যাণিদব্বং = শৌ° জাণিদব্বং, যণবদ = জনপদ, যায়দে = জায়তে (ঝ স্থানে য্‌হ, য্‌হত্তি = ঝটিতি)।

দ্য, র্জ, র্য সবই য্য হয়। তাই যেখানে শৌ° জ্জ সেখানে মাগ° য্য। অয্য = অদ্য বা আর্য (শৌ° অজ্জ)। অবয্য = অবদ্য। ময্য = মদ্য, (ধ্য > য্য্‌হ : ময্য্‌হন্ন = মজ্ঝন্ন—৭৪)। অয্যুণ = অর্জুন। কয্য = কার্য (কজ্জ—৫০)। দুয্যণ = দুর্জন।

এ সমস্ত উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মাগ°-র য-ধ্বনি হল সম্মুখ-তালব্য-উষ্মবর্ণ, ইংরেজী 'yes'-এর অর্ধস্বরের মত এর উচ্চারণ নয়। বিদেশী যে ধ্বনিটিকে গ্রীক ভাষায় 'Z' বর্ণ দ্বারা বোঝান হত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তার জন্যে এই উচ্চারণের -য- ব্যবহৃত হয়েছে। সেইজন্যে রাজা Azes-এর মুদ্রায় ষষ্ঠী বিভক্তিতে Ayasa দেখা যায়। বাংলার জ-এর উচ্চারণ কোন কোন আঞ্চলিক ভাষায় Zeal-এর Z বা Azure-এর Zh-এর মত। কোন কোন শব্দে য-ও ওই ভাবেই উচ্চারিত হয়। যেমন, যে = Zhe-এর মত উচ্চারণ।

ণ্য, ন্য, জ্ঞ, ঞ্জ স্থানে ঞ্‌ঞ।

পুঞ্‌ঞ = পুণ্য (শৌ° পুণ্ণ—৪৮)। অঞ্‌ঞ = অন্য (শৌ° অণ্ণ)। কঞ্‌ঞকা = কন্যকা। লঞ্‌ঞো = রাজ্ঞঃ (শৌ° রণ্ণো—৯৯)। অঞ্‌ঞলি = অঞ্জলি (শৌ° ঞ্জ থাকে)।

পদমধ্যস্থিত চ্ছ স্থানে শ্চ হয়।

গশ্চ=গচ্ছ, ইশ্চীঅদি=ইচ্ছতি (* ইচ্ছ্যতে), উশ্চলদি=উচ্ছলতি, পুশ্চদি= পৃচ্ছতি। তিলিশ্চি পেস্কদি=মা° তিরিচ্ছি পেঁচ্ছই=তির্যক্ প্রেক্ষতে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আদিস্থিত উষ্মবর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। কোন্ উষ্মবর্ণ টি লেখ্য-ভাষায় নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ আছে। পুথিতে এই উষ্মবর্ণ ব্যবহারের ভিন্নতা এত বেশি যে তার থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

হেমচন্দ্রের মতে শুষ্ক স্থানে হবে শুস্ক, নতুবা শুশ্কে=শুষ্কঃ, তুলুশ্ক=তুরুষ্ক আমরা পেয়ে থাকি।

ষ্ট, ষ্ঠ > স্ট (বা শ্ট) : কষ্ট > কস্ট বা কশ্ট, সুষ্ঠু > শুস্টু বা শুশ্টু।

ষ্প, ষ্ফ > স্প, স্ফ। নিষ্ফল=নিস্ফল (মা° শৌ° নিপ্ফল—৩৮)।

স্ক, স্খ। পস্খলদি=প্রস্খলতি।

স্ত, স্থ > স্ত (বা শ্ত) হশ্তে বা হস্তে=হস্তঃ (মা° শৌ° হথো—৩৮), উবস্তিদ=উপস্থিত।

স্প। বুহস্পদি=বৃহস্পতি (বা বিহশ্পদি)।

ক্ষ > স্ক। পেস্কদি=প্রেক্ষতে (বা শ্ক, পশ্ক=পক্ষ ; হেমচন্দ্রের মতে পহ্ক অর্থাৎ ক-এর সঙ্গে জিহ্বামূলীয় বিসর্গ)।

খাটি মাগধী উচ্চারণ মধ্যদেশীয় সংস্কৃতের স বা শ-এর মত সম্ভবতঃ ছিল না। এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে এই সব সংযুক্তাক্ষরের উচ্চারণের জটিলতার জন্যেই পুথিগুলিতে সাধারণতঃ খ ইত্যাদির মত সমীভূত রূপ লেখা হ'ত।

র্থ > স্ত (শ্ত)। তিস্ত=তীর্থ, অস্তে=অর্থঃ। প্রচলিত সাদৃশ্য থেকেই হয়তো এরকম হয়েছে। যেমন, শৌ° হথো, মাগ° হস্তে, সুতরাং শৌ° অথো : মাগ° অস্তে। ব্যাকরণে উল্লিখিত দু'টি বিশেষ লক্ষণ—কর্তৃ একবচনের বিভক্তি এ ; শে হস্তে=সো হথো এবং হগে=আমি (১০৭)। এই সব ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মাগধীর সঙ্গে শৌরসেনী ব্যাকরণের খুবই মিল আছে।

নাটকে মাগধীর কয়েকটি উপভাষা পাওয়া যায়।

শাকারী। মৃচ্ছকটিকে রাজশ্যালক শাকারীতে কথা বলেছে। বৈশিষ্ট্য : তালব্যবর্ণের পূর্বে একটি লঘুপ্রযত্ন-য এর আগম। য্চিষ্ঠ=তিষ্ঠ।

অতীতকালবাচক কৃদন্তে (বিশেষতঃ ঋকারান্ত ধাতুর) ড। কড=কৃত (অ°মাগ° —তেও এই লক্ষণ দেখা যায়)। সম্বন্ধের একবচনে আহ বা অশ্শ—চালুদত্তাহ। অধি°—একবচন আহিং, পবহণাহিং=প্রবহণে। সম্বো° বহুবচন—আহো (বৈদিক-আসঃ)। শেষোক্ত তিনটি লক্ষণ অপভ্রংশেও পাওয়া যায়।

চাণ্ডালী এবং শাবরীকে মাগধীর উপভাষা বলে মনে হয়।

মৃচ্ছকটিকে মাথুর ও দ্যূতকার দুজন যে ভাষায় কথা বলেছে, পিশেল তাকে ঢক্কী নামে অভিহিত করে একে মাগধীর একটা উপভাষা বলে মনে করেছেন। সার জর্জ গ্রীয়ারসন্ দেখিয়েছেন যে সঙ্গততর প্রামাণ্যতাহেতু একে টাক্কী নামে অভিহিত করাই বেশি সমীচীন। তিনি বলেন, এ ভাষা শিয়ালকোটের নিকটবর্তী টক্কদের দেশে প্রচলিত ছিল।

অর্ধমাগধী। য়াকোবী একে জৈন প্রাকৃত নামে অভিহিত করেছেন, এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অপ্রচলিত মাহারাষ্ট্রী বলে ধরে নিয়েছেন। ভারতীয় বৈয়াকরণেরা প্রাচীন জৈনসূত্রের ভাষাকে আর্ষম্ (< ঋষি) আখ্যা দিয়েছেন। হেমচন্দ্র বলেন, তাঁর ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মেরই ব্যতিক্রম আর্ষভাষায় আছে। ত্রিবিক্রম নামে অন্য একজন বৈয়াকরণ নিজের গ্রন্থ থেকে আর্ষকে বাদ দিয়েছেন, কারণ এ ভাষার শব্দের অর্থগুলি 'রূঢ়' বা ঠিক ব্যুৎপত্তির নিয়মানুসারে হয় না অর্থাৎ সংস্কৃত-মাফিক্ নয়।

রুদ্রটের কাব্যলঙ্কারের (২—১২) টীকাতে নমিসাধু প্রাকৃতকে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলেছেন এবং এর অর্থ করেছেন ব্যাকরণবিধিমুক্ত স্বাভাবিক ভাষা বা প্রাক্‌কৃত অর্থাৎ পূর্বনির্মিত বা আদিসৃষ্ট। তার কারণস্বরূপ তিনি বলেন আর্ষধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের প্রাকৃত অর্ধমাগধী দেবতাদের ভাষা। 'আরিসবয়ণে সিদ্ধং দেবাণং অদ্ধমাগহা বাণী'। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নমিসাধু জৈনধর্মাবলম্বী। জৈনরা মনে করে মহাবীর যে অর্ধমাগধীতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাই মূল ভাষা এবং অন্যান্য সমস্ত ভাষা তার থেকেই উদ্ভূত।

জৈন শাস্ত্রীয়-গ্রন্থগুলির গদ্যাংশ ও পদ্যাংশের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। পদ্যে প্রায়ই কর্তৃ° একবচনের বিশিষ্ট লক্ষণ—এ স্থানে ও হয়, অসমাপিকা ক্রিয়াতে তূণ, উণ (মা°-র মত) হয়, আর গদ্যে হয় ত্তা বা ত্তাণং (১২২)।

অপর বৈশিষ্ট্য : পদ্যে মেঁচ্ছ, গদ্যে মিলকখু ; পদ্য—কুণই, গদ্য—কুব্বই (=* কুর্বতি)। গদ্যের চেয়ে পদ্যের মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে বেশি মিল আছে।

নিম্নলিখিত বিষয়ে অর্ধমাগধী মাগধীর সঙ্গে সমতা রেখেছে। কর্তৃ একবচন—এ, সম্বন্ধ একবচন—তব, অতীতকালবাচক কৃৎপ্রত্যয় ত স্থানে ড (ঋকারান্ত ধাতুর পরে, অবশ্য সর্বত্র নয়) ; ক-স্থানে গ 'অসোগ' (মাগ°-তে ক্বচিৎ) ; সম্বো° একবচনে—প্লুতিযুক্ত অ (অপভ্রংশে সুলভ)।

মাগধীর সঙ্গে এর প্রধান বৈসাদৃশ্য এই যে এতে র এবং স—দুটো ধ্বনিই রক্ষিত হয়েছে। মোটকথা, অর্ধমাগধী (পালির মত) নাটকীয় প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীনতর লক্ষণ রক্ষা করেছে। ভারতীয়-নাট্য-শাস্ত্র তথা সাহিত্যদর্পণ অর্ধমাগধীকে চেট, রাজপুত্র

ও শ্রেষ্ঠদের মুখে আরোপ করেছে। নাটকের জৈনভিক্ষুরা অর্ধমাগধীতে কথা বলবে—এটাই ছিল প্রত্যাশিত, কিন্তু তারা কথা বলছে বোধ হয় মাগধীতে।

অর্ধমাগধী ও মাহারাষ্ট্রীর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য আছে।

ধ্বনি—এব ও অবি (=অপি) -র পূর্বে অম্ স্থানে আম্ হয়।

প্লুতস্বরের পরে অথবা 'ইতি বা'—তে ইতি-স্থানে ই হয়।

প্রতি-র ই লুপ্ত হয় : পড়ুপ্পন্ন=প্রত্যুৎপন্ন (অন্যান্য উপভাষাতে দুর্লভ)।

তালব্যবর্ণ > দন্ত্যবর্ণ ; তেইচ্ছা=চিকিৎসা।

অহা=যথা।

সন্ধিব্যঞ্জনের প্রয়োগ (৭৮)।

শব্দরূপ : সম্প্র ত্তাএ (৯২),
করণ সা (১০৪),
অধি -ংসি [৯২ (৫)]।

ধাতুরূপ : √খ্যা—আইক্খই (পালি আচিক্খতি), মা° অক্খাই, কুব্বই (গদ্যে—পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

লুঙ্-এর লুপ্তাবশেষ, যেমন, প্রঃ পুরুষ বহুবচন—পুচ্ছিংসু।

তুমর্থক ট্টু, ইত্তু-র অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ। যেমন, কট্টু (কৃত্বা অর্থে), অবহট্টু (অপহৃত্য অর্থে)। সুণিত্তু, জাণিত্তু।

তুমর্থক—ত্তএ-, -ইত্তএ (১৩৬)।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় -ত্তা, -ত্তাণং, চ্চা, চ্চাণ (ং), -য়াণ (ং)।

অধিকন্তু, যে যে বিষয়ে মহারাষ্ট্রী এবং অ°মাগ°-র মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেগুলির মধ্যে যা অ°মাগ°-তে প্রচুর তা মা°-তে কম পাওয়া যায়। মূর্ধন্যীকরণ এবং র-স্থানে ল-এর ব্যবহার অ°মাগ°-তে অনেক বেশি প্রচলিত।

শব্দাবলীতেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অ°মাগ° স্পষ্টতঃ শৌ° থেকে আরও বেশি পৃথক্।

জৈনমাহারাষ্ট্রী। অর্বাচীন জৈন সাহিত্য লিখিত হয় সেই সময় যখন জৈন-সম্প্রদায় বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অন্যান্য উপভাষার প্রভাবও তার ওপর পড়ছিল। সম্ভবতঃ পশ্চিম উপকূলের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্মের বহুল প্রচারহেতু শ্বেতাম্বর জৈনদের শাস্ত্রবহির্ভূত গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেরই কোন একটা রূপ, যদিও এর মধ্যে অ°মাগ°-র অনেক বিশেষত্বই লক্ষ্য করা যায় : যেমন, তুমর্থের -ইত্তু, অসমাপিকা ক্রিয়ার -ইত্তা এবং ক স্থানে গ।

এটাই য়াকোবীর মাহারাষ্ট্রী আখ্যান-সংকলনের প্রধান উপভাষা। এটাই সাধারণতঃ জৈনমাহারাষ্ট্রী নামে পরিচিত।

জৈনশৌরসেনী। দিগম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষায় কর্তৃ° একবচনে—ও; ত, থ স্থানে দ, ধ। সেইজন্যে একে বলা হয় জৈনশৌরসেনী। এর মধ্যে অনেক কিছু বিশেষত্ব আছে যা পাওয়া যায় শৌ°-তে নয় মা°-তে বা অ°মাগ°-তে। গুজরাটের দিকে জৈনধর্মের অনেক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল, এবং সেখানে মা° ও শৌ° পরস্পর সংলগ্ন হ'য়ে ছিল। জৈনশৌরসেনী যে জৈনমাহারাষ্ট্রীর চেয়ে অর্ধমাগধীর বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি রক্ষা করেছে তার কারণ জৈনশৌরসেনী কিছুটা প্রাচীনতর ভাষা।

প্রধান প্রধান প্রাকৃতগুলির যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপরে দেখানো হল সেগুলি যে আরও সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগের হেতু হবেই তা মনে করবার কোন কারণ নেই। আমরা পূর্বদেশীয় প্রাকৃত (মাগধী), দক্ষিণদেশীয় প্রাকৃত (মাহারাষ্ট্রী) ও মধ্যদেশীয় প্রাকৃত (শৌরসেনী) পেয়েছি। অর্ধমাগধী মধ্যদেশীয় অপেক্ষা দক্ষিণদেশীয় প্রাকৃতের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যসম্পন্ন। কতিপয় নব্য ভারতীয় আর্যভাষার তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে হর্ন্‌লে (Grammar of the Gaudian Languages, ১৮৮০। ভূমিকা, পৃঃ ৩০) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সমগ্র আর্যভাষাভাষী ভারতবর্ষ কোন এক সময় দুই ভাষার বিভাগে বিভক্ত ছিল ঃ একটি 'শৌরসেনী ভাষা' অপরটি 'মাগধী ভাষা'। তিনি মাহারাষ্ট্রীকে মহারাষ্ট্র দেশের কথ্যভাষার সঙ্গে সোজাসুজি কোন সম্পর্কশূন্য একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা রূপে গণ্য করেছেন। প্রাকৃত ভাষাসমূহ এবং আধুনিক উপভাষাগুলির অধিকতর আলোচনার ফলে দেখা গিয়েছে যে এ মত সমর্থনযোগ্য নয়।

মাহারাষ্ট্রীর (এবং জৈনমাহারাষ্ট্রীর) এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা আধুনিক মারাঠীতে পাওয়া যায় এবং এ প্রাকৃত যে মহারাষ্ট্রদেশীয় ভাষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই (দ্রষ্টব্য—Linguistic Survey of Indiaর মারাঠী খণ্ডের ভূমিকা)।

অধিকতর উপাদান নিয়ে আলোচনার পর গ্রীয়ারসন্ (দ্রষ্টব্য—Encyclopædia Britannicaতে প্রাকৃত-এর ওপর প্রবন্ধ, এবং Imperial Gazetteer of Indiaর ভাষা বিষয়ক পরিচ্ছেদ) আধুনিক ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতে প্রাকৃতগুলির ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ করার মতবাদকে অনেকটা পরিণতি দান করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ঃ—

মধ্যদেশীয় প্রাকৃত—শৌরসেনী।
বহির্দেশীয় প্রাকৃত—পূর্ব—মাগধী।
দক্ষিণ—মাহারাষ্ট্রী।
অন্তর্দেশীয় প্রাকৃত—অর্ধমাগধী।

শৌরসেনী সবচেয়ে বেশি সংস্কৃতানুসারী, এবং প্রাচীনতর ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে হিন্দুসংস্কৃতির কেন্দ্র মধ্যদেশের ভাষা—এই মধ্যবিন্দু থেকে দূরবর্তী সাহিত্যকেন্দ্রগুলি স্বভাবতঃই সংস্কৃত থেকে বহুলাংশে পৃথক্—এই সব দিক থেকে দেখতে গেলে এই শ্রেণীবিভাগ বেশ সুবিধাজনক। এ শ্রেণীবিভাগ আর্যভাষাভাষীদের এই উপমহাদেশে প্রবেশসম্বন্ধীয় একটি মতবাদের সঙ্গে যুক্ত বটে। যে ভাষা থেকে লৌকিক সংস্কৃতের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে শৌরসেনী গড়ে উঠেছিল সেই ভাষাভাষীদের সম্বন্ধে কল্পনা করা হয় যে তারা পূর্ববর্তী আর্যআক্রমণের কিছুকাল পরে মধ্যদেশে প্রবেশের পথ করে নিয়েছিল। প্রথমাগত ব্যক্তিদের বংশধরদের ভাষা থেকে 'বহিশ্চক্র' ভাষার উৎপত্তি হ'ল।

কতকগুলি ভাষাগত তথ্যের ব্যাখ্যারূপে এই বিশেষ মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। এই বিশেষ ব্যাখ্যাকে যে মেনে নিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তবু এইসব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিভাগকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব।

এ শ্রেণীবিভাগে একটা ত্রুটি বলে মনে করা যেতে পারে—অর্ধমাগধীর স্থাননির্দেশ। যদি অযোধ্যা অর্ধমাগধীর কেন্দ্র হয় তবে আমরা আশা করতে পারি যে এটা হবে মোটামুটি আধা মাগধী আর আধা শৌরসেনী। যতটা জানা যায়, কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনিবিকারজাত বৈসাদৃশ্য ছাড়া মাগধী ও শৌরসেনীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। যদি অর্ধমাগধীতে কর্তৃ° একবচন 'এ', কখন কখন 'র' স্থানে 'ল', 'স' স্থানে 'শ' এবং মাগধী ভাষার অন্যান্য ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু আরোপ করা যায় তবে এমন একটি প্রাকৃত পাওয়া যাবে যা উপরি উক্ত ছকে ঠিক মিলে গেলেও কিন্তু তা প্রাচীন জৈন-শাস্ত্রের প্রকৃত অর্ধমাগধী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা হবে। পূর্বহিন্দী—পশ্চিমীহিন্দী ও বিহারী উপভাষাসমূহের মধ্যবর্তী ভাষাই বটে, এবং উভয় দিককার ভাষারই কিছু কিছু বিশেষত্ব এর মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃত অর্ধমাগধী দেখে মনে হয় না যে সে এই স্থান অধিকার করেছিল অথবা সে ঠিক পূর্বী হিন্দীর উৎপত্তিস্থল।

যা হোক, একথা মনে রাখা দরকার যে, যে সব কথ্যভাষার ভিত্তিতে সাহিত্যিক ভাষা গড়ে উঠেছিল তাদের নিয়েই প্রধানতঃ এ শ্রেণীবিভাগের কারবার। সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলি সব একই সময়ে দানা বেঁধে ওঠেনি। সুতরাং তারা ঠিক ঠিক সমসাময়িক উপভাষা নয়। অর্ধমাগধী স্পষ্টতঃই শৌরসেনী অপেক্ষা প্রাচীনতর। এরকমও বলা হয়েছে যে অশোকলিপির পূর্বীয় উপভাষাকে অর্ধমাগধীরই একটি প্রাচীনতর রূপ বলে গণ্য করা উচিত। লুডার্স্ একে প্রাচীন অর্ধমাগধী বলে অভিহিত করেছেন। ধরে নেওয়া হয় যে এটা মৌর্য দরবারের প্রচলিত ভাষা ছিল। পালি শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বা সংস্কৃত

শাস্ত্রগ্রন্থগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে গৌতম বুদ্ধের উপদেশগুলি যে ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল এই ভাষার সঙ্গে তার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল বলে মনে করা হয়।

গঙ্গানদীর উপত্যকাভূমিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষা ঠিক বিশুদ্ধ মাগধীও ছিল না কিংবা বিশুদ্ধ শৌরসেনীও ছিল না। এ যে আবার ঠিক কাশীরই ভাষা এমনটা না হলেও গঙ্গানদীর উপত্যকার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানের ভাষাই এর ভিত্তি বলে স্বচ্ছন্দে ধরা যায়। পরে যখন জৈনধর্ম আরও দূরে পশ্চিমে প্রসারিত হল তখন পরবর্তী অর্ধমাগধীতে খানিকটা মাহারাষ্ট্রীর রঙ্ লাগল এবং সেই ভাষাই জৈনধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। অপরাপর অবস্থার ফলস্বরূপ ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের ভাষা পালিতে পরিবর্তিত হল। (দ্রষ্টব্য— এস্ লেভি: জার্নাল এশিয়াটিক্, ১৯১২, পৃঃ ৪৯৫)।

পৈশাচী প্রাকৃত। এ পর্যন্ত যে ভাষা-চক্রের আলোচনা করা হল পৈশাচীর স্থান তার বাইরে। 'পৈশাচী' কথাটা নিম্নলিখিত অর্থসমূহে প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়:— (ক) দানবদের ভাষা—'ভূতভাষা', (খ) কতকগুলি বর্বর ভাষা আর তার অন্তর্গত কতকগুলি অপভ্রংশ ভাষা, (গ) বৈয়াকরণদের (বিশেষ করে হেমচন্দ্র) পৈশাচী উপভাষা ও তার অন্তর্গত বিভাষা চূলিকা পৈশাচী (চূ° পৈ°)। এই পৈশাচী ভাষার রূপ প্রাচীন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঘোষ স্পর্শবর্ণের অঘোষ স্পর্শবর্ণে পরিবর্তন। তামোতর=দামোদর। চূ° পৈ° নকর=নগর, রাচা=রাজা, খম্ম=ঘর্ম, কন্তপ্প= কন্দর্প।

এ ভাষায় ণ স্থানে ন, ল স্থানে ল় হয়। য থাকে। স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হয় না। মহাপ্রাণ বর্ণগুলি হ-তে রূপান্তরিত হয় না; জ্ঞ, ন্য স্থানে ঞ্ঞ হয় (যেমন মাগধীতে। প্রত্যেক প্রাকৃতেই সম্ভবতঃ বেশ প্রাচীন স্তরেই এ পরিবর্তন স্থান লাভ করেছিল)।

এ প্রাকৃত কাদের কথ্যভাষা ছিল? শাহ্‌বাজ্‌গড়ী অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে এই উপভাষার একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রচলিত গল্প অনুসারে গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথা পৈশাচী প্রাকৃতেই রচিত হয়েছিল বলা যায়। একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে এ গ্রন্থের খুব সমাদর হয়েছিল। সোমদেব তাঁর কথাসরিৎসাগরে এর একটি অনুবাদ দিয়েছেন এবং ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরীতে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চূ° পৈ° উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি উপভাষা। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনের মতে হিন্দুকুশের দর্দ ও কাফির ভাষার সঙ্গে এবং শিণা ও কাশ্মীরী ভাষার প্রাচীন স্তরের ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

অপর পক্ষে স্বীকৃত হয়েছে যে গুণাঢ্য দক্ষিণভারতবাসী ছিলেন। কাশ্মীরের যে পরবর্তী সাহিত্যিক উন্নতির কল্যাণে ক্ষেমেন্দ্র, বিহ্লণ, সোমদেব এবং কহ্লণকে পাই

তার বহু শতাব্দী পূর্বেই বৃহৎকথা রচিত হয়েছিল। ণ-এর ন-তে রূপান্তর ও ল-এর ল়-তে পরিবর্তন এই ভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাবের ইঙ্গিত করে। অন্যান্য লক্ষণ, যথা, স্বরমধ্যবর্তী ত এবং য-এর অপরিবর্তিত রূপে স্থিতি একটি প্রাচীন অভ্যাস মাত্র। ঘোষ ব্যঞ্জনের অঘোষে রূপান্তর দক্ষিণেও যেমন উত্তরেও তেমনি পাওয়া যায়। একের ভাষা যখন অন্য জাতি গ্রহণ করে তখন ভাষার মধ্যে এ ধরণের অপভ্রংশতা স্বভাবতঃই ঘটে। এখানে পাঠকের 'মেরী ওয়াইভ্স্ অব উইণ্ডসর' নাটকের ওয়েলেশ্ ধর্মযাজক সার হিউ ইভানের কথা মনে পড়বে। গেলিকভাষীর মধ্যেও এ ধরণের প্রবণতা রয়েছে। আর্যভাষার সীমন্তের উপর যদি এরকম কোন ভ্রষ্ট ভাষা থাকেও আর্যভাষার ক্রমাগত বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এরা বিনষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য এটা খুবই সম্ভব মনে হয় যে আদিম চূলিকা দানবের জাতি যেমন বিন্ধ্যপর্বতবাসী হতে পারে তেম্নি কাশ্মীরী নরখাদক হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

প্রাচীন প্রাকৃত। অশোকের শিলালিপিতেই প্রাচীনতম প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমে (শাহ্বাজ্গড়ী ও মানসেরা) খরোষ্ঠীলিপি প্রচলিত ছিল, অন্য সব শিলালিপিতে (পর্বত গাত্রে অথবা স্তম্ভে) প্রাচীনতম ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমস্ত ভাষার মধ্যেও সমতা ততটা নেই। পূর্ব উপভাষা ও পশ্চিম উপভাষার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

গঙ্গাযমুনার উপত্যকায় স্তম্ভগাত্রে এবং কাল্সী ও উড়িষ্যার শিলালিপিতে অল্পস্বল্প ভিন্নতাসহ পূর্ব উপভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এ ভাষায় র স্থানে ল হয় এবং অকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপের কর্তৃ একবচনে মাগধীর মত 'এ' হয়। অপরপক্ষে -স- আছে কিন্তু -শ- নেই (কাল্সীতে য-ও আছে)। এ উপভাষাকে মাগধী বলা হয়। কিন্তু লুডার্স্ বলেন, এটা প্রকৃতপক্ষে অর্ধমাগধী। এর উপযুক্ত নামকরণ যাই হোক না কেন, অশোক ও তাঁর সভাসদেরা এ ভাষাই ব্যবহার করতেন বলে মনে হয়। এ দরবারী ভাষার প্রভাব পশ্চিম ও উত্তরপ্রান্তের শিলালিপিতেও পড়েছিল ; সেগুলি সেখানকার বিশুদ্ধ স্থানীয় ভাষাতে রচিত হয় নি। এই প্রভাবহেতু সে ভাষায় শব্দের যে-সব রূপ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সাধারণভাবে 'মাগধী-প্রয়োগ' বলা হয়ে থাকে।

গির্ণারের শিলালিপিতে পশ্চিমপ্রান্তের নিদর্শন মেলে। এ ভাষায় কর্তৃ একবচনে 'ও', ক্লীবলিঙ্গ অং, এবং র ও স-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। (মাগধী-প্রয়োগ—প্রিয়ো স্থানে প্রিয়ে, জনো স্থানে জনে এবং মূলং স্থানে মূলে ইত্যাদি)। এই ভাষার কোন কোন লক্ষণ পালিভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু পালির সঙ্গে এ ভাষা অভিন্ন নয়।

এটা সম্ভব বলে মনে হয় যে এই পশ্চিমী ভাষায় মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রধান প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়িনীর চল্‌তি ভাষার অল্প বিস্তর নিদর্শন রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলির পূর্বদেশ অপেক্ষা পশ্চিমদেশের ভাষার সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি। অবশ্য এ ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কতকগুলি আছে।

উত্তর পশ্চিম প্রান্তের লিপিগুলি পূর্ব ও পশ্চিম থেকে পৃথক্। শাহ্‌বাজ্‌গড়ীর চাইতে মানসেরাতে মাগধী-প্রয়োগ বেশি। দুইয়েতেই র, স, এবং শ আছে। শাহ্‌বাজ্‌গড়ীতে কর্তৃ° একবচনে 'ও', ক্লীবলিঙ্গে অং-এর প্রাধান্য। আর মানসেরাতে (অর্ধ) মাগধীর 'এ' বিভক্তির প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়। উভয়ের মধ্যেই র-এর সঙ্গে অন্য বর্ণের সংযুক্তি প্রায়ই বর্ণবিপর্যয় সহ দেখা যায়। পিয়দসি স্থানে প্রিয়দ্রসি ; ভুতপ্রুব=গির্ণার ভূতপুর্বং=ধৌলি হুতপুলবা ; শাহ্‌বাজ্‌গড়ী ত্রয়ো=গির্ণার ত্রী ; শাহ্‌° মগো, মান° মৃগে=গির্ণার মগো=পূর্বদেশ—মিগে।

শেষোক্ত উদাহরণটি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পার্থক্যের আর একটি নিদর্শন (৬০)।

শাহ্‌°-তে ক্ষমিতবিয় শব্দে 'ক্ষ' পাওয়া যায়—কিন্তু গির্ণারে ছমিতবে এবং পূর্বদেশে খমিতবে (৪০)।

পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম উভয় ভাষাতেই প্রাপ্ত সংযুক্ত বর্ণকে যেমন, -প্র- (প্রিয় শব্দে) কোন এক সময়ে 'সংস্কৃত-প্রয়োগ' বলে ধরা হত। এগুলি বরঞ্চ প্রাচীন ধ্বনিতত্ত্বের ভগ্নাবশেষ। উত্তর পশ্চিমের আধুনিক উপভাষায় এ রকম সংযুক্তবর্ণ এখনও আছে। যেমন, লহ্‌ন্ডা—ত্রে (তিন), তুং—সিন্ধী—ট্রণ।

উত্তর পশ্চিমের রূপগুলির সঙ্গে অন্যদের তুলনা করবার সময় মনে রাখতে হবে যে খরোষ্ঠীলিপিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে অশোক-শিলালিপির খরোষ্ঠী অথবা ব্রাহ্মী—কোন লিপিতেই যুক্তবর্ণ লেখা হয়নি। তাই চক্কবাকে না পেয়ে পাই চকবাকে, চক্‌খুদানে স্থানে পাই চখুদানে।

বর্তমানে কোলকাতায় রক্ষিত বৈরাট্‌-ভাব্‌রা শিলালিপিতে ধর্মশাস্ত্র থেকে অশোকের প্রিয় কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। এ শিলালিপির ভাষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। পালির রাহুল স্থানে লাঘুল এবং অধিগিচ্য (=অধিকৃত্য) —এই সব শব্দের সমরূপ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এগুলিকে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাষার নিদর্শন বলে মনে হয়। যে ভাষায় সমস্ত অসংযুক্ত -র স্থানে ল হয় সেখানে হুল্‌ট্‌স্‌ পঠিত প্রিয়দসি, সর্বে: প্রসাদে এবং অভিপ্রেতং রূপগুলি অদ্ভুত বলে মনে হয়। এ কথা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল যে এই

সংযুক্তবর্ণে পাথরে খোদিত ছোট ছোট সমস্ত রেখাকে -র- বলে ধরে নেওয়া হয়। আর সেগুলি কোনখানেই যে খুব স্পষ্ট তাও নয়। তাই মনে করা যেতে পারে যে এগুলি পাথরের অসমতা ছাড়া আর কিছু নয়।

অশোকীয় উপভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগ পরবর্তী প্রাকৃতগুলির শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গে মেলে না। সেটা আশ্চর্য নয়। যদি সাহিত্যিক সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ক্রমোন্নতির ধারাকে রক্ষা না করে, তবে, কয়েক শতাব্দীর পর সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পার্থক্য ঘটাই স্বাভাবিক। নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃতগুলির মধ্যে পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রান্তের ভাষা বলতে কিছু নেই। (ঐ সব দেশেরই ভাষা বলে) পৈশাচী প্রাকৃত সম্বন্ধে যে দাবী করা হয়ে থাকে তা পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে। উত্তর দেশের বৌদ্ধদের দ্বারা ব্যবহৃত অপর একটি প্রাকৃতের নিদর্শনও পাওয়া যায়। খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'দুত্রাউইল দে রিনস্' নামে খ্যাত ধম্মপদ-গ্রন্থের কিছু অংশ খোটনের নিকটে পাওয়া যায়। এর মধ্যে এমন কতকগুলি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি উত্তরপশ্চিম প্রান্তের আধুনিক ভাষাতেও পাওয়া যায়। জার্ণাল এশিয়াটিক্ (সেনার্ত), ১৮৯৮, পৃঃ ১৯৩। (জে. ব্লক), ১৯১২, পৃঃ ৩৩১।

পালি। হীনযান বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বোঝাতে পালি কথাটি ব্যবহৃত হত। এর মূল অর্থ 'চতুঃসীমা, সীমা বা রেখা'। তাই থেকে বোঝায় এ-ই ধর্ম-গ্রন্থের ভাষা। অপর শাস্ত্রবহির্ভূত গ্রন্থেও এই ভাষা পাওয়া যায়। সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশ যেগুলি বৌদ্ধধর্মপ্রচারকদের বিহার ছিল সেখানে এই সমস্ত রক্ষিত ছিল। আবার পালি বলতে কখন কখন বোঝায় (ক) অশোকের শিলালিপি (র ভাষা), যদিও এর মধ্যে তিন চার রকমের বিশিষ্ট উপভাষা আছে, (খ) অশোকের সাম্রাজ্যের দরবারী ভাষা, মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষার একটি রূপ যা বহুবিস্তৃত ছিল, এবং (গ) স্তম্ভগাত্রের প্রাকৃত, যতদিন পর্যন্ত সংস্কৃত প্রাকৃতের (বা পালির) স্থান অধিকার করেনি ততদিনের সমস্ত শিলালিপির ভাষাও এর অন্তর্গত। বৌদ্ধ গ্রন্থের পালি-ভাষা একটি স্বতন্ত্র পঠনীয় বিষয় রূপে পরিগণিত, ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধদের কাছে এটা সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ। ভারতবর্ষে এর অধ্যয়ন খুব বেশি হয়নি। তা সত্ত্বেও (ক) ভারতীয় ভাষার ইতিহাস এবং (খ) প্রাচীন প্রাকৃত শিলালিপির পাঠচর্চার জন্যে পালিভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

সাধু পালি ভাষা অধ্যয়ন-সাহায্যের জন্যে বহু পালি ব্যাকরণ, সাহিত্যপাঠ, মূলগ্রন্থ ও অনুবাদ পাওয়া যায়। তাই এখানে অতি সাধারণ রকমের একটি বর্ণনা দিলেই চলবে।

পালির বৈশিষ্ট্য। অর্ধমাগধীর চাইতে পালি প্রাচীন ব্যাকরণের বিধান অনেক বেশি রক্ষা করেছে। আত্মনেপদের অধিকতর ব্যবহার, লুঙ্ (বিশেষতঃ স-যুক্ত) যথেষ্ট পাওয়া যায়। (লুঙ্ ও লঙ্ মিলিতমিশ্রিত হয়ে গেছে)। লিট্-এর ব্যবহার খুব কম—কিন্তু পাওয়া যায়। প্রাচীন ধাতুরূপের গণগুলি অধিকতর মাত্রায় রক্ষিত—যেমন, স্বণোতি=শৌ° স্বণাদি; করোতি (আত্ম° কুব্বতে)=শৌ° করেদি; দদাতি (এবং দেতি)=শৌ° দেদি।

ধ্বনিতত্ত্বে বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে উষ্মবর্ণের মধ্যে শুধু স; য রক্ষিত; র কখনও কখনও ল—তে পরিবর্তিত, কিন্তু মাগধীর মত সর্বদা নয়; ন কখনও কখনও ণ, কিন্তু সর্বত্র নয়। স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ সাধারণতঃ বজায় থাকে, এবং অঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র ঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণ হয়। যেমন, ভবতি বা হোতি, কথেতি, পুচ্ছতি, গচ্ছতি ইত্যাদি। মতো=মৃতঃ, কতো=কৃতঃ।

কোন কোন শব্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জন দ্র, ত্র পাওয়া যায়।

স্বরভক্তি সুলভ। আর্য শব্দ স্থানে অয্য বা অরিয় হয়।

এ সমস্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পালি অশোকীয় উপভাষা ব্যতীত পূর্ববর্ণিত সব প্রাকৃত থেকেই প্রাচীন।

পালির ভৌগোলিক আশ্রয়ভূমি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ঐতিহ্য অনুসারে বুদ্ধের উপদেশাবলী মাগধীতে প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধেরা স্বভাবতঃই মনে করত যে এসব ধর্মগ্রন্থের ভাষা বুদ্ধের নিজেরই ভাষা। তাই পালির ভাষা মাগধী হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; কর্তৃ° একবচনে 'ও' এবং র, স, জ-এর ব্যবহার তা স্পষ্ট প্রমাণ করে। কেউ কেউ মনে করেন যে পালি উজ্জয়িনীর ভাষা; সেখান থেকে অশোকের পুত্র মহিন্দ এই পবিত্র শাস্ত্র সিংহলে নিয়ে যান। অপর কারও কারও মতে পালি কলিঙ্গ দেশের আর্যভাষা।

পৈশাচীর সঙ্গে পালির কোন কোন বিষয়ে সমতা (যেমন, ঘোষ ব্যঞ্জনের অঘোষী-করণ) দেখে, পালি বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলের ভাষা বলে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন। আবার একই সমতার জন্যেই অপর এক পক্ষ একে তক্ষশীলার ভাষা বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। গাইগার, মাগধীর ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে, বলেন যে কোন এক রকম অর্ধমাগধী থেকে পালি উদ্ভূত হয়েছে; কিন্তু পালি কোন স্থানেরই অবিমিশ্র ভাষা নয়।

যদি পালি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন না হয় তবে ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। বুদ্ধের উপদেশ এবং তার প্রাচীনতম লিখিত রূপগুলি পূর্বদেশের ভাষায় যে রচিত হয়েছে সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। তারপরে এগুলি অন্যান্য উপভাষায় অনূদিত হয়—এ সমস্ত নতুন রূপান্তরের একটি হল পালিশাস্ত্রগ্রন্থ। ডাঃ এস, কে, চাটার্জির মতে ধ্বনি ও ব্যাকরণের বিচারে পালিকে বলা যেতে পারে মধ্যদেশের পশ্চিমী উপভাষা (শৌ°-র প্রাচীন রূপ), এবং এর মধ্যে মূল ভাষার অনেক ভগ্নাবশেষের চিহ্ন রয়ে গেছে। মৌর্য-ক্ষমতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বী দরবারী ভাষার (অর্ধমাগধী) ব্যাপক প্রচলনও শেষ হয়ে গেল। মনে হয়, এরই পরে পালির মত একটি পশ্চিমীমিশ্রিত ভাষা (Lingua Franca) নানা অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল ; সে ভাষার নিদর্শনই পাই খারবেল শিলালিপিতে।

এ বিষয়ে আসল সত্য যাই হোক্, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পালির গঠনে কতকগুলি বিভিন্ন ভাষার ছাপ রয়েছে, আর কালক্রমে এ ভাষা পরিবর্তিতও হয়েছে। গাথার ভাষাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ, তারপর ধর্মশাস্ত্রের গদ্যাংশ, এরপর শাস্ত্রবহির্ভূত সাহিত্য এবং সর্বশেষে এই ভাষার পরবর্তী স্তরসমূহ। পালির ক্রমবিকাশ সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

অশোকের পরবর্তী প্রাকৃত শিলালিপিগুলির অধিকাংশই এত সংক্ষিপ্ত যে তাদের উপভাষাগুলির নিঃসংশয় শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। হাথীগুম্ফা গুহার প্রবেশদ্বারে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে উল্লিখিত খারবেল শিলালিপির ভাষার সাদৃশ্য অশোকের শিলালিপির পূর্বীয় উপভাষা অপেক্ষা পশ্চিমী ও দক্ষিণীর সঙ্গে বেশি। বহু বিষয়ে পালির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আবার ভিন্নতাও দেখা যায়।

রামগড় পাহাড়ে জোগীমারা গুহার একটি শিলালিপিতে মাগধীর একটি প্রাচীন রূপ আছে বলে মনে হয়।

অশ্বঘোষ। মধ্য এশিয়ায় তালপাতায় লিখিত পুথির কয়েকটি ভগ্নাংশকে লুডার্স্ একত্র সংযুক্ত করেছেন ; তার মধ্যে দুটি বৌদ্ধ-নাটকের কিছু কিছু অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটিতে, অন্ততঃ উদ্ধারপ্রাপ্ত অংশে, কেবল সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। অপর নাটক, যার রচয়িতা হিসাবে কনিষ্কের সময়ের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধলেখক অশ্বঘোষের নাম করা হয়, তার মধ্যে একাধিক প্রাকৃতের প্রয়োগ আছে। এখানে দুষ্ট এক ধরণের প্রাকৃত বলেছে যাতে স স্থানে শ, র স্থানে ল, কর্তৃ একবচনে ও স্থানে এ হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে এ প্রাকৃত বৈয়াকরণদের নাটকীয় মাগধীর চাইতে প্রাচীনতর : হগে স্থানে অহকং, কীশ স্থানে কিশ্শ। লুডার্স্ একে প্রাচীন মাগধীর পর্যায়ে ফেলেছেন। এই নাটকে অপর একটি চরিত্রের ভাষা যা স্তম্ভলিপির উপভাষার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত তাকে অর্ধমাগধীর প্রাচীন একটি রূপের পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। গণিকা ও বিদূষকের ভাষাকে প্রাচীন শৌরসেনী বলে মনে হয়। এ উপভাষায় স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জন রক্ষিত হয়েছে, ন স্থানে ণ হয়নি, এবং য স্থানে জ দেখা যায় না।

একদিকে অশ্বঘোষ, অন্যদিকে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি—মোটামুটি এদের মধ্যকালবর্তী একরকমের প্রাকৃতকে কোন কোন পণ্ডিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই প্রাকৃত পাওয়া যায় আবিষ্কারক কর্তৃক ভাস-এর নামে আরোপিত ত্রিবেন্দ্রম নাট্যাবলীতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এসব নাটকের ভাষা অশ্বঘোষ ব্যবহৃত প্রাকৃতের পরবর্তী স্তরের এবং গুপ্তযুগের কবিদের ব্যবহৃত প্রাকৃতের চেয়ে প্রাচীন। যদি ভাসের সময় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতক ধরা হয় এবং এসব নাটকও যদি ভাস-বিরচিত বলে স্বীকার করে নিতে পারা যায় তবে কতকগুলি বিষয় ঠিক খাপে খাপে মিলে যায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব নাটক যে ভাস-বিরচিত তা আমরা জানি না। দক্ষিণ ভারতীয় পুথি থেকে আমরা এই নাট্যাবলীর পরিচয় পাই—অথচ সপ্তম শতাব্দী কিংবা তারও পরে লিখিত নাটকের দক্ষিণ ভারতীয় পুথিতে ভাষার এই সব লক্ষণে মিল দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতের দক্ষিণ ভারতীয় পরম্পরাগত বানান উত্তর ভারতীয়ের অপেক্ষা স্পষ্টতঃই প্রাচীন। দক্ষিণে প্রচলিত ভাষা দ্রাবিড়, তাই সেখানকার প্রাকৃতের উচ্চারণ উত্তরের চেয়ে কম পরিবর্তনের অধীন হবে।

প্রাকৃতের ইতিহাসে দক্ষিণী পুথির প্রাচীন রূপগুলি প্রয়োজনীয়, কিন্তু এমন কোন চূড়ান্ত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি যাতে এই প্রাকৃতকে বিশেষভাবে ভাসের সঙ্গে অথবা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। তবে কালিদাস প্রভৃতির পুথি এবং প্রাকৃত ব্যাকরণের চেয়ে পূর্ববর্তী সময় থেকে যে এই ভাষা চলে আসছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ত্রিবেন্দ্রম-নাট্যাবলীতে শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃত পাওয়া যায়। কর্ণভার-নাটকে, ইন্দ্র এবং দু'জন যোদ্ধা যে ভাষায় কথা বলেছে তার সঙ্গে অর্ধমাগধীর সাদৃশ্য আছে।

এই শৌরসেনীর প্রধান বিশেষত্ব—ল স্থানে ল্, জ্ঞ স্থানে ঞ্ঞ, ণ্ণ কিন্তু ন্য স্থানে ণ্ণ।

ত্রিবেন্দ্রম	সাধারণ প্রাকৃত
উদ্য্ > উয্য্—পালির মত	উজ্জ্
র্য > য্য—পালির মত (অশ্বঘোষ)	জ্জ্
কর্ম বহু পুং : —আণি–তুং–প্রাচীন অ°মাগ°	—এ
কর্তৃ কর্ম বহু ক্লীব : —আণি—(পালি–আনি)	—আইং
অধি এক স্ত্রী : —আঅং–তুং–পালি আয় (ং)	—আএ
তব (অশ্বঘোষ)	তুহ

	কিস্‌স পালি-কিস্‌স (অশ্ব° মাগ° কিশ্‌শ)	কীস
	গণ্‌হদি –তুং–পালি গণ্‌হাতি	গেণ্‌হদি
বর্তমানকালবাচক কৃদন্ত কর্মবাচ্য :	–ইঅমাণ–তুং-পালি ইয়মান (কেবল একস্থানে)	–ইঅন্ত
	কত্তুং, কত্তব এবং	কাদুং ; কাদব্ব
অসমাপিকা ক্রিয়া—	করিঅ	কদুঅ
	গচ্ছিঅ	গদুঅ

অর্বাচীন প্রাকৃত। অপভ্রংশ। (দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ—৬— দ্রষ্টব্য)। অপভ্রংশ স্তরের প্রধান বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করা ভাষাবিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রাচীন প্রাকৃতে যেমন ধ্বনিগত এবং ব্যাকরণগত বিশিষ্ট পরিবর্তনগুলি নাটকীয় প্রাকৃতের মত অতদূর টানা হয়নি, তেমনি অর্বাচীন প্রাকৃতে এইগুলি স্বভাবতঃই আরও বেশি দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যখন কোন অপভ্রংশ গ্রন্থে প্রাচীন রূপ ব্যবহৃত হ'বে দেখা যাবে তখন বুঝতে হ'বে যে কোন সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এসব সাধারণ প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন অথবা কখনও দেখা যাবে যে ক্রমপরিবর্তন-ধারার বাইরের যেসব প্রাচীন রূপ স্থানীয় উপভাষায় তখনও প্রচলিত রয়েছে তারই থেকে এসব গৃহীত হয়েছে। বহিশ্চক্রের কোন কোন উপভাষাকে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট প্রাচীন রূপ কিছু কিছু রক্ষা করতে দেখা যায়।

নিম্নে প্রদত্ত বিশিষ্ট শব্দরূপ ও ধাতুরূপের বিবরণে (হেমচন্দ্রের ভিত্তিতে) কেবলমাত্র বিশেষভাবে অপভ্রংশের রূপগুলি দেখানো হ'ল, যেগুলি প্রাকৃতের সঙ্গে অভিন্ন সেগুলি আর উল্লিখিত হল না।

শব্দরূপ।

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃ, কর্ম	পুত্তু (ক্লীবলিঙ্গ ফলু)	পুত্ত (ক্লীবলিঙ্গ ফলই)
করণ	পুত্তে	পুত্তহি (ং)
অপা	পুত্তহেঁ, পুত্তহু	পুত্তহুঁ
সম্বন্ধ	পুত্তসু, পুত্তহো, পুত্তহ	পুত্তহঁ
অধি	পুত্তি, পুত্তহিঁ	পুত্তহিঁ

কর্তৃ ভিন্ন অন্য কারকের রূপগুলির তুলনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে পদান্তস্থিত স্বরগুলিকে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেই একবচনের সমস্ত বিভক্তির রূপ একই রকম

হ'য়ে যায় এবং বহুবচনেও সবগুলি রূপই সানুনাসিক হ'য়ে অভিন্নতা লাভ করে। (বীমস্, II art ৪২—দ্রষ্টব্য)। অপভ্রংশের কর্তৃ একবচনের -উ- সিন্ধী ভাষাতে একটি অতি হ্রস্ব –উ– রূপে পাওয়া যায়।

সম্বন্ধ একবচনের স-যুক্ত রূপ অপভ্রংশেও রক্ষিত হয়েছে। হিন্দী সর্বনামের শব্দরূপে এই স–ই তিস্–কা, কিস্–কা ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইউরোপীয় জিপ্‌সীদের রোমনী ভাষায়ও এটা দেখা যায়। যেমন, চোরেস্‌ কেরো (cores-kero) 'চোরের'। কাশ্মীরীতে এই -স-যুক্ত একটি তির্যক রূপ আছে—ৎস্থরস্ নিশ্‌ (চোরের কাছে), গুরস্ নিশ্‌ (ঘোড়ার কাছে)—এটি সম্প্রদানকারকে ব্যবহৃত হয়। মারাঠীতেও সম্প্রদানের অর্থে এই স-এর প্রয়োগ আছে।

ধাতুরূপ।

	একবচন	বহুবচন
উঃ পুঃ	পুচ্ছউঁ	পুচ্ছহুঁ
মঃ পুঃ	পুচ্ছসি বা -হি	পুচ্ছহু
প্রঃ পুঃ	পুচ্ছই	পুচ্ছহিঁ

এই সব রূপ প্রাচীন হিন্দীভাষার খুব নিকটবর্তী এবং আধুনিক হিন্দীর রূপ পুছুঁ, পুছে, পুছো, পুছেঁ থেকেও বেশি দূরবর্তী নয়।

অপভ্রংশে বর্ণ-বিকারের মুখ্য বিষয়গুলি এই :—উ-র পূর্ববর্তী ব-এর লোপ : আহব স্থানে আহউ ; স্বভাব স্থানে সহাউ । উ এবং অ-এর পূর্বস্থিত ম-এর বিলোপ : জমুণা স্থানে জউণা ; ভমুহা (ভ্রূ অর্থে) স্থানে ভউহা ; দুর্গম স্থানে দুগ্‌গউ (এবং দুগ্‌গমু)।

পদান্ত ই এবং উ-র নাসিক্যীভবন : প্রঃ পুঃ একবচন সুণইঁ, ভণইঁ ; মধ্যমপুরুষ একবচন রমহিঁ ; কর্তৃ একবচন ভণিউঁ, ভমিউঁ।

স্বরমধ্যবর্তী ম স্থানে বঁ অথবা ব হয় (ংব-ও লেখা হয়) : কুমর স্থানে কুবঁর, ভংবণ=ভ্রমণ, সবণ=শ্রমণ, পবাণ=প্রমাণ।

স্বরের হ্রস্বতা প্রাপ্তি : বণিজ্জ=বাণিজ্য, করণ=কারণ, নিয়=নীত, পিয়=পীত।

সঙ্কোচন : অন্ধার=অন্ধকার, ভণ্ডার=ভাণ্ডাগার, উণ্‌হাল=উষ্ণকাল, পিয়ার= *পিয়য়র=প্রিয়তর।

দ্বিত্বসম্পন্ন ব্যঞ্জনের হ্রস্বীকরণ (এবং স্বরের দীর্ঘীকরণ) : সহস্স স্থানে সহাস=সহস্র, ভবিস্স স্থানে ভবীস=ভবিষ্য।

বিশেষ্য প্রাতিপদিক অ, (অ)-ড, উল্ল—যোগে বিস্তার লাভ করে। এ সমস্ত প্রত্যয় প্রাচীন প্রাকৃতে পাওয়া গেলেও সর্বদা ব্যবহৃত হ'ত না। যেমন, প্রাকৃতে -মৎ,-বৎ, অর্থে বা 'তৎসম্বন্ধীয়' অর্থে -আল, -আলু, -ইল্ল, -উল্ল প্রত্যয় পাই।

উদাহরণ। আল : মা° সিহাল=শিখাবৎ ; অ°মাগ° সদ্দাল=শব্দবৎ ; ধণাল=ধনবৎ। আল+ক : অ°মাগ° মহালয়=মহৎ। আলু : ণিদ্দালু=নিদ্রালু (এই প্রত্যয়টি সংস্কৃতেও দেখা যায়)। ইল্ল (মা°, জৈ°মা° অ°মাগ°-তে সুলভ), মা° কেসরিল্ল, কণ্ডলিল্ল, তূলিল্ল, ণেউরিল্ল ; অ°মাগ° নিয়ডিল্ল=নিকৃতিমৎ ; মাইল্ল=মায়াবিন্ ; ভাইল্লগ=ভাগিন্ ; গোইল্ল=গোমৎ ; দেশী শব্দ কণ থেকে কণইল্ল (তোতাপাখী) ; বাহিরিল্ল (বাহ্য) ; মা° অ°মাগ° গামিল্ল (চাষী) ; অ°মাগ° জৈ°মা° পুব্বিল্ল (পূর্বতন)। উল্ল (প্রাকৃতে ক্বচিৎ দেখা যায়) : দপ্পুল্ল=দর্পিন্।

বিশেষণের অন্যান্য প্রত্যয় :— অল্ল (-অল স্থানে) এবং -ইর : মা° অ°মাগ° মহল্ল =মহৎ, নবল্ল=নব, ভমির (ভ্রাম্যমান), লম্বির (লম্বমান), হসির (হাস্যময়)।

অর্থপরিবর্তন ব্যতিরেকে ক এবং ড (সংস্কৃত ট) : দেশডঅ=দেশ, দোসড=দোষ, রণ্ণডঅ=অরণ্য। এ দুটো প্রত্যয় অপভ্রংশে সুলভ।

সাধারণভাবে বলা যায় যে আধুনিক ভাষাসমূহের শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্যে ও তাদের ধ্বনিতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার জন্যে অপভ্রংশরূপগুলিকে (যতদূর পর্যন্ত এর সন্ধান মেলে) প্রারম্ভিক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। হিন্দী পহ্‌লা (প্রথম) শব্দের ব্যুৎপত্তি জানার জন্যে 'প্রথমঃ' অথবা 'পঢ়মো' থেকে আরম্ভ না করে অপভ্রংশ পহিলউ থেকে আরম্ভ করাই সমীচীন।

প্রাচীনতর বৈয়াকরণদের মতে অপভ্রংশের অর্থাৎ সাহিত্যিক অপভ্রংশের তিনটি বিভাগ : ব্রাচট, নাগর এবং উপনাগর। য়াকোবী দেখিয়েছেন যে এই তিনটির মধ্যে ব্রাচট বা ব্রাচড প্রাচীনতম। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈয়াকরণদের মতে এটা সিন্ধুদেশের ভাষা। একে আভীর (বর্তমান আহীর)-দের 'আভীরী ভাষা' বলে মনে হয়। য়াকোবীর মতে ব্রাচট নামটি ব্রজ (পশুপালকদের আস্তানা) থেকে এসেছে এবং তিনি হিন্দী সাহিত্যিক ভাষা ব্রজভাখার নামের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের তুলনা করেছেন। এই অপভ্রংশের মুখ্য বিশেষত্ব ছিল, ব্যঞ্জনবর্ণের পরের র-কে রক্ষা করা বা র-যুক্ত করা, এবং ঋ-কে রক্ষা করা।

নাগর (নাগরিক) অপভ্রংশকে বর্বরতর পশুপালকদের ভাষা এবং স্বল্প উন্নত 'উপনাগর' ও 'গ্রাম্য' থেকে অনেক বেশি মার্জিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত মাধ্যম বলে মনে হয়। হেমচন্দ্র উদাহরণ সহ এই অপভ্রংশেরই বর্ণনা করেছেন। য়াকোবী হেমচন্দ্রের নাগর অপভ্রংশ থেকে কিছুটা আলাদা এরই দুটি প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। গুর্জর রাজধানী অণহিল্লপাটকে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে হরিভদ্রবিরচিত 'নেমিনাহচরিউ'-তে এদের একটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এই ভাষাকে 'গুর্জর অপভ্রংশ' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শ্বেতাম্বর জৈনরা এ ভাষায়ই লিখত। নাগর অপভ্রংশের আর একটির নাম য়াকোবী 'উত্তর দেশীয়' দিয়েছেন—ধনবাল লিখিত 'ভবিসত্তকহ'-তে এ ভাষার পরিচয়

পাই। এ গ্রন্থটি প্রাচীনতর এবং সহজতর রীতিতে রচিত আর এতে প্রাকৃত ও অলঙ্কারের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। সম্ভবতঃ দিগম্বর জৈনদের দ্বারা এ অপভ্রংশ সমাদৃত হয়েছিল। এদের মধ্যে ব্যাকরণগত প্রধান তফাৎ হচ্ছে—বিশেষ্য শব্দরূপে ব্যবহৃত স্বরধ্বনির পার্থক্য।

মনে হয়, প্রাচীন বৈয়াকরণ ও কবিদের ব্যবহৃত 'অপভ্রংশ' নামটি বোঝাত নাগরের মত সাহিত্যিক ভাষাকে—যে ভাষা হয়তো বিশেষ একটা ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়ে তারপর আরও অনেক ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে লাগল। এই অর্থে অপভ্রংশ পশ্চিম ভারতের অর্থাৎ বর্তমানে গুজরাটী, সিন্ধী এবং মারবারী অধিকৃত অঞ্চলের ভাষা ছিল এবং অন্যান্য স্থানে এর অনুকরণ হয়ে থাকবে। যাই হোক, এ নামটি অন্ততঃ পরবর্তীকালে নানা জায়গার স্থানীয় ভাষা বা দেশ-ভাষা বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হ'ত। সে অর্থে শৌরসেনী অপভ্রংশের অনেকরকম রূপ ছিল, এবং সেগুলি, শৌরসেনী প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষাতে পরিণত হবার পরে, মথুরাদেশের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কথিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হ'ত। তেমনি মাগধী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রচলিত অঞ্চলে মাগধী ও মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাবৎ এদের পৃথক্ বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় না হয়েছে তাবৎ এদের প্রতি কেউ বড় একটা নজর দেয় নি, এবং সাধারণতঃ—যে ভাষায় কোন সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নি সে ভাষা সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধও হয় নি।

ভরত নাটকে কোন কোন চরিত্রের উপযোগী কতকগুলি বিভাষার উল্লেখ করেছেন ; শাকারী (মাগধীকে আশ্রয় করে উদ্ভূত), চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরী, টাক্কী এদের অন্তর্ভুক্ত।

মার্কণ্ডেয় এদের কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং একটি তালিকাতে দ্রাবিড়সহ সাতাশটি বিভাষার উল্লেখ করেছেন। এখানে দ্রাবিড় অর্থে তামিলের মত কোন দ্রাবিড়ীয় ভাষাকে বোঝাচ্ছে বলে মনে হয় না। তামিল দেশে ব্যবহৃত অর্বাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি ভ্রষ্ট রূপকে বোঝাচ্ছে। পাঞ্চালী, মালবী, মধ্যদেশীয়া প্রভৃতি বিভাষার উপর রামতর্কবাগীশ কিছু কিছু টীকা দিয়েছেন। এগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানীয় উপভাষা না বলে বরং ব্যাপকভাবে প্রচলিত সাধারণ অপভ্রংশের অর্থাৎ পশ্চিম দেশের সাহিত্যিক অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপভেদ বলে মনে হয়। মাহারাষ্ট্রী থেকে মারাঠী ও মাগধী থেকে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কোন অপভ্রংশ স্তরের কথা লিপিবদ্ধ হয় নি। প্রাচীনতর বিভাষাগুলির মধ্যযুগীয় ভাষার বিবরণপঞ্জী অপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত প্রাকৃতের স্থানীয় (অথবা উপজাতিগত) রূপান্তর

হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং আমরা এদের উপাদান সমূহের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করলেও ভারতীয় আর্যভাষার বংশ-তালিকায় এদের বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করতে পারি না।

একাদশ অধ্যায়।

প্রাকৃত সাহিত্য।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের অশোকের অনুশাসনগুলিতেই প্রাচীনতম প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়। তারও পূর্বে বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল। আমরা আগেই দেখেছি অশোক এসব থেকে তাঁর প্রিয় কতকগুলি অংশের শিরোনামার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর উদ্ধৃতির রূপ দেখে বোঝা যায় যে ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে হীনযানীদের মঠে প্রচলিত শাস্ত্রীয় পালিভাষায় গ্রন্থগুলি তখন পর্যন্ত রচিত হয় নি। কোন পালি গ্রন্থের তারিখ অশোকের পূর্বের বলে আমরা নির্দেশ করতে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের বিবরণে শিলালিপির বিশেষ কোন স্থান নেই। তবুও যদি অশোকের অনুশাসনগুলি কোন পুথিতে সংরক্ষিত হ'ত তবে এগুলিকে নিশ্চয়ই প্রাকৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম তারিখযুক্ত দলিলরূপে গণ্য করা হ'ত। এসবে ব্যবহৃত উপভাষা ও তাদের কতকগুলি রূপবৈচিত্র্যের কথা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এ রচনারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সর্ব-অলঙ্কারমুক্ত এ ভাষা সম্রাটের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহের পরিচয় দিচ্ছে। এরূপ মনে করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে এগুলির খসড়া স্বয়ং রাজার হাতেই তৈরী হয়েছিল। এ সবের মধ্যে সভাসদ্‌দের বা লিপিকারদের স্বভাবসিদ্ধ স্তুতিবাদের কোন ছাপ নেই।

অশোকের অনুশাসনগুলির রচনারীতি দরায়ুসের শিলালিপির সঙ্গে তুলনা করা হয়। সম্রাটের কার্য-বিবরণী পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে রাখবার কল্পনা পারস্য থেকে এসেছিল। কিন্তু একটা মজার মতবাদ এই যে, পাটলিপুত্রের রাজসভায় প্রাচীন পারস্য ভাষা এতই পরিচিত ছিল যে তার দ্বারা নাকি অশোকের অনুশাসনের ভাষাভঙ্গি প্রভাবান্বিত হয়েছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণই নেই। যাই হোক, এই দুই পর্যায়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে।

অহুরমজ্‌দার সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজয়ে ও নিজের বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দরায়ুস আনন্দে উচ্ছ্বসিত। আর অশোক কলিঙ্গবিজয়ে প্রায় অনুতাপ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য দেশবিদেশে ধর্মের উন্নতি সাধন। তিনি এর জন্যে যে যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তার বর্ণনা করে সে সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করেছেন। মৌর্য-সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র ও সে যুগের একজন প্রজাহিতৈষী শাসক জনসাধারণের উপকারার্থে কি ধরণের কাজ করেছিলেন এই সমস্ত অনুশাসনে প্রসঙ্গতঃ তারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

অশোকের এই কার্যপদ্ধতিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে আবার তাঁরই বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতে হবে। এ অনুশাসনগুলির সরলতা তা'দেরে নিজস্ব এমন একটি মর্যাদা দান করেছে যা উত্তরকালের অলঙ্কৃত প্রশস্তিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রাকৃত সাহিত্যকে ব্যাপক অর্থে নিলে পালিকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। পালির এই দাবী কেবলমাত্র প্রাচীনতার জন্যই নয় পরন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের নিজস্ব মূল্য ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনের উপরও প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সমস্ত ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মই এশিয়ায় গভীরতম প্রভাব বিস্তার করেছে। পালি ত্রিপিটক বা 'তিনটি পেটিকা'তেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বিদ্যমান। উপরন্তু পালি গ্রন্থ থেকেই আমরা প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় জীবনযাত্রার কিছু পরিচয় পাই।

এগুলিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মযাজকদের পণ্ডিতী দৃষ্টিভঙ্গির এবং কবিদের কাল্পনিক বর্ণনাবলীর পরিপূরক বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ভারতীয় ইতিহাস-শিক্ষার্থীর অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি জাতক বা বুদ্ধের জন্মকাহিনী পড়া উচিত। বুদ্ধজীবনীর এ সমস্ত কাহিনী ও দৃশ্যাবলী বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারগুলির প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়। এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত বৌদ্ধনীতির সাধারণ জ্ঞান আর বৌদ্ধভিক্ষু ও উপাসকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা না করতে পারলে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই—প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরেও একহাজার বছরেরও অধিককাল যা ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান বিষয়রূপে স্থান লাভ করেছিল—সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে না। ভারতীয় দর্শনের ছাত্রও বুঝতে পারবে যে সূক্ষ্ম যুক্তি ও নির্ভীক চিন্তা কেবলমাত্র হিন্দু দর্শনেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু বৌদ্ধদের মধ্যেও পাওয়া যেত।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছে যে গ্রন্থ তার নাম মহাবংশ—এতে আছে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের গাথাবদ্ধ বিবরণী।

প্রাকৃত সাহিত্য বললে কিন্তু সাধারণভাবে পালি সাহিত্যকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। পালি রচনাকে বাদ দিলে সমগ্র প্রাকৃত সাহিত্যের অধিকাংশ হ'ল

জৈন সাহিত্য। পূর্বেই দেখা গেছে এ সাহিত্যকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতে পাওয়া যায়।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রাচীনতম জৈন গ্রন্থের ভাষা হ'ল অর্ধমাগধী। এই ধর্ম পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি আগমের মধ্যে ১১টি অঙ্গ ও ১২টি উপাঙ্গ। এদের কখন কখন প্রাকৃত নামকরণে অভিহিত করা হয়। যেমন,

প্রথম অঙ্গ। আয়ারঙ্গ-সুত্তং =আচারাঙ্গ-সূত্রম্।
দ্বিতীয় অঙ্গ। সূয়-গডঙ্গং =সূত্রকৃতাঙ্গম্।
সপ্তম অঙ্গ। উবাসগ-দসাও =উপাসক-দশাঃ।
প্রথম উপাঙ্গ। ওববাইয়-সুত্তং =ঔপপাতিক-সূত্রম্।

খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে দেবড্ঢি গণিণ্ এই রচনার বিরাট সংগ্রহকে সুসজ্জিত করেন। এ কাজ নিষ্পন্ন হবার তারিখ জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নির্বাণ লাভের ৯৮০ বছর পরে অর্থাৎ ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে (অথবা সম্ভবতঃ ৫১৪ খৃষ্টাব্দে) নির্দেশ করা হয়।

'পূর্ব' নামে পরিচিত যে সব প্রাচীনতর গ্রন্থের ভিত্তিতে এই সম্পাদনা-কার্য সম্পন্ন হয়েছিল সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। এমনি করে এ সংগ্রহে বিভিন্ন শতকের উপাদানগুলি মিশ্রিত হয়ে গেছে আর তার জন্যে এদের আলাদা করে নেওয়াও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিছু অংশ ভদ্রবাহুর (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দের কাছাকাছি) রচনা বলে মনে করা হয়। এরকম একটি রচনা হল কপ্পসুত্তং (কল্পসূত্রম্)-এতে মহাবীরের জীবনী লিখিত আছে। এটা খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের রচনা হতে পারে না।

প্রাচীনতম গদ্য গ্রন্থের রচনারীতি বাক্‌বহুল। বিস্তারিত বর্ণনায় ও সীমাহীন পুনরুক্তিতে লেখকের মহা আনন্দ। সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্যে এর প্রধান প্রয়োজনীয়তা হল এই যে এতে প্রসঙ্গতঃ ভারতের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নানান্ ঘটনার ও অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জৈন সাহিত্যে সর্ব প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হল পউমচরিয়, রামায়ণেরই একটি বিবরণ। এর রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী।

জৈন মাহারাষ্ট্রীতে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রেতর গ্রন্থ আছে। এদের বেশির ভাগই গল্প সংগ্রহ : প্রসিদ্ধ ধর্মাত্মাদের জীবনের গল্প এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করার উপাখ্যান। আধুনিক পণ্ডিতেরা কিছু পরিমাণ শ্বেতাম্বর সাহিত্য অনুসন্ধান করে বের করেছেন, এবং এর বহু বিষয়বস্তু এখনও ভাষাতত্ত্বের ও ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অপেক্ষায় আছে। জৈনশৌরসেনীতে দিগম্বর সম্প্রদায়ের রচনা আরও কম পরিচিত। কুন্দকুন্দাচার্যের পবয়ণ-সার (প্রবচন-সার)

ও কার্তিকেয় স্বামিনের 'কত্তিগেয়াণুপেক্‌খা' (কার্তিকেয়াণুপ্রেক্ষা) থেকে কিছু কিছু অংশ ভাণ্ডারকর প্রকাশ করেছেন। এ দু'টি গ্রন্থই পদ্যে লিখিত।

পালি বৌদ্ধসাহিত্যের মত জৈনসাহিত্য তত প্রসিদ্ধও নয় আর এর চর্চাও ততটা ব্যাপক হয় নি। এর বেশির ভাগই এখনও পর্যন্ত হয় হাতে লেখা পুথিতে রয়েছে, নয়তো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না-হওয়া সংস্করণে প'ড়ে আছে। উপরন্তু এর অনেক অংশই টীকা ব্যতীত (কিংবা টীকার সাহায্যেও) বুঝে ওঠা কষ্টকর।

জৈন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও কোন কোন অনুশাসনে এবং অশ্বঘোষ ও তাঁর সমসাময়িকদের নাটকে ব্যবহার থেকে অর্ধমাগধী ভাষার প্রাচীন সাহিত্যিক বিকাশ অনুমান করতে পারা যায়। কক্কুক শিলালিপিতে জৈনমাহারাষ্ট্রী ব্যবহৃত হয়েছে।

বহু প্রাচীন কাল থেকে কাব্য রচনাতে সর্বপ্রধান প্রাকৃতরূপে মাহারাষ্ট্রীর প্রচলন ছিল। এটাই প্রাকৃত মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের ভাষা ছিল, এবং প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এই প্রাকৃতকেই ভিত্তি করে তাঁদের ব্যাকরণ রচনা করে থাকেন।

মহাকাব্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল সেতুবন্ধ ; এর রচনাকৌশল এত সুন্দর যে অনেক সময় একে কালিদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই কাব্যের প্রাকৃত নাম রাবণবহো বা দহমুহবহো। এতে রামের গল্প আছে, কিন্তু মনে করা হয় যে কাশ্মীরের রাজা প্রবরসেন কর্তৃক শ্রীনগরে নৌকার সেতুনির্মাণকেই হয়তো এর দ্বারা স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

গউড়বহো গ্রন্থে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে কনৌজের যশোবর্মন দ্বারা বঙ্গবিজয় কীর্তিত হয়েছে। রচয়িতার নাম বপ্পইরাঅ (=বাক্‌পতিরাজ), এটা তাঁর ছদ্মনাম বলেই মনে হয়। এই রচনাকারের অপর একটি মহাকাব্য মহুমহবিঅঅ—এর কেবলমাত্র একটি অথবা দু'টি শ্লোকই পাওয়া যায়।

রাবণবহো ও গউড়বহো—দুখানা কাব্যই সংস্কৃতরীতি দ্বারা অত্যন্ত বেশি প্রভাবান্বিত, এবং তাতে দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের 'দ্ব্যাশ্রয়-মহাকাব্যে'র শেষ আটটি সর্গ কুমারপালচরিত নাম নিয়ে একটি ছোটখাট প্রাকৃত মহাকাব্য হয়েছে—এর মধ্যে গুজরাটস্থ অণ্‌হিল্‌বাড়ের কুমারপালের কার্যাবলীর বর্ণনা আছে। সমগ্র রচনায় যেমন তেমনি এই আট সর্গেও লেখকের রচিত সিদ্ধ-হেমচন্দ্র নামে অভিহিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলির উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

মাহারাষ্ট্রী অধ্যয়নের জন্য সর্বপ্রধান গ্রন্থ হল হালের সত্তসঈ (সপ্তশতকম্)। এ গ্রন্থখানা বিভিন্ন কবির রচিত কবিতা সংগ্রহ। একটি টীকায় ১১২ জন কবির নাম আছে, ভুবনপাল নামক অপর একজনের টীকাতে ৩৮৪ জন কবির নাম

পাওয়া যায়। শ্লোকগুলির শ্রেণীবিভাগে নানান্ সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় এবং খুব অল্প সংখ্যক শ্লোকই হয়তো আছে যার রচনাকারের নাম ঠিকরূপে পাওয়া গেছে। এই সংগ্রহ থেকে প্রমাণিত হয় যে মাহারাষ্ট্রীতে ভূরি-পরিমাণ কাব্য লিখিত হয়েছিল যদিও খুব কমই এতাবৎ রক্ষিত হয়েছে; হালকে ও সাতবাহনকে (বানান্ বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়—শালিবাহন ইত্যাদি) একই লোক বলে ধরা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সূত্রে আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীর অঙ্ক—১, পৃঃ ১৯, ২—তে হরিউড্ঢ, ণন্দিউড্ঢ ও পোট্টিস—এদের নাম পাওয়া যায়। বিদূষক বলল—"তা উজ্জুঅং জেব কিং ণ ভণীঅদি—অম্হাণং চেডিআ হরিউড্ঢ-ণন্দিউড্ঢ-পোট্টিস-হাল-প্পহুদীণং পি পুরদো সুকই ত্তি।

এই সংগ্রহের কাল এখনও ঠিক করা যায় নি। ওয়েবার বলেন এ সংগ্রহের সময় প্রাচীনের দিকে জোর তৃতীয় শতক কিন্তু সপ্তম শতকের আগে। ম্যাকডোনেল বলেন—কবি হাল সম্ভবতঃ ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জীবিত ছিলেন। অন্ধ্র রাজবংশের (৬৪ খৃষ্টাব্দের) সপ্তদশ রাজার সঙ্গে হাল-সাতবাহনকে মিলিয়ে ফেলাতেই এ গোলোযোগের সৃষ্টি হয়েছে। অপরপক্ষে য়াকোবী তাকে প্রতিষ্ঠাতার রাজা সাতবাহনের সঙ্গে এক বলে ধরেছেন (যিনি ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে জৈনদের ধর্মপঞ্জিকা পরিবর্তিত করতে প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন)।

রাজশেখরের সময়ে সুবিখ্যাত কবিদের রচনাসহ এই যে কবিতা-সংগ্রহ সংকলিত হয়েছিল তা কোনমতেই প্রথম শতাব্দীর হতে পারে না। কারণ, সে সময়ে আমরা পালিস্তরের প্রাচীন প্রাকৃত পাবারই আশা করতে পারি। সত্তসঈ-র অবতরণিকার শ্লোকগুলি দেখে মনে হয় যে দক্ষিণ দেশের এ প্রেমগীতিগুলি আগে যেমন মানুষের মুখে মুখে ফিরত পরে আর তেমন শোনা যেত না।

শ্বেতাম্বর জৈন জয়বল্লভের জঅবল্লহং বা বজ্জালগ্গ একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত অপর একখানি সংকলন গ্রন্থ। এর মধ্যে প্রায় ৭০০ শ্লোক আছে। কতকগুলি হালের সংগ্রহের সঙ্গে অভিন্ন।

নাটকীয় প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত তিন প্রকার প্রাকৃতের (মা°, শৌ°, মাগ°) সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষার্থী মাত্রেরই পরিচয় আছে। কোন্ চরিত্র ঠিক কোন্ প্রাকৃত ব্যবহার করবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রাকৃত উপভাষা সমূহের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে মৃচ্ছকটিক একটি খুব সমৃদ্ধ নাটক।

নায়ক তো নিশ্চয়ই এবং বিদূষক বাদে সমপর্যায়ের পুরুষ চরিত্র সংস্কৃতে কথা বলে ও গান করে। স্ত্রী চরিত্রের সংস্কৃতে কথা বলাটা নিয়মের ব্যতিক্রম, তবে মালতীমাধবে

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংস্কৃতে কথা বলেছেন। নায়কও প্রাকৃতে কথা বলে এরকম খাঁটি প্রাকৃত নাটক বিরল। কর্পূরমঞ্জরী এর একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত।

লেখক সংস্কৃত ব্যবহার না করার কারণও ব্যাখ্যা করে বলা ভাল মনে করেছেন। প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলেছে—"তাহলে কবি সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করে প্রাকৃতে কেন রচনা করলেন?" পারিপার্শ্বিক মাহারাষ্ট্রী ভাষায় এর উত্তর দিয়েছে ঃ—

"পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅ-বন্ধো বি হোই সুউমার।
পুরিস-মহিলাণং জেত্তিঅমিহংতরং তেত্তিঅমিমাণং ॥"

"সংস্কৃত কবিতা শ্রুতিকটু কিন্তু প্রাকৃত কাব্য অত্যন্ত সুকুমার। এদিক দিয়ে নর ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য তাদের মধ্যেও ঠিক সেই প্রভেদ বিদ্যমান"।

মহিলা ও বিদূষকের সাধারণ কথ্য গদ্যভাষা হ'ল শৌরসেনী। মাহারাষ্ট্রী তাদেরই শ্লোকের ভাষা। নিম্নস্তরের চরিত্র, বামন, বিদেশী—এরকম লোকেরাই মাগধীতে কথা বলে। যেমন, শকুন্তলাতে দুজন পুলিশ ও জেলে মাগধীতে কথা বলেছে। জৈন সাধুরা এবং শিশুরাও মাগধী বলে। কে কোন্ ভাষায় কথা বলবে সে বিষয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশ ও টীকাকারদের বচনের সঙ্গে পুথি এবং ছাপা বইয়ে বিরোধ দেখা যায়। পুথিতে উপভাষাগুলিতে গোলমাল করে ফেলে যাতে মাগধীকে প্রায় শৌরসেনীর মত মনে হয়।

ভারতীয় নাটকে যে এরকম নানাভাষার মিশ্রণ আছে তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এর নানাপ্রকার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় রীতির অনুরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। বিদেশী ভাষা নিয়ে কৌতুক-নাট্যে হাসি তামাসা হয়েছে। এরিষ্টোফেনিসের নাটকে থ্রেসীয় বর্বরচরিত্র ট্রিবাল্লোস গ্রীক ভাষার সঙ্গে অস্পষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় কথা বলেছে। লাটিন কৌতুক নাট্যে ফিনিসীয় ভাষাকে বিদ্রূপাত্মকভাবে নকল করা হয়েছে, যদিও তার পাঠ এখন এত দূষিত যে তা নিয়ে বেশি কথা বলা চলে না। সেক্সপীয়ারের ওয়েলস্‌বাসীরা ও ফরাসীরা সর্বজনপরিচিত। প্রহসনে সর্বদাই শিষ্টভাষার বিপরীত জনসাধারণের অমার্জিত ভাষাই স্থান পেয়েছে। সেক্সপীয়ারের সময় থেকেই উচ্চাঙ্গ নাটকেও কম বেশি বাঁধাধরা রূপ নিয়ে উপভাষাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। উপরন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আমরা দেখতে পাই যে, নাটক যে ভাষায় লেখা হয়েছে "কোরাসে"র ভাষা তার থেকে আলাদা। এটিক নাটকের ডোরিক কোরাস অন্যান্য গীতি কবিতার মতই একরকম কৃত্রিম ভাষায় রচিত। এটা ডোরিক উপভাষাশ্রিত একটি লিখিত কাব্যিক ভাষা। প্রকৃতপক্ষে ভারতে এটাকেই লেখ্য প্রাকৃত বলা হয়।

এ সমস্ত আংশিক সমতার সঙ্গে ভারতীয় রীতির পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা চারিটি এবং নিয়মিতভাবে তিনটি ভাষা একই পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখতে পাই; দ্বিতীয়তঃ এদের মধ্যে একটি হল শিক্ষিত-জনের ভাষা (অপ্রচলিত)—ভাষার ক্রম-পরিবর্তনে এটি পূর্বস্তরের অন্তর্ভুক্ত; তৃতীয়তঃ একই নাটকে দূর দূর অঞ্চলের প্রধান উপভাষা এনে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই কোন কোন চরিত্রের মুখে আরোপিত হ'ত। পরে এ অভ্যাসকে রীতিবদ্ধ করা হয়।

নাটকীয় প্রাকৃতের এ নিয়মবদ্ধতার জন্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাব্যালঙ্কারের অসংখ্য নিয়ম দ্বারা নানা ধরণের নায়কের গুণাবলী থেকে দোষ পর্যন্ত নাটক সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছুই সর্বযুগের ব্রাহ্মণদেরই বৈশিষ্ট্য।

এই সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকের ব্যাখ্যা দুই কিংবা তিন প্রকারে হতে পারে। একটি বাস্তবধর্মী : যেমন নাটকের কথোপকথন হয়তো গুপ্তযুগের ভারতীয় জীবনযাত্রার প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে। গ্রীয়ারসন্ লিখেছেন 'ভারতে এরকম বহু ভাষার খিচুড়ি হওয়া কিছুই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বর্তমান বাংলাদেশের একটি বড় গৃহের সঙ্গে এর সমতা রয়েছে। সমস্ত ভারতের নানা অঞ্চলের অধিবাসী এসে এখানে স্থান নিয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজের ভাষায় কথা বলছে আর পরস্পরে পরস্পরের ভাষা বুঝতেও পারছে কিন্তু কেউই নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলার চেষ্টাও করছে না।' বীম্স্ এরকমই আর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটা ধরে নিতেই হবে যে উপভাষাগুলি নিয়মতন্ত্রের বিধিতে আবদ্ধ কৃত্রিম ভাষা, এবং কথ্যভাষার ঠিক অনুরূপ নয়। আরও, একটি বিশেষ চরিত্রের মুখে যে বিশেষ ভাষা দেওয়া হয়েছে তাও হয়তো কিছুটা সেকালের প্রকৃত অবস্থানুযায়ী। আবার, যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে শিক্ষিত পুরুষেরা সংস্কৃত বলতে পারত এবং স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ পারত না, তা হ'লেও এটা ভাবলে চলবে না যে পুরুষেরা সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু বলতে অক্ষম ছিল, এবং তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে তো বটেই, এমন কি তাদের ভৃত্যদের সঙ্গেও ওই ভাষায় কথা বলত।

সুশিক্ষিত পুরুষেরা সংস্কৃত বলতে সক্ষম। তাই নায়ক সংস্কৃত বলে এবং রঙ্গমঞ্চের বাঁধাধরা প্রথানুযায়ী সর্বদাই বলে, যেমন রঙ্গমঞ্চের রাজা প্রায় সবসময়ই মুকুট প'রে থাকে কিন্তু আসল রাজা পরে কদাচিৎ।

এ ব্যাখ্যা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে শৌরসেনীর দেশেই সংস্কৃত নাটকের রূপ স্থিতি লাভ করেছিল। কাব্যে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রয়োগের জন্যেও অপর একটি যুক্তিধারা অবলম্বন করতে হবে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটা এক রকমের সাহিত্যিক প্রথা। দক্ষিণদেশে এক শ্রেণীর গীতি কবিতার উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই বিরাট সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করেও এটা বহুদূর পর্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পারস্যদেশের গাথাগুলি

যেমন এখন পর্যন্তও গাওয়া হয় তেমনি মাহারাষ্ট্রী শ্লোকও নিঃসন্দেহ ভারতের সর্বত্র গীত হ'ত। প্রাকৃত সঙ্গীতের জন্যে একেই একমাত্র উপযুক্ত ভাষারূপে গণ্য করাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

এই যুক্তির পথে অন্যান্য উপভাষার ব্যবহারের হেতু নির্দেশ করা আরও শক্ত। ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে এ সমস্যার সমাধান স্পষ্টতঃই জড়িত হয়ে আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অল্পই। কোন নাটকে মৃচ্ছকটিকের মত প্রাকৃত ভাষার বৈচিত্র্য প্রাচীন বা অর্বাচীন যুগের পরিচায়ক—এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আবার অনেকে মনে করেন মূল প্রাকৃত নাটকে পরে সংস্কৃত যোগ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র নাটক নয়, মহাকাব্য ও পুরাণও যে গোড়ায় প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল, এমন মতবাদেরও প্রচলন আছে। বৃহৎকথা যে পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত তার সাক্ষ্য সাহিত্যিক কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও পুরাণ যে আদৌ প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করা হয় ব্যাকরণ ও ছন্দের কতকগুলি ছোটখাট বিষয় যা'তে নাকি বোঝা যায় এইসব রচনা প্রাকৃত থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ। এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে চলে না। যাই হোক, আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, যে সমস্ত কাব্য বা পদ্যসাহিত্য লৌকিক, (তারা যত অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল রূপেরই হোক্ না কেন) আগে জনসাধারণের ভাষাকে অবলম্বন ক'রে থেকে, পরে সংস্কৃত ভাষাতে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবিতাগুলি যথেষ্ট প্রাচীন হলে বুঝতে হবে এর মূলটি মধ্যযুগের প্রাকৃতে নয়, প্রাথমিক প্রাকৃতে প্রচলিত ছিল। প্রথম যুগের প্রাকৃত পাণিনির সংস্কৃতের সঙ্গে অভিন্ন হবে না, তবে তাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যাবে। পরবর্তী যুগে এই সাহিত্যকে ক্রমশঃ সংস্কৃতে অনুবাদ করবার প্রয়াস রচনার বিভিন্ন অংশে সমভাবে প্রযুক্ত না হওয়ায় ভাষার এরকম একটা অবস্থা দাঁড়াল যা আমরা মহাকাব্যের ভাষায় দেখতে পাই। এরকমভাবে প্রাথমিক প্রাকৃতের সংস্কৃতে রূপান্তর, আর মাধ্যমিক প্রাকৃতের সংস্কৃতে অনুবাদ—এ দু'য়ের তাৎপর্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রাকৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ প্রাকৃত ব্যাকরণ। প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ ভারতীয়-নাট্যশাস্ত্র। এর সপ্তদশ অধ্যায়ের ৬—২৩ শ্লোকে প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। বত্রিশের অধ্যায়ে প্রাকৃতের উদাহরণ আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ গ্রন্থের পাঠ এত ভ্রমসঙ্কুল যে অল্পই কাজে লাগে।

প্রাকৃতলক্ষণ নামে একটি ব্যাকরণ পাণিনির বলে মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না। সবচেয়ে পুরাণো প্রচলিত প্রাকৃত ব্যাকরণ হচ্ছে

বররুচি কাত্যায়ন লিখিত প্রাকৃতপ্রকাশ। এঁকে পাণিনির বার্তিককারের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। প্রাকৃতপ্রকাশের সর্বপ্রাচীন টীকা হ'ল ভামহের "মনোরমা"। কাওয়েল এই টীকাসহ এ গ্রন্থের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন। পৈশাচীর উপরে লিখিত দশম অধ্যায়ে ভামহ দুটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ দুটি সম্ভবতঃ বিলুপ্ত বৃহৎকথা থেকে।

চণ্ড তাঁর প্রাকৃতলক্ষণে একই সঙ্গে মাহারাষ্ট্রী ও জৈন প্রাকৃতের (অ°মাগ°, জৈ° মা°, জৈ° শৌ°) আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের বিষয়ক্রম দেখে মনে হয় এটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

গুজরাটের হেমচন্দ্রের (১০৮৮—১১৭২ খৃষ্টাব্দ) প্রাকৃত ব্যাকরণই সর্বপ্রধান। এটি হচ্ছে সিদ্ধ-হেমচন্দ্রের অষ্টম অধ্যায়। প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই লেখকই দেশীনামমালা সংকলন করেছেন।

অন্যান্য ব্যাকরণ :—ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসারের শেষ অধ্যায় ; এটি বররুচির অনুসরণেই লিখিত এবং এর মূল্য অল্পই। ত্রিবিক্রমদেবের প্রাকৃতব্যাকরণ (প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী) হেমচন্দ্রের অনুসরণে রচিত।

মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের প্রাকৃতসর্বস্ব—ইনি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন (সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী)।

রামতর্কবাগীশের প্রাকৃতকল্পতরু এবং ছোটখাট আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

অপভ্রংশের বিচ্ছিন্ন কতকগুলি শ্লোক জৈন গ্রন্থসমূহে, অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থে এবং পরবর্তী কালের (শুকসপ্ততি ও বেতালপঞ্চবিংশতির মত) গল্প-সংগ্রহে পাওয়া যায়। আরও বেশি উল্লেখযোগ্য হ'ল কোন কোন পুরাণো পুথিতে প্রাপ্ত বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা পুরূরবার আবৃত্তির জন্যে অপভ্রংশ শ্লোক। অর্বাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশের অপর একটি উৎস হ'ল চতুর্দশ শতাব্দী কিংবা তারও পরের ছন্দোগ্রন্থ প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্। এর ভাষা এত বেশি পরযুগের যে য়াকোবী এদের অপভ্রংশ বলে অভিহিত হবার অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। একে আধুনিক কথ্যভাষার পূর্বরূপ বলা যেতে পারে।

অধুনালভ্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অপভ্রংশ গ্রন্থ হ'ল ধনবালের ভবিষত্তকহ। এর মধ্যে আছে সদাগরপুত্র ভবিষ্যদত্তের দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা, তার বিদেশ-ভ্রমণের আর কুরুজাঙ্গল ও পোতনের (পরের স্থানটিকে য়াকোবী তক্ষশীলা বলে মনে করেছেন) যুদ্ধে সে যে যোগ দিয়েছিল—তার বর্ননা। তারপর প্রধান চরিত্রদের পূর্বজন্মের ও পরজন্মের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

পাদটীকা।

প্রথম অধ্যায়।

পৃঃ—৩, লাইন—৩০

দ্রষ্টব্য—Encyclopœdia Britannica, ঊনবিংশ সংস্করণে ডাঃ সার জর্জ গ্রীয়ারসন্ লিখিত প্রাকৃত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

নবম অধ্যায়।

পৃঃ—৪৭, লাইন—৩২

হেমচন্দ্র বিধান দিয়েছেন—মা° হোই, হুবই, হবই, ভবই ; শৌ° হুবদি, ভবদি, হবদি, ভোদি, হোদি।

পৃঃ—৫০, লাইন—৩০

চিব্বই ও জিব্বই—এ দু'টি কর্মবাচ্যের রূপকে বৈয়াকরণেরা চি ও জি থেকে বলেছেন। উকারান্ত বা ঊকারান্ত ধাতু থেকে উৎপন্ন রূপের অনুরূপ বলে এগুলির ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। পিশেল মনে করতেন যে ধাতুপাঠে প্রদত্ত চীব্ (= গ্রহণ করা বা আচ্ছাদন করা) থেকে নিয়মিত কর্মবাচ্য হয়েছে চিব্বই, এবং সম্ভবতঃ জিব্ (=আনন্দ দান করা) থেকে হয়েছে জিব্বই। দ্রষ্টব্য—পিশেল, art. ৫৩৭।

পৃঃ—৫২, লাইন—৭

এ হচ্ছে পিশেলের ব্যুৎপত্তি। গ্রাহ থেকে হবে *গজ্ঝ আর গ্যেঁণ্হদি, ঘেঁত্তুং—গোষ্ঠীর সংসর্গই অ-এর এ-তে পরিবর্তনের কারণ বলা যেতে পারে।

দশম অধ্যায়।

পৃঃ—৫৪, লাইন—১

চ্ছ-যুক্ত ক্রিয়াপদের রূপগুলির মূল যখন ইন্দো-ইউরোপীয় স্ক, তখন মাগধী শ্চ-কে বৈদিক চ্ছ-এর (যেমন ভাবেই উচ্চারিত হয়ে থাক্ না কেন) চেয়ে বেশি প্রাচীন বলে মনে করা যেতে পারে ঃ তুং শ্লাভ ভাষা। কিন্তু একে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়নি ; কারণ, মাগধীতে গৌণ চ্ছ স্থানেও শ্চ হয়, যেমন উশ্চলদি, মশ্চলী (=মাছ। মৎস্য-লী—প্রাকৃত মচ্ছ) প্রভৃতি শব্দে। তুং হিন্দী—মছ্‌লী। অপর পক্ষে ইচ্ছদি প্রভৃতির স্থলে এই শ্চ-রূপ যদি গোড়াতে শুদ্ধরূপ বলে ধরা হ'ত তাহ'লে

অপরাপর ক্ষেত্রেও, যেখানে শৌরসেনী প্রভৃতিতে চ্ছ ছিল সেখানেও, ওই একই বর্ণ-সমষ্টিকে তখনই ব্যবহারে প্রবর্তিত করা হ'ত।

পৃঃ—৫৪, লাইন—২১

অপর পক্ষে র্ত স্থানে সঁ ইরাণীয় ভাষায়ও পাওয়া যায়। আবেস্তীয় মসঁ্যা=মর্ত্যঃ। জি, আই, পি। ১, art. ২৮৯।

পৃঃ—৫৪, লাইন—২৭

মার্কণ্ডেয় এ দিয়েছেন মাগধী ও ব্রাচড় অপভ্রংশের জন্যে, য্‌চিলং=চিরং। উচ্চারণ স্পষ্ট বোঝা যায় না (দ্রষ্টব্য—সংকলন, মাগধী)।

পৃঃ—৫৫, লাইন—৫

টাক্কী পাঞ্জাবের উপভাষা হয়ে থাক্‌লে মার্কণ্ডেয় যে একে দ্রাবিড়ী বিভাষার সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরেছেন তা অদ্ভুত বলে মনে হয় (দ্রষ্টব্য, গ্রীয়ারসন্‌, জে-আর্‌-এ-এস ১৯১৩, পৃঃ ৮৮২ ; ১৯১৮, পৃঃ ৫১৩)। মার্কণ্ডেয়ের মতে টাক্কী হচ্ছে "সংস্কৃত ও শৌরসেনীর পারস্পরিক সংমিশ্রণ", আর এ ভাষা প্রয়োগ করত "পেশাদার জুয়াড়ী ও হীন অবস্থার বণিকেরা"। শব্দের শেষে প্রায়ই স্বরবর্ণ উ দেখা যায়, তবে সর্বত্র নয়। এতে স ও শ, ল ও র—দুইই আছে। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে টক্‌রী বা টাঁক্‌রী বলে এক সাধারণ প্রচলিত লিপি আছে। জাতি বিশেষের ওই একই নাম টক্ক থেকে সাধারণতঃ কথাটার ব্যুৎপত্তি করা হয়ে থাকে।

পৃঃ—৫৫, লাইন—১৮

দ্রষ্টব্য—পিশেল, art. ১৬।

পৃঃ—৫৬, লাইন—২

মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ নাটকাবলীর খণ্ডিতাংশগুলির একটি উপভাষাকে লুডার্স্‌ অর্ধমাগধী-শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

পৃঃ—৫৬, লাইন—৩

য়াকোবী জৈনশাস্ত্রের ভাষাকে মাহারাষ্ট্রীর একটা প্রাচীনতর রূপ বলে মনে করেছেন। কল্পসূত্র, এস-বি-ই, xxii। পিশেল দেখিয়েছেন—এই মত বিচারসহ নয়। প্রাঃ ব্যাকরণ, art. ১৮।

পৃঃ—৫৯, লাইন—২৯

দ্রষ্টব্য—The Piśāca Languages of North-Western India, R. As. Soc. Mon. Vol. VIII, ১৯০৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্র এই সব উপভাষাগুলিকে আর্যভাষার ভারতীয় ও ইরাণীয় উপবিভাগগুলির মধ্যে একটা স্বতন্ত্র স্থান দান করা দরকার, কারণ, সেগুলিতে ভারতীয় ও ইরাণীয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ আছে—গ্রন্থকারের

এই মতবাদ বিশ্বাসজনক নয়। চূলিকা পৈশাচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য (ঘোষবর্ণ স্থানে অঘোষবর্ণ) এই অঞ্চলে ব্যতিক্রমমূলক।

পৃঃ—৬০, লাইন—১১

দ্রষ্টব্য—গ্রীয়ারসনের প্রবন্ধ পৃঃ ১—২। Sten Konow—Home of Paiśāci, Z. D. M. G. LXIV, পৃঃ ৯৫—। গ্রীয়ারসন্ Z. D. M. G. LXIV পৃঃ ৩৯৩—৪২১।

দ্রষ্টব্য—L. S. I এবং Report on a Linguistic Mission to Afghanistan —Morgenstierne—দার্দিক প্রাকৃত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

পৃঃ—৬৭, লাইন—৩

ও-যুক্ত (রাজস্থানী ও পশ্চিমী হিন্দী উপভাষা সমূহ) বা আ-যুক্ত (হিন্দী সাধুভাষা ও পাঞ্জাবী) কর্তৃ এক বচনের—অক-যুক্ত রূপসমূহ থেকে সোজাসুজি বা সাদৃশ্যের সাহায্যে ব্যুৎপত্তি করা হয়ে থাকে। 'ক' পরিত্যক্ত হ'ল। তাই * অকো থেকে আমরা পাই * অ-ও, অপ—অ-উ যা পরে হয়ে যাচ্ছে 'ও' বা 'আ'।

পৃঃ—৬৮, লাইন—১৪

দ্রষ্টব্য গ্রীয়ারসন্-এর Phonology of the Indian Vernaculars.

পৃঃ—৬৮, লাইন—১৬

মাহারাষ্ট্রীতে যে -ইল্ল প্রত্যয় এত বেশি দেখা যায় সেই -ইল্ল প্রত্যয়-যুক্ত অংমাগং পঢমিল্ল থেকে স্পষ্টতঃ অনুমিত অপভ্রংশ পঢবিল্লউ থেকে গ্রীয়ারসন্ ব্যুৎপত্তি করেন। তুং—পিশেল, art. ৪৪৯—যিনি প্রাচীন ভারতীয় রূপ * প্রথিল বলে ধরে নিয়েছেন।

পৃঃ—৬৮, লাইন—১৯

ভবিসত্তকহ গ্রন্থের ভূমিকা।

পৃঃ—৬৯, লাইন—২০

গ্রীয়ারসন্—J. R. A. S., ১৯১৮, পৃঃ ৪৮৯—।

পৃঃ—৬৯, লাইন—২২

গ্রীয়ারসন্— J. R. A. S., ১৯১৩, পৃঃ ৮৭৫। অপভ্রংশ ও দেশভাষার মধ্যে ভিন্নতা সম্বন্ধীয় মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য—য়াকোবী সম্পাদিত ভবিসত্তকহ—র ভূমিকা। (জর্মন্)।

একাদশ অধ্যায়।

পৃঃ—৭২, লাইন—২৪

এতে কতকগুলি অশিষ্ট-রূপ আছে যেগুলিতে অপভ্রংশস্তরের পূর্বাভাস রয়েছে।

পৃঃ—৭৩, লাইন—১০

যে কালে মাহারাষ্ট্রী এই স্থান লাভ করে তা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কাছাকাছি এক সময় বলে য়াকোবী মত প্রকাশ করেছেন (Selected Narratives, ভূমিকা, ১৮৮৬)। মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন শিলালিপিগুলির ভাষা পালির মত ; এগুলির মধ্যে অর্বাচীনতমটির (যাতে পদান্তর্গত একক ব্যঞ্জনের লুপ্ত হবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়) কাল ১৫০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। চলতি প্রবাদ অনুসারে জৈনশাস্ত্রগুলি লিখিত হয় ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে। এর ভাষা (অ°মাগ°) মাহারাষ্ট্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। (পিশেল একে অস্বীকার করেছেন)। দণ্ডী সেতুবন্ধের প্রশংসা করেন

পৃঃ—৭৫, লাইন—১৩

পিশেলের মতে যে সব চরিত্র মাগধীতে কথা বলে ব'লে মনে করা হয় সেগুলির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকাটি নাটক অধ্যয়নকারীর কাজে লাগতে পারে।

মৃচ্ছকটিক : শকার, তার ভৃত্য স্থাবরক, কুম্ভীলক, বর্ধমানক, চণ্ডালদ্বয় ও রোহসেন। **শকুন্তলা :** ধীবর ও পুরুষদ্বয়, শকুন্তলার শিশুপুত্র সর্বদমন। **প্রবোধচন্দ্রোদয় :** চার্বাকের শিষ্য ও কলিঙ্গদূত। **মুদ্রারাক্ষস :** ভৃত্য, জৈন ভিক্ষু, দূত, চণ্ডালরূপে উপস্থিত সিদ্ধার্থক ও সমীদ্ধার্থক। **ললিতবিগ্রহরাজ :** বন্দনাকারিগণ ও চর (এ শৌরসেনীও বলেছে), [অপর পক্ষে তুরুস্ক বন্দী ও চর। ভারতীয় চর কথা বলেছে শৌরসেনীতে]। **বেণীসংহার :** রাক্ষস ও তার স্ত্রী। **মল্লিকামারুত :** গজপালগণ। **নাগানন্দ :** ভৃত্যগণ। **চৈতন্যচন্দ্রোদয় :** ভৃত্যগণ। **চণ্ডকৌশিক :** চণ্ডালগণ ও ধূর্ত। **ধূর্তসমাগম :** নাপিত। **হাস্যার্ণব :** সাধুহিংসক। **লটকমেলক :** দিগম্বর জৈন। **কংসবধ :** কুব্জ। **অমৃতোদয় :** জৈন ভিক্ষু।

পৃঃ—৭৫, লাইন—২৯

দ্রষ্টব্য—Giles, Manual of Comparative Philology—art. ৬১৪—৬। গ্রীক উপভাষা সম্পর্কিত এ তিন পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটি কথা ভারতীয় উপভাষা-সমূহের সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

পৃঃ—৭৬, লাইন—১৬

Encyclopœdia Britannica, একাদশ সংস্করণ, Vol-২২, পৃঃ ২৫৪।

পৃঃ—৭৬, লাইন—১৭

Grammar, Beames, Vol—১, পৃঃ—৭।

পৃঃ—৭৭, লাইন—৪

Sylvain Levi—Le Theatre Indien (১৮৯০), পৃঃ ৩৩১, শূরসেন দেশের রাজধানীতে কৃষ্ণ-উপাসনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে শৌরসেনী ব্যবহারের যোগ আছে—এই মত প্রকাশ করেন। মাগধীর ব্যবহার প্রাচীন মাগধ—মগধের চারণগণের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বলে তিনি মনে করেন।

পৃঃ—৭৭, লাইন—১০

গ্রীয়ারসন্—Enc. Brit. প্রাকৃত, পৃঃ ২৫৩। পঞ্চতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদগুলি তুলনীয় (হার্টেল্)। মূল অপভ্রংশই জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। (পিশেল)।

পৃঃ—৭৮, লাইন—১

প্রামাণ্য গ্রন্থের জন্যে দ্রষ্টব্য—পিশেল, ব্যাকরণ, art. ৩২।